ম/২৫৬

কায়স্থ-সমাজ

বর্ষ, } বৈশাখ, ১৩৩২। { ১ম সংখ্যা

নব-বর্ষ

(১)

পূব গগনে রক্ত-রবি উঠ্‌ছে কেমন উজ্জ্বলি' !
স্রোতঃস্বতী লহর তুলি' বইছে কেমন কল্লোলি' !
অতীত্‌ স্মৃতি নিঃশেষিয়া,
যায় গো চলি মধ্য দিয়া
যবনিকার অন্তরাল।
বিশ্বব্যাপী কোলাহল !

(২)

কে গো তুমি অতিথ্‌ আজি এ বিশ্ব ধরায় ?
কাহার লাগি' বিহগকুল মধুর কূজন গায় !
বালারুণের রঙ্গিল জ্যোতি
ধরার বুকে হাস্‌ছে লুটি' ;
স্নিগ্ধ মদির প্রভাত বায়
ছুট্‌ছে পুলক-উতলায়।

(৩)

পুরাতনে বিদায় দি'ছি তোমার বরণ তরে ;
নতুন সাজে নতুন পথিক ফিরলে নতুন ক'রে !

পুরাতনে অনাদরে
বিদায় দি'ছি তব তরে,
বিদায় গত নয়নজল ;
আনন্দেরি দোদুল্‌দোল।

(৪)

পুরাতনের স্মৃতি কভু বাজে কি গো মনে,
হলেও ক্ষণিক পরিচয় নতুন পথিক সনে ?
বাজে ওগো বাজে,
গোপন পুরে রাজে,
সুখ-কথা যত,
দুঃখ-ব্যথা তত।

(৫)

ঢাল্‌তে সুধা অমরার তপ্ত মরুর ত্রাণে
কে তুমি গো উদয় হ'লে অমল ধবল প্রাণে ?
স্বাগত হে ওগো বরষ,
পুরাতনের নবীন খোলস,
ধন্য হউক তোমার আগমন ;
সফল হউক মোদের এ জীবন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী।

রামলোচন রায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি-বিশেষের জীবনী-সঙ্কলন অধুনা এক গৌরবময় অ মধ্যে পরিগণিত। এক শতাব্দী পূর্ব্বে তদনুরূপ কোন অনুষ্ঠান বিশেষ শ্ল বিষয় বা তেমন গৌরবের সামগ্রী বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট ততটা অ হইত না। এজন্যই বোধ হয় পল্লীবাসী উন্নতচেতা নীরব-কর্ম্মী অনেক ত পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। নিভৃতে ফুটন্ত বনজ গোলা সৌরভের ন্যায় ইঁহাদের যশোগৌরবও অজ্ঞাত, অনাদৃত, উপেক্ষিত ও অন্তর্

কয়জন ইঁহাদের সন্ধান লয় ? এরূপ নীরব-কর্ম্মী একজন তেজস্বী কায়স্থ-কুল-তিলকের আখ্যায়িকাই আমাদের বক্তব্য বিষয়।

স্বর্গীয় রামলোচন রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে (১৮১৮ ইং সালে) ত্রিপুরা জিলার সদর ষ্টেশন কুমিল্লার অন্তঃপাতী বুড়িচঙ্গ নামক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বুড়িচঙ্গ গ্রামটী পল্লীগ্রাম হইলেও ত্রিপুরা জিলার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং সেই অঞ্চলে সাধারণের নিকট সুপরিচিত। এককালে এই গ্রাম সংস্কৃত-চর্চ্চার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই গ্রামে অনেক প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের টোলেই কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের আলোচনা ও অধ্যাপনার সুব্যবস্থা ছিল। আজ কাল কোন টোল নাই বলিলেই হয়। তবে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, জুনিয়ার-মাদ্রাসা, বালিকাবিদ্যালয়, ডাকঘর, পুলিশ ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে—শীঘ্রই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবে। হাট বাজারের অল্প দূরে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার ধারে শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর মাণিক্য বাহাদুরের জমিদারী চাকলে রোশনাবাদ এক ডিহি রাজা কাছারী সুন্দর শোভা পাইতেছে। বুড়িচঙ্গ ইউনিয়ন বোর্ড গ্রামের রাস্ত-ঘাটের সংস্কার সাধন প্রয়াসী হইয়াছেন।

রামলোচনের সময়ে এসব প্রায় কিছুই ছিল না সত্য. কিন্তু তখন শান্ত, সুস্থ,. সরল পল্লীবাসিগণ অতি সরল সহজ ভাবে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ সুস্থদেহে, নিশ্চিন্তমনে, শান্তির আরামে, শ্যাম-শোভাময় গ্রামটী ভরিয়া বাস করিত। অন্ন সমস্যার কোন কথাই যেন ছিল না। নিত্য ব্যবহার্য্য অনেক জিনিস আবার বহু পরিমাণে গৃহস্থের বাড়ীতেই উৎপন্ন হইত। ক্ষেতের ধানে অন্নসমস্যা, মেয়েদের চরকার সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড় ও চাদরে পুরুষদের এবং মোটা শাড়ীতে মেয়েদের বস্ত্রসমস্যা বহু পরিমাণে সমাধান হইত। পুষ্টিকর আহারের প্রাচুর্য্য এবং নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর সুলভতা হেতু বড় সুখেই গ্রামবাসিগণ দিন যাপন করিত।

রামলোচন "হুছুলাবাদের গৌতম গোত্রীয়" সুপ্রসিদ্ধ পাল-বংশ-সম্ভূত। এই বঙ্গজ কায়স্থ বংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও বহুবিস্তৃত। এই বংশে অনেক শিক্ষিত ও উন্নত হৃদয় পবিত্রচেতা মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামলোচনের পিতা রামরত্ন রায় সুলেখক, সুকণ্ঠ এবং সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার পিতামহ হারাইধন পরদুঃখকাতর ও মাতৃভক্ত ছিলেন। রামলোচনের বৃদ্ধ

প্রপিতামহ নবরত্ন রায় মহাতেজস্বী স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সুন্দর, সুঠাম, সুদীর্ঘ দেহ, সুগোল বাহুযুগল, বিশাল বক্ষঃস্থল, উন্নত নাসিকা, স্নিগ্ধোজ্জ্বল গৌর কান্তি, দীর্ঘায়ত নয়নযুগল এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার চরিত্র মাধুর্য্য ও গুণ গরিমা প্রভৃতি আমাদিগকে রঘুবংশের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়।

"ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহ ক্ষাত্রধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥"

নবরত্ন রায় ত্রিপুরা জিলার রচুলাবাদ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। শারীরিক বল, নির্ভীকতা, একাগ্রতা, মানসিক শক্তি এবং স্বাধীন প্রবৃত্তির সবিশেষ পরিচয় বাল্যজীবনেই নবরত্নের চরিত্রে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। তিনি বড় সরল ও উদার ছিলেন কিন্তু তাঁহার বড় একগুঁয়েমি ছিল। তিনি যাহা করিতে একবার জেদ ধরিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। যৌবনের প্রারম্ভে পারিবারিক ধনদৌলত সংক্রান্ত বিষয়ে একটী কথা লইয়া সামান্য মতান্তর বা মনান্তর হওয়ায়, ভাবী-আত্ম-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া, নবরত্ন রায় স্বীয় বংশের আদিম বাসস্থান এবং নিজের জন্মস্থান রচুলাবাদ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হন। তদবধি উক্ত বুড়িচঙ্গ গ্রামই তাঁহার এবং তদীয় বংশধরগণের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

নবরত্ন রায়ের পরে তদীয় বংশধরগণের মধ্যে রামলোচনই সবিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। রামলোচন বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তৎকালে ঐ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে এখনও লোকে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। রামলোচনের মধুর চরিত্রের ফলেই বোধ হয় তাঁহার বংশধরগণের প্রতি আজিও জনসাধারণের বিশেষ চক্ষুঃপ্রীতি দৃষ্ট হয়।

রামলোচন বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষরও সুন্দর ছিল। তিনি ইংরাজী জানিতেন না,—তৎকালে ইংরাজী ভাষার প্রচলন সেই অঞ্চলে পল্লীগ্রামে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি পারশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত লোক তৎকালে গ্রামে খুব কমই ছিল। তাঁহার সততা, নির্লোভিতা এবং কর্ম্মকুশলতায় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি ত্রিপুরাধিপতির চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর একজন প্রধান নায়েব ও ইজারাদার

ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ এলাকা হইতে তৎকালেই বার্ষিক প্রায় ষোল হাজার টাকা আদায় হইত। এখন সেই রাজস্বের পরিমাণ বোধ হয় তিনগুণ হইয়াছে। রামলোচন বড় দয়ালু ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। পরিবার প্রতিপালনার্থ আবশ্যকীয় অর্থের জন্য তিনি কর্ম্ম করিতেন বটে, কিন্তু অর্থের জন্য তাঁহার কোন স্পৃহা কখনও লক্ষিত হয় নাই। প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত এবং সানন্দে তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিত। রামলোচন সাহসী ও বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার উন্নতমন, প্রজাবাৎসল্য, দীর্ঘায়তন দেহ এবং সুঠাম ও সুগঠন ক্ষত্রিয়ত্ব-ব্যঞ্জক। সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দেব-দ্বিজ-ভক্তি, আতিথেয়তা, এবং পরোপকারিতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব জ্ঞাপক। তিনি স্বজাতিবৎসল ও দানশীল ছিলেন। স্বজাতির হিতসাধন ও উন্নতি বিধান—এই দুই কার্য্যের জন্য তাঁহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল। কথিত আছে—তিনি কতিপয় নিঃস্ব পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন, বহু আশ্রিতকে অন্নদান করিতেন। তিনি অতীব নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। বারমাসে তের পার্ব্বণ তাঁহার করণীয় ছিল।

রামলোচনের গুরুভক্তি সুগভীর—অতীব প্রশংসার্হ। নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাঁহার গুরুভক্তির এক বিশেষ নিদর্শন।

একদা গ্রামে ওলাউঠা মহামারী আরম্ভ হয়। তাঁহার গুরুবাড়ীর অনেক লোক ক্ষয় হয়। গুরুপত্নী পীড়িতা হন। "পুষ্করায় পাইয়াছে" এবং "বাড়ী ত্যাগই একমাত্র রক্ষার উপায়"—এইরূপ প্রবাদ ও উপদেশ শুনিয়া তাঁহার গুরু তখন নিরুপায় হন। রামলোচন তখন তাঁহার ওলাউঠাগ্রস্ত গুরুপত্নীকে পাল্কীতে বহন করিয়া (পাল্কীর বাহক একদিকে গুরু, অপর দিকে শিষ্য) নিজের বাড়ীতে আনিয়া স্থান দান করেন। প্রতিবেশী সকলে ক্ষেপিয়া উঠিল,—রামলোচনের আপন ভাই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। রামলোচন ভ্রূক্ষেপ করিলেন না,—ভালমন্দ বিচার করিলেন না,—কর্ত্তব্য করিলেন। গুরুভক্তির দুর্ভেদ্য আবরণে রক্ষিত রামলোচন জয়ী হইলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—রামলোচনের স্বজাতি-প্রীতি ও স্বজাতির উৎকর্ষ-সাধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কায়স্থকুলোদ্ভব দরিদ্র অনেক যুবককে তিনি সাহায্য করিতেন, কয়েকটী পরিবারকে নিজব্যয়ে বাড়ীঘর পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। একদিকে যেমন তাঁহার চরিত্রের এতাদৃশ মাধুর্য্য ও কোমলতা দেখা যায়, অপর দিকেও তদনুরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতা দৃষ্ট হয়। অপসম্বন্ধ, [illegible]জ, বা নীচ আচরণ কায়স্থ-সন্তানের পক্ষে দারুণ পাপ বলিয়া তিনি মনে

করিতেন। কোন কায়স্থ-সন্তান কায়স্থাখ্য—কায়স্থেতর পরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন বুঝিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সকল সংশ্রব চ্ছেদ করিলেন। এমন কি, তদবধি তিনি আর কখনও ঐ বাড়ীর ত্রিসীমানায় পদার্পণ পর্য্যন্ত করেন নাই। তাঁহার বংশধরগণের এই নিষ্ঠা সর্ব্বথা প্রতিপাল্য। আশা করি তাঁহারা কখনও ইহার ব্যতিক্রম করিবেন না।

রামলোচন সদ্ব্যয়ী ছিলেন। কিন্তু, দান, বারমাসে তের পার্ব্বণ, অতিথিসেবা ইত্যাদি নানা সূত্রে ব্যয়াতিরিক্ততা হেতু তাঁহার সাংসারিক আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না,—কোন প্রকারে চলিয়া যাইত, কখন কখন ঋণও হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—রামলোচন নির্লোভ ও বিশ্বস্ত রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার অবস্থার সবিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহণ বা মনিবের প্রাপ্য বা মনিবের নামে সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ করা তিনি গুরুতর পাপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের জন্য অনায়াসে বিস্তর নিষ্কর সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। ন্যায়ের সীমা অতিক্রম তিনি কখনও ঘুণাক্ষরে করিতেন না। তাই তিনি এত মহৎ। তাই আজ তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ দরিদ্র হইলেও এত লোকাদৃত।

রামলোচন সত্যবাদী ও নির্ভীক ছিলেন। একদা তাঁহার গুরু-বংশজ কতিপয় ব্রাহ্মণ কতগুলি সম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর বলিয়া রাজসরকারে লিখিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। রামলোচন এই মিথ্যাচরণে কিছুতেই সম্মত হন নাই। ফলে ব্রাহ্মণগণ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলে বলে ছলে কৌশলে জব্দ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। রামলোচন নির্ভীকচিত্তে বীরের ন্যায় সত্যের পরিণাম প্রদর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণগণ পরাস্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করত রামলোচনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্রিতবৎসল রামলোচন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি কাজে ইস্তাফা দিলেন। এই সুযোগে ব্রাহ্মণদের অভীষ্টসিদ্ধ হইল বলিয়া এখনও জনশ্রুতি আছে।

'মেহারকূল' ও 'গঙ্গামণ্ডল'—এই দুই পরগণার সীমানা লইয়া ত্রিপুরেশ্বর মাণিক্য বাহাদুর এবং শোভাবাজারের মহারাজার মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। দীর্ঘকাল মামলা মোকদ্দমা চলিতে থাকে। একমাত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠ,

প্রভুভক্ত রামলোচনের সাক্ষ্যপ্রদান ও তদ্বিরমূলে ত্রিপুরেশ্বরের পক্ষে জয়লাভ সম্ভবপর হয়। শোভাবাজারের রাজকাছারী জাফরগঞ্জের দেওয়ান বংশীবাবু বহুসহস্র নগদ টাকা, একটা হাতী বিস্তর নিষ্কর জায়গা এবং বড় চাকুরী প্রদানের লোভ দেখাইয়াও প্রভুভক্ত রামলোচনকে হস্তগত বা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারেন নাই।

তৎকালে গ্রামে সালিশি বিচারের বহুল প্রচলন ছিল। সুদক্ষ ও ন্যায়বান্ সালিশি বিচারক বলিয়া রামলোচনের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ছিল। স্ব গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী কোনগ্রামে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষই একসঙ্গে আগ্রহসহকারে রামলোচনকে সালিশ মান্য করিত। রামলোচন তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে যথাযথ তথ্য অবগত হইয়া, ন্যায় বিচার করিয়া স্বীয় পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

রামলোচন বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা ও গরীব দুঃখীর মা বাপ ছিলেন। গরীব দুঃখীকে অন্ন বস্ত্র দিতেন, উৎসবাদিতে গ্রামশুদ্ধ সকলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। এখনও লোকে শতমুখে এই সকল প্রশংসা গাহিয়া থাকে।

রামলোচনের সহধর্ম্মিণী অতীব দয়াবতী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইত। এই বুদ্ধিমতী মহিলা সতী সীতার ন্যায় তাঁহার স্বামী রামলোচনের সকল কার্য্যের সহায়তা করিতেন। তিনি বড় কর্ম্মঠা ছিলেন; রন্ধনকার্য্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা এখনও অনেকে করিয়া থাকেন।

রামলোচন সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। কবিগানে এবং সত্যনারায়ণ সেবায় সুর-সংযোগে পাঁচালী কথনে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। এই সকল গুণ তিনি তাঁহার পিতা রামরত্ন রায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। রামরত্ন রায়ের স্বহস্তলিখিত "লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়" "সুভদ্রা-হরণ" "সত্যনারায়ণের পাঁচালী"—প্রভৃতি গ্রন্থ নয় দশ বৎসর পূর্ব্বেও আমরা তাঁহাদের বাড়ীতে দেখিয়াছি।

রামলোচনের তেজস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে রামলোচন কি ধাতের তৈয়ারী। রামলোচনের শেষ বয়সে তাঁহার বাড়ীতে বৈঠকখানা-গৃহের কিছুদূরে কিরূপে একটী ভাঙের গাছ জন্মে। আবগারী আইনের বিধানমতে ভাঙ প্রভৃতি গাছের জন্ম স্থানবিশেষ দোষাবহ এই নিয়ম বোধহয় ঐ ভাঙ-গাছটীর জানা ছিলনা। রামলোচনের অতিথি একজন আবগারির দারোগাবাবু ঐ বৈটকখানা-গৃহে

উপবিষ্ট থাকিয়া ঘটনাক্রমে ঐ ভাঙগাছটী দেখিতে পাইয়া রোষকষায়িত-লোচনে সম্ভ্রান্ত, শ্রদ্ধাস্পদ, পলিতকেশ রামলোচনের কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করেন। তেজস্বী রামলোচন ইহাতে নিজকে বড়ই অপমানিত মনে করেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ দারোগা বাবুর প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া প্রত্যুত্তর করেন—"এই জাতীয় গাছ তুলিয়া জায়গা পরিষ্কার করা তোমাদেরই কাজ,—তোমার জন্যই ইহা রহিয়াছে, এখন তোমার কাজ তুমি কর, গাছটী উঠিয়া স্থানটী পরিষ্কৃত হউক"।

দারোগাবাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। কুমিল্লায় তাৎকালীক ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সদাশয় লোক ছিলেন এবং তিনি রামলোচনের সাধুতা ও গুণগ্রামের সবিশেষ পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই পাইয়াছিলে। তিনি আবগারীর দারগাবাবুকে ধমকাইয়া দেন এবং রামলোচনের নিকট ক্ষমা চাহিতে আদেশ দেন।

রামলোচন ভোজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বিশাল দেহ রাক্ষার উপযোগী প্রচুর খাদ্যেরও আবশ্যক ছিল। অবস্থানুসারে নানাবিধ সুখাদ্যের ব্যবস্থাই তাঁহার বাড়ীতে ছিল। যাঁহারা বেশী খাইতে পারে তাহাদের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি দেখা যায়। রাজাপুর গ্রাম নিবাসী—(এখন এই রাজাপুর গ্রামের বাহিরে উত্তর পূর্ব্বাংশে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের রাজাপুর নামক ষ্টেশনটী অবস্থিত)—স্বর্গীয় কেবলকৃষ্ণ নন্দী মহাশয়ের সহিত রামলোচনের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। এরূপ সৌহার্দ্দ্যের কারণ আমরা সম্যক্ অবগত নহি। তবে দুইটী কারণ আমরা অনুমান করি। প্রথমটী উভয়েই বিশেষ শক্তিশালী (নন্দী মহাশয় অতুলনীয় বলবান) এবং উভয়েই সুরুচিসম্মত ভোজন-বিলাসী। দ্বিতীয়টী—পরস্পর পরস্পরের গুণমুগ্ধ। উভয়ের ভোজনপটুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। একদিন জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমভাগে নন্দী মহাশয় রামলোচনের বাড়ীতে অতিথি হন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা হয়। দুইজন দুইটী বড় পিড়ীতে উপবেশন করেন। একটী বড় কাঁঠাল এক কাঠা (প্রায় ৵৮ আট সের) চিড়া, এক হাঁড়ি দধি, তদুপযোগী গুড়, খই, মুড়ি, পঞ্চাশটী বড় বড় সুমিষ্ট আম, পাঁচ সের দুধ—দুজনে নিঃশেষিত করেন। বলা বাহুল্য নন্দী মহাশয়ই বেশীর ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। এই জলযোগের পরে মধ্যাহ্নে একটী পাঁটার মাংস এবং একটী বড় রোহিত মস্যের সম্যক্ অংশ দ্বারা উভয়ে উদরপূর্ত্তি করেন। বিদায়কালে নন্দী

মহাশয় বলিয়া যান যে, সে দিন নাকি তাঁহার আহারে তিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

রামলোচন শ্রমপটুও ছিলেন। তিনি সারাদিন পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আলস্য বা জড়তা তাঁহার নিকট স্থান পায় নাই। তিনি বেশ হাঁটিতেও পারিতেন। বুড়িচঙ্গ হইতে আগরতলা প্রায় ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। অনেক বার তিনি খুব ভোরে পদব্রজে আগরতলা রওয়ানা হইয়া সেখানকার কার্য্য সমাধা করত সে দিনই রাত্রে বাড়ীতে ফিরিয়ছেন। অশ্বারোহণ, হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ ইত্যাদি ব্যাপারে রামলোচন বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে নানাস্থানে যাইতে হইত। রাজসরকারের একটী হস্তী তাঁহার কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

রামলোচনের সাহাস অতুলনীয়। বহু রাজস্ব আদায় করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে সন্ধ্যাকালে একদিন তিনি প্রায় ৫০০শত লোক দ্বারা আক্রান্ত হন। রামলোচনের সঙ্গে তখন মাত্র ৪।৫ জন বলিষ্ঠ বিশ্বস্ত, অনুচর; রামলোচন অর্থসহ হস্তিপৃষ্ঠে আসীন। দুর্ব্বৃত্তেরা অর্থাপহরণ প্রায়াসী। রামলোচনের সঙ্গিগণ তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নীচে নামিতে বারণ করেন। কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। সঙ্গীয় বিশ্বস্ত অনুচরকে বিপন্ন করিয়া তিনি নিজে রক্ষা পাইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনুচরগণের মধ্যে করিম নামে একজন শক্তিশালী পেয়াদা ছিল। সে নিকটবর্ত্তী বাঁশঝোপ হইতে তিনটী বাঁশ উপড়াইরা লইল। একটী সে নিজে ঘুরাইয়া আক্রমণ কারিগণকে বাধা দিতে লাগিল, আর একটী বাঁশ চাঁদগাজি পেয়দা দ্বিগুণ বেগে ঘুরাইতে লাগিল। রামলোচনও অপর বাঁশটী লইয়া আক্রমণ করিলেন। হস্তিটীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দুর্ব্বৃত্তগণ ভীত, প্রহৃত, ও লাঞ্ছিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কথিত আছে, এই ব্যাপারে গ্রামস্থ কোন কোন লোককে কুব্জপৃষ্ঠ হইয়া জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল।

পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া রামলোচন ৭২ বৎসর বয়সে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গধামে গমন করেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে এখন মাত্র কনিষ্ঠ দুই পুত্র ও দুই কন্যা জীবিত। ভগবান ইহাদের মাতাপিতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুন।

শ্রীজগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা।

বাণেশ্বর দেবের ঢাকুরী (১)

শ্রীগঙ্গায় নমঃ।

আদৌ করণ নির্দ্দিষ্টে কায়স্থ কুলপঞ্জিকা।
সাধ্য সিদ্ধি প্রবক্ষামি বারেন্দ্র দেশবাসিনঃ॥
পুরাহি সৃজিতং লোকং ব্রহ্মপুত্র প্রদীপনং।
তস্য ত্রিয় পুত্রা ব্যাপিতো ভুবন-ত্রয়ং॥
চিত্রগুপ্ত স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্র নাগ সন্নিধৌ।
সেনীনামা চ বিখ্যাতং মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিতং॥
তস্য চতুষ্টয়ং জাতা তত্রাখ্যাতি বদাম্যহং।
কর্ণ বর্ণবরঞ্চৈব করীমুখ গজেন্দ্রকাঃ॥
তত্র দ্বয়োর্দ্বয়ো সুতঃ নাম অষ্ট অদ্ভুতঃ
গৌড় মাথুর মহাশয়।
ভট্টনাগর শকসেনাঃ শ্রীবাস্তব ঐঠানাঃ
স্থর করণ হৈল নিশ্চয়॥
এহি সব চরাচরঃ করিবারে গোচরঃ
পৃথিবীতে হৈল উৎপাদন।
বর্ণ ভেদ চতুষ্টয়ঃ তার কহি নির্ণয়ঃ
* মধ্যে কায়স্থ প্রধান॥

তথাহি॥

গাঙ্গং ন তোয়ং কনকং ন ধাতু তৃণং ন দুর্ব্বা পশবং ন গাবঃ।
প্রজাপতের্জ্জাতং বিচিত্র দেহা কায়স্থ তন্মধ্যে কুল প্রধানঃ

(১) বাণেশ্বর দেবের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি আমি দেখি নাই। উহার এক খানি নকল আমার নিকট ছিল। তদ্দৃষ্টে এই ঢাকুরী নকল করিয়া পাঠাইলাম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয়ের নিকট সম্ভবতঃ মূল পুঁথি আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার আসলের সহিত এই নকল মিলাইয়া দেখিতে পারেন। নকল হইতে নকল হইলেই, অথবা মহিমাচরণ মজুমদারের 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' কিম্বা লালমোহন বিদ্যানিধির "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" উদ্ধৃত না হইলেই যে, কোন গ্রন্থকে অপ্রামাণিক বলিতে হইবে, ন্যায় শাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা দেখা যায় না।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

তত্র স্থান নির্ণয়ঃ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকা চৈব কায়স্থানাং স্থলাষ্টকং॥
পশ্চাৎ আইল যতঃ বঙ্গদেশে উপনীতঃ
একত্র হইল গৌড় দেশে।
কহিব তাহার স্থানঃ সাধ্যসিদ্ধের প্রমাণঃ
বারেন্দ্র সমাজে যত বৈসে॥
বংশারম্ভে যে যে গ্রামে ঃ পদ্ধতি গোত্রের নামে ঃ
বিস্তার হইল যেন মতে।
প্রকর্ষে কহিব কথা ঃ তা সবার স্থান যথা ঃ
সাধ্য সিদ্ধি জানিবার রীতে॥

তথাহি॥

দাসনন্দীস্তথা চাকি সরমার্দ্ধ কুল স্তথা।
এতে সিদ্ধাশ্চ বিখ্যাতা কায়স্থ কুলপুঙ্গবাঃ॥
সিংহ নাগ স্তথা দত্তঃ কর্ণসেনী চ দেবকাঃ।
কুলং সাধ্যাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ মধ্যমাশ্চ নিরূপিতাঃ॥

আদৌ দাসস্য বর্ণনং॥

দাসানাঞ্চ ধীর নরদাসনামাঃ যো ধর্ম্মশীলঃ সুকুতীয় ধামাঃ।
ভাগীরথী পাদ সরোজ পূজা প্রসাদাৎ স্পর্শশীলা মবাপ॥
নরদাস ঠাকুরের কীর্ত্তি ঃ পৃথিবীতে হৈল সৃষ্টি ঃ
যেন গঙ্গাতীর্থের গরিমা।
অদ্যাবধি সেহিনাম ঃ সর্ব্বদেশে অনুপাম ঃ
কহি শুন তাহার মহিমা॥
তাহার তনয় তিন ঃ অত্রি গোত্র প্রবীন ঃ
ভুবন শ্রীধর হয়গ্রীব।
মোক্ষ মধ্যে তিন স্থান ঃ বাঁকি বাঁখারি বগুড়া গ্রাম
তদন্তরে প্রবর বর্ণিব॥

তথাহিঃ॥

অত্রি অসিত বিশ্বাবসু প্রবরস্য॥
এহি তিন ভাই মধ্যে ঃ শ্রীধর দাসের সাধ্যে
বাঁকি স্থান করিল প্রধান।

আর সাধ্য পঞ্চনাম : কহি তার গুণগ্রাম :
যার যেই স্থানের বাখান ॥
গুধিয়া মরিচপুরাণ : হরিপুর নাগোড়া স্থান :
ঝাউগাঁ সহিতে পঞ্চ * *
এহি সাধ্য পঞ্চদাস: গৌণ-ভেদ অভিলাষ:
পুষ্টি হেতু করণ বিস্তার ॥
মোক্ষ গৌণ ভেদ যার : গোত্রে চিহ্ন ভেদ তার :
কহি শুন গোত্রের * *
অষ্ট ঘর দাস পদ্য : যাহার যেমন সাধ্য :
সেহি মত করিল * *

তত্রাদৌ নন্দী বর্ণনং ॥

অযোধ্যায়াং সদাচারী ভৃগুনাম ইতি স্মৃতঃ।
নন্দীগ্রামে স্থিতিং যস্য কুলং তত্র প্রকাশিতঃ ॥
তবে ভৃগু নন্দীকুলে : উপনয় * * * :
সপ্ত পুত্র হৈল উপাদান।
ভৃগুর সন্ততি যেন : চন্দ্রসম দীপ্তিমান :
সেহি মত করিব বাখান ॥
শ্রীকণ্ঠ শিব শঙ্কর : বল্মিক কৌতুক বর :
মাধব কানু হৈল একান্তর।
মোক্ষ গৌণ স্থান হয়: ভাব কহি নির্ণয়:
সেহিমত কহিব আদর ॥
শ্রীকণ্ঠনন্দী বল্লরিয়া: মাধব কানু পোতাজিয়া
বেতুড়্যা শঙ্কর নন্দী নাম।
শিবের ইচালাটিয়া : বল্মিকের আটঘরিয়া :
কৌতুকের তেঁতুলিয়া গ্রাম ॥
মোক্ষ গৌণ এহি ছয় : এতৎ ভিন্ন নন্দী হয় :
দরি তাক্ জানিহ নিশ্চয়।
আর নন্দী কল্পতিয়া : মূলাভুলী বাগড়িয়া :
এই মত হইল উদয়।

আদৌ চাকীদেবস্য বর্ণনং ॥

আদৌ সিদ্ধি স্তথা শর্ষা মৌরাট স্তদনন্তরম্।
এতৌ স্থানৌ প্রধানৌ চ চাকিদেবস্য নিশ্চিতং ॥
চক্রতীর্থাৎ সমায়াতঃ চাকীদেবশ্চ গৌতমঃ।
গোত্রঞ্চ গৌতমং প্রোক্তং প্রবরং পঞ্চমস্তথা ॥
গৌতমাঙ্গিরস বার্হস্পত্য অপ্সার নৈধ্রুব প্রবরস্য ॥
পঞ্চ প্রবরেতি ॥

ত্রৈলোক্য চাকি মহাশয় : তার দুই তনয় :
মুরারি রাঘব হইল নাম।
মুরারি দেবের ধারা : সিদ্ধিতে আদর বাড়া :
স্থান কৈল নামে শর্ষাগ্রাম ॥
রাঘব ভাদালীপাড়া : মুরারি পদ্ধতি ছাড়া :
ভজের কন্যা করিয়া গ্রহণ।
কানুদেব পুত্র তার : শুনি সর্ব্ব সমাচার :
না দেখিল পিতার বদন ॥
মুরারীদেব মহাশয় : নাহি গেল নিজালয় :
মৌরট নামে চণ্ডালের গ্রাম।
তাহাতে লাগায়ে কোষা : পুত্রেক করিল গোশা :
মৌরট গ্রামে করিল আশ্রম ॥
দাস নন্দী অবশেষে : সমাজেত যত বৈসে :
সভাকারে করিয়া আদর।
আনিয়া আপন স্থানে : বসাইলা বিদ্যমানে :
সমাচার করিল গোচর ॥
সবার সম্মতি হইল : সেই হৈতে পদ্ধ রহিল :
মুরারীদেবে রাখিল ঘোষণা।
আনিয়া ব্রাহ্মণ যত : পুণ্যকার্য্যে অবিরত :
কানুদেব পাশরে আপনা ॥
মুরারীদের অভিমানে : নাহি গেল নিজ স্থানে :
জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়ে অকারণ।

এহি সর্ব্ব তবে শুনি : কানুদেব অনুমানি :
কুলস্থান করিল প্রধান ॥

তথাহি ॥

শর্ষাবাসী ভবেৎ চক্রী কুলার্থে পিতৃ নিন্দকঃ।
জীবৎ স্বামীন্ত শঙ্কানাং মাতৃহস্তেন রক্ষিতং ॥
মুরারী চক্রিণে পুত্রে পশুহতোপি ভবেৎ সুখং।
কুলার্থে মম পুত্রঞ্চ ত্যক্তামঞ্চ করিষ্যতি ॥
কুলার্থে ধনার্থে বা রাজ্যার্থে বা বিশেষতঃ।
পিতৃত্যাগে ভবেৎ তত্র ন দোষঃ মুনিনাম্বুধৈঃ ॥

তবে সেহি সাধ্যা কন্যা : মৌরাটে হৈল ধন্যা :
সেহিমত করে ব্যবহার।

মুরারি দেবের কীর্ত্তি : পৃথিবীতে হৈল সৃষ্টি :
ছয় পুত্র হৈল তাহার ॥

সুদন মদন স্থির : কাম কুমার বীর :
এহি সব নামের বিস্তার।

মৌরাটে করিল বাস : কহি তার ইতিহাস :
মৌলিক পদবী হইল তার ॥

সুদন মদন ইতি : মৌরটে করিল স্থিতি :
মোক্ষপদ পাইল তে কারণে।

কাম কুমার সাধ্যে : বিষিয়া গ্রামের মধ্যে
গৌণকল্প ভেদ সেই স্থানে ॥

অথ সরমার্দ্ধ কুলবর্ণনম্ ॥

দাস নন্দী চাকিদেব গেল তীর্থবাসে।
সরমা পাইল কুল শুনহ বিশেষে ॥
সরমার্দ্ধ কুলসিদ্ধি তাদের সম্পাসে।
সেই মত জানি তার নামের আভাসে ॥

অথন কহিব সাধ্য কুলের বিস্তার।
সিংহের সমাজ স্থান কবির প্রচার ॥
করাতিয়া জামতৈল কান্দি বাঁশবাড়িয়া।
এহি চারি স্থান আগে কহিব বর্ণিয়া ॥
কান্দি আর বাঁশবাড়িয়া গৌণ অনুমানি।
করাতিয়া জাম তৈল সমাজ বাখানি ॥
আর যত আছে তাহা করিব প্রচার।
মোক্ষ গৌণ ভেদকল্প কহিব তাহার ॥
কর্কটিয়া নাগ যত গৌণ অনুমনি।
ষড়গাঁ আড়ানিয়া সমাজ বাখানি ॥
পুড়রা বালির দত্ত গৌণ অনুমানি।
তার মধ্যে মোক্ষদত্ত হৈল বটগ্রামী ॥
বটগ্রামী মৌদ্গল্য গোত্রেতি ॥
দেবের সমাজ স্থান আছে চারি গ্রাম।
তা সবার মধ্যে জান কর্ণসেনী নাম ॥
কর্ণসেনী গণকরি চড়িয়া চিত্রপুরী।
সেই অনুসারে মোক্ষ গৌণ-ভেদ করি ॥
দেব মধ্যে মোক্ষঘর হইল কর্ণসেনী।
ইহা ভিন্ন যত আছে গৌণ অনুমানি ॥
সাধ্য সিদ্ধি অষ্টঘর সম্বন্ধ করণ।
জানিয়া করিহ কার্য্য যে হয় প্রয়োজন ॥

তথাহি ॥

নাতি দূরে সমীপে চ ন খর্ব্বে নাতি দুর্ব্বলে।
ধনহীনে চ মূর্খে চ ষষ্ঠে কন্যা ন দীয়তে ॥
পশ্চাৎ চল্লিশ ঘরের কহিব কথন।
বিস্তারিয়া কহি তাহা শুন সর্ব্বজন ॥

সেন ঘোষ মিত্র আগে আর যত মহাভাগে
অষ্ট ঘর হইল প্রচার।
পোল পাল ভজ রাহা বিস্তারিয়া কহি তাহা
আচার হইল কুলাচার ॥

এহি অষ্ট ঘর মোক্ষ আর সব গৌণ পক্ষ
সেই সব কবির বাখান।
নির্ম্মল কবিতা ছন্দে কাব্য কথা অনুবন্ধে
বিরচিব সাধ্যকুল গান॥
ধর কর আর যত বর্ণিয়া কহিব কত
ভদ্র কুণ্ড দো দাম সহিতে।
জঘন্য কুলেত জন্ম বিকট আকার ধর্ম্ম
পাণি ব্রহ্ম শীল এই মতে॥
ওম সোম আচু চন্দ শুনিতে লাগয়ে ধন্দ
ভুয়িত পদ্ধতি হইল আর।
আদিত পালিত আর লোধ পোদ কিমাকার
হাড় হোড় হইল অতি ছার॥
রায়ুত বর্দ্ধন গুই মোক্ষ গৌণ হোম দুই
রক্ষিত হইল সদাশয়।
বোস্ গুণ পই নাথ তাহাতে করিব সাথ
দাঙ বই হইল নিশ্চয়॥

ইতি সাধ্য কুল বর্ণনং॥

শাকে বাণ বিন্দুর সেন্দু যুক্তে গ্রামে হিরণ্যাক্ষপুরে হি সঞ্জাত।
ব্যলেখি শ্রীমদ্ বাণেশ্বর দেবেন কায়স্থ কুলপঞ্জি কুলসংহিতায়।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

ক্ষুদ্রকর্ম্ম বিভঙ্গ সূত্র

"নমো মহাকারুণিকস্য তস্য"

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তির যেতবনে অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠির আরামে বাস করিতেছিলেন। অতঃপর (শ্রাবস্তির অনতিদূরে তোদেয্য নামক গ্রামাধিপতি তোদেয্য ব্রাহ্মণের পুত্র) সুভো মাণব যেখানে ভগবান বাস করিতেছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত সন্তোষজনক

আলাপ করিলেন, সন্তোষজনক কথা ও স্মারণীয় কথা সমাপনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন, এক প্রান্তে উপবিষ্ট সেই তোদেয্য পুত্র সুভোমাণব, ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভো গৌতম! মনুষ্য জাতিদের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যগণের হীন-প্রণীততা অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ুতা, রুগ্নতা ও নিরোগীতা, দুর্ব্বর্ণতা ও বর্ণসম্পন্নতা এবং কাহারও কাহারও মহাপরিবার-সম্পত্তি, কাহারও কাহারও অল্পপরিবার সম্পত্তি, কাহারও কাহারও অল্পভোগ, কাহারও কাহারও মহাভোগ ও কেহ কেহ নীচকুলজাত, কেহ কেহ উচ্চকুলজাত, কেহ কেহ দুষ্প্রজ্ঞ এবং কেহ কেহ যে প্রজ্ঞাবন্ত দেখা যায় তাহার হেতু ও প্রত্যয় কি?

হে মাণব! সত্ত্বদিগের কর্ম্ম স্বকীয়, কর্ম্মদায়াদ, কর্ম্মযোনি, কর্ম্মবন্ধু এবং কর্ম্মপ্রতিশরণ, কর্ম্মই সত্ত্বদিগকে বিভাগ করে, যেমন—হীন-প্রণীতা হেতু।

আমি ভবৎ গৌতমের এই বিস্তাররূপে অর্থ অবিভক্ত ও সংক্ষেপে ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানিতে পারিতেছি না। সাধু! ভবৎ গৌতম এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করুন যে, যেমন আমি এই বিস্তাররূপে অর্থ অবিভক্ত ও সংক্ষেপে ভবদ্ভাষিত বিষয়ের অর্থ জানিতে পারি। হে মাণব! তাহা হইলে সুন্দররূপে শ্রবণ এবং মনোনিবেশ কর, আমি ভাষণ করিতেছি। তথন হাঁ! ভবৎ বলিয়া সুভো মাণব তোদেয্য পুত্র ভগবানের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে ভগবান এইরূপ বলিলেন;—

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী পুরুষ প্রাণাতিপাতী বা জীবঘাতী, লুব্ধ, লোহিতপাণি, হতপ্রহতে নিবিষ্ট এবং প্রাণীসমূহে অদয়াপন্ন বা নির্দ্দয় হয়। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যদি মনুষ্যলোকে আসে তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে অল্পায়ুসম্পন্ন হয়। হে মাণব! এই প্রাণাতিপাতী, লুব্ধ, লোহিতপাণি, হতপ্রহতে নিবিষ্ট এবং প্রাণীসমূহে নির্দ্দয়তা, এই সমস্ত অল্পায়ু সংবর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী পুরুষ প্রাণাতিপাত প্রহাণ করিয়া প্রাণাতিপাত হইতে প্রতিবিরত এবং নিহিত দণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়াপন্ন ও সর্ব্বপ্রাণী ভূতের প্রতি হিতানুকম্পী হইয়া বিহার করে। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হয়। হে মাণব!

এই প্রাণাতিপাত প্রহাণ করিয়া, প্রাণাতিপাত হইতে প্রতিবিরত হওতঃ নিহিত দণ্ড, নিহিতশস্ত্র, লজ্জী, দয়াপন্ন ও সর্ব্বপ্রাণীভূতের প্রতি হিতানুকম্পী হইয়া বিহার করা, দীর্ঘায়ু সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রীপুরুষ হস্তের দ্বারা, লোষ্ট্রদ্বারা দণ্ডদ্বারা এবং শস্ত্র-দ্বারা সত্ত্বদিগকে নিষ্পীড়নকারী হয়। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যদি তথায় উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে উৎপন্ন হয়, সেই সেই স্থানে বহুরোগযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। হে মাণব! এই পাণিদ্বারা, লোষ্ট্রদ্বারা, দণ্ড দ্বারা এবং শস্ত্রদ্বারা সত্ত্বদিগের প্রতি নিষ্পীড়ন কারীতা বহুরোগ সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী পুরুষ পাণিদ্বারা, লোষ্ট্রদ্বারা, দণ্ডদ্বারা এবং শস্ত্রদ্বারা সত্ত্বদিগকে অনিষ্পীড়নকারী হয়। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া, মনুষ্যলোকে প্রতিজাত হয়, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে উৎপন্ন হয়, সেই সেই স্থানে নিরোগী হইয়া উৎপন্ন হয়। হে মাণব! এই পাণিদ্বারা, লোষ্ট্রদ্বারা, দণ্ডদ্বারা এবং শস্ত্রদ্বারা সত্ত্বদিগের প্রতি যেই অনিষ্পীড়ন কারীতা, তাহা নিরোগ সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী পুরুষ ক্রোধপরায়ণ উপায়াস বহুল হয়, অল্প মাত্র বলিলেও ক্রোধান্বিত, কুপিত, ব্যাপাদিত ও প্রস্তব্ধ (১) হয়, কোপ, দোষ এবং অপচয়ের প্রাদুর্ভাব করে। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত ও নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে তাহা হইলে যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে দুর্ব্বর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মাণব! ক্রোধপরায়ণ উপায়াস বহুল হওয়া, অল্পমাত্র বলিলেও ক্রোধান্বিত, কুপিত, ব্যাপাদিত এবং প্রস্তব্ধতা দুর্ব্বর্ণ সম্ববর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী পুরুষ অক্রোধী অনুপায়াস বহুল হয় (অপ্রীতিকর কথা) বহু বলিলেও ক্রোধান্বিত, কুপিত, ব্যাপাদিত, এবং প্রস্তব্ধ হয় না; কোপ, দোষ এবং অপচয়ের প্রাদুর্ভাব করে না। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে প্রাসাদিক বা বর্ণবন্ত হয়। হে মাণব! এই অক্রোধ, অনুপায়াস বহু বলিলেও ক্রোধান্বিত, কুপিত, ব্যাপাদিত এবং প্রস্তব্ধ না হওয়া, কোপ, দোষ ও অপচয়ের প্রাদুর্ভাব না করা প্রাসাদিক-সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী-পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হয়, পরের লাভ, সৎকার, গৌরব, মানন বন্দনা এবং পূজনাদিতে ঈর্ষা করে, উপদূষিত করে, ঈর্ষা পোষণ করে। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে অল্প পরিবার-সম্পত্তিশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মাণব! ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া এবং পরের লাভ, সৎকার, গৌরব, মানন-বন্দনা এবং পূজনাদিতে ঈর্ষা করা, উপদূষিত করা, ঈর্ষা পোষণ করা অল্প পরিবার-সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী-পুরুষ অনীর্ষাপরায়ণ হয়, পরের লাভ, সৎকার, গৌরব, মানন, বন্দনা এবং পূজনাদিতে ঈর্ষা করে না, উপদূষিত করে না, ঈর্ষা পোষণও করে না। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে মহাপরিবার-সম্পত্তিশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মাণব! অনীর্ষাপরায়ণ হওয়া এবং পরের লাভ, সৎকার, গৌরব, মানন, বন্দনা ও পূজনাদিতে ঈর্ষা, উপদূষণ, ঈর্ষাপোষণ না করা মহাপরিবার-সম্পত্তি সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী-পুরুষ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা, গন্ধ, বিলেপন, শয্যা, আবসথ এবং প্রদীপ (দশবিধ দানীয় বস্তু) দান করে না, সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে অল্প ভোগবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মাণব!

(১) প্রস্তব্ধ = ক্রোধে জড়সড় হওয়া।

শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা, গন্ধ, বিলেপন, শয্যা, আবসথ এবং প্রদীপ দান না করা, অল্প ভোগ সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী-পুরুষ শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা, গন্ধ, বিলেপন, শয্যা, আবসথ এবং প্রদীপ দান করে, সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে মহা ভোগশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মাণব! শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা, গন্ধ, বিলেপন, শয্যা, আবসথ এবং প্রদীপ দান করা মহা ভোগ সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী-পুরুষ শক্ত এবং অতিমানী হয়, অভিবাদন-যোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করে না, প্রত্যুত্থান-যোগ্য ব্যক্তিকে প্রত্যুত্থান করে না, আসন দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে আসন প্রদান করে না, মার্গ ছাড়িয়া দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে মার্গ ছাড়িয়া দেয় না. সৎকার-যোগ্য ব্যক্তিকে সৎকার, গৌরবনীয়কে গৌরব, মাননীয়কে মান, পূজনীয়কে পূজা করে না। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যদি সেইখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে নীচ কুলীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মাণব! শক্ত এবং অতিমানী হইয়া অভিবাদনীয়কে অভিবাদন না করা, প্রত্যুত্থানীয়কে প্রত্যুত্থান না করা, আসনীয়কে আসন প্রদান না করা, মার্গ ছাড়িয়া দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে মার্গ ছাড়িয়া না দেওয়া, সৎকার-যোগ্যকে সৎকার না করা, গৌরবনীয়কে গৌরব, মাননীয়কে মান এবং পূজনীয়কে পূজা না করা, নীচকুল সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী-পুরুষ (মানের দ্বারা) অশক্ত এবং অনতিমানী হয়, অভিবাদনীয়কে অভিবাদন, প্রত্যুত্থানীয়কে প্রত্যুত্থান করে, আসন দিবার যোগ্য ব্যক্তিকে আসন প্রদান ও মার্গ ছাড়িয়া দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে মার্গ ছাড়িয়া দেয়. সৎকার-যোগ্য ব্যক্তিকে সৎকার, গৌরবনীয়কে গৌরব, মাননীয়কে মান এবং পূজনীয়কে পূজা করে। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ মরণের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে উচ্চ কুলীন হয়। হে মাণব! অশক্ত এবং অনতিমানী হইয়া, অভিবাদনীয়কে অভিবাদন, প্রত্যুত্থানীয়কে প্রত্যুত্থান করা, আসন দিবার যোগ্য ব্যক্তিকে আসন, মার্গ ছাড়িয়া দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে মার্গ ছাড়িয়া দেওয়া, সৎকার-যোগ্য ব্যক্তিকে সৎকার, গৌরবনীয়কে গৌরব, মাননীয়কে মান এবং পূজনীয়কে পূজা করা, উচ্চকুল-সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী-পুরুষ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রভো! কুশল কি, অকুশল কি, সাবদ্য কি, অনবদ্য কি, সেবিতব্য কি, অসেবিতব্য কি, কি কর্ম্ম করিলে আমার দীর্ঘকাল অহিত দুঃখের জন্য সম্বর্ত্তিত হইবে, অথবা কি কর্ম্ম করিলে আমার দীর্ঘকাল হিত-সুখার্থে সম্বর্ত্তিত হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসাকারী হয় না। সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর অপায়, দুর্গতি বিনিপাত, এবং নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে দুষ্প্রজ্ঞ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মাণব! শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রভো! কুশল কি, অকুশল কি, সাবদ্য কি, অনবদ্য কি, সেবিতব্য কি, অসেবিতব্য কি, কি কর্ম্ম করিলে আমার দীর্ঘকাল অহিত-দুঃখার্থে সম্বর্ত্তিত হইবে, অথবা কি কর্ম্ম করিলে আমার দীর্ঘকাল হিত-সুখার্থে সম্বর্ত্তিত হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসা না করা, প্রাজ্ঞা সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব! এই জগতে কোন কোন স্ত্রী-পুরুষ শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভো! কুশল কি, অকুশল কি, সাবদ্য কি, অনবদ্য কি, সেবিতব্য কি, অসেবিতব্য কি, কি করিলে আমার দীর্ঘকাল অহিত-দুঃখার্থে সম্বর্ত্তিত হইবে, অথবা কি কর্ম্ম করিলে আমার হিত-সুখার্থে সম্বর্ত্তিত হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসা করে, সে এইরূপ পরিপূর্ণ গৃহীত কর্ম্মের দ্বারা কায়ভেদ হইতে মরণের পর সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। যদি সেখানে উৎপন্ন না হইয়া মনুষ্যলোকে আসে, তাহা হইলে, যেই যেই স্থানে প্রতিজাত হয়, সেই সেই স্থানে মহা প্রজ্ঞাবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মাণব! শ্রমণ-ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভো! কুশল কি, অকুশল কি, সাবদ্য কি, অনবদ্য কি,

(১) সাবদ্য ও অনাবদ্য অর্থ = সদোষ ও নির্দ্দোষ।

সেবিতব্য কি, অসেবিতব্য কি, কি কর্ম্ম করিলে আমার দীর্ঘকাল অহিত-দুঃখা
সম্বর্ত্তিত হইবে অথবা কি কর্ম্ম করিলে আমার দীর্ঘকাল হিত-সুখার্থে সম্ব
হইবে ? এইরূপ জিজ্ঞাসা করা মহাপ্রজ্ঞা সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা।

হে মাণব ! এইরূপে অল্পায়ু-সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদার দ্বারা অল্পায়ুকত্বে ল
যায়, দীর্ঘায়ু-সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা দ্বারা দীর্ঘায়ুকত্বে লইয়া যায়, বহু রোগ-সম্বর্ত্তনি
প্রতিপদা দ্বারা বহু রোগত্বে লইয়া যায়, নিরোগ সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা দ্বা
নিরোগত্বে লইয়া যায়, দুর্ব্বল সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা দ্বারা দুর্ব্বলত্বে লইয়া য
প্রসাদিক-সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা দ্বারা প্রসাদিকত্বে লইয়া যায়, অল্পপরিবা
সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা দ্বারা অল্প পরিবারত্বে লইয়া যায়, মহাপরিবার সম্বর্ত্তনি
প্রতিপদা দ্বারা মহাপরিবারত্বে লইয়া, অল্পভোগ সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা দ্ব
অল্পভোগত্বে লইয়া যায়, মহাভোগ-সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা দ্বারা মহাভোগ
লইয়া যায়, নীচকুল-সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা দ্বারা নীচকুলীনত্বে লইয়া যায়, উচ্চকু
সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা দ্বারা উচ্চকুলীনত্বে লইয়া যায়, দুষ্প্রজ্ঞ সম্বর্ত্তনিকা প্রতি
দ্বারা দুষ্প্রজ্ঞত্বে লইয়া যায়, এবং মহাপ্রজ্ঞ সম্বর্ত্তনিকা প্রতিপদা দ্বারা মহাপ্রজ্ঞ
লইয়া যায়—হে মাণব ! সত্বদিগের কর্ম্মস্বকীয়, কর্ম্মদায়াদ, কর্ম্মযোনি কর্ম্ম
এবং কর্ম্ম প্রতিশরণ, কর্ম্মই সত্বদিগকে বিভাগ করে ; যেমন—হীন
প্রণীতা হেতু।

এইরূপ কথিত হইলে তোদেয্য ব্রাহ্মণ পুত্র সুভো মাণব ভগবানকে এই
বলিলেন—বড়ই সুন্দর ভবৎ গৌতম ! ভবৎ গৌতম যেমন—অধো
স্থাপিত পাত্র ঊর্দ্ধমুখী করে, প্রতিচ্ছন্নকে বিবৃত করে, মূঢ় ব্যক্তিকে মার্গ সম্ব
বলে, অন্ধকারে তৈল প্রদ্যোত ধারণ করে এবং চক্ষুষ্মানকে রূপ সমূহ দর্শন কর
সেইরূপ ভবৎ গৌতম অনেক পর্য্যায় বা কারণ দ্বারা ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলে
এই আমি (নবলোকুত্তর) ধর্ম্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ ভবৎ গৌতমের শরণে গ
করিব ; ভবৎ গৌতম আমাকে আজ হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শরণা
উপাসক বলিয়া ধারণা করুন।

("সুত্ত সঙ্গহে"র ক্ষুদ্রকর্ম্ম বিভঙ্গ সূত্র সরলানুবাদ সমাপ্ত)

শ্রীমৎ ধর্ম্মতিলক ভিক্ষু

সতীদাহ

সতীদাহের কথা সকলেই শুনিয়াছেন ; তবে ইহাকে এক অতি নিষ্ঠুর ও ভীষণ অত্যাচার পূর্ণ ব্যাপার বলিয়াই সকলের জানা আছে। সকলেরই ধারণা বিধবাকে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত পা বাঁধিয়া জ্বলন্ত চিতার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইত—যাহাতে তাহার করুণ ক্রন্দনধ্বনি কাহারও কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয় দ্রবীভূত করিতে না পারে এজন্য উচ্চ বাদ্যধ্বনির ব্যবস্থা করা হইত। এরূপ ঘটনা যে কখনও ঘটিত না তাহা বলিতে পারি না—কেননা ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। তবে ইহা শাস্ত্রানুমোদিত বা সাধুজনসম্মত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না। আর মৃতস্বামীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ হওয়া অনেকেই গৌরবের এবং সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিত—স্বেচ্ছায় অম্লানবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিত—তাহাতে তাহাদের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ব্যতীত অণুমাত্র দুঃখ উদিত হইত না। পুরাণাদিতে এরূপ ঘটনার অভাব নাই। উদাহরণস্বরূপ মহাভারতে পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রীর সহমরণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, ঐতিহাসিকযুগেও ইহার উদাহরণ দুর্লভ নহে। রাজপুতদিগের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন রাজপুতরমণীগণ সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কিরূপ সানন্দে অগ্নিতে স্বীয় কোমল দেহ ভস্মসাৎ করিয়া 'জহর ব্রতের' অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহমরণের উদাহরণও বিরল নহে।

এই সকল ঘটনা আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে সতীদাহ প্রথা সকল স্থলে সতীর অনিচ্ছাসত্ত্বে বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক আসুরিক ভাবে অনুষ্ঠান করা হইত না।

যাহারা শাস্ত্রানুসারে এই প্রথার অনুষ্ঠান করিত, তাহারা নির্জ্জন প্রদেশে বিশেষ কোন জাঁকজমকের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই তাহা করিত। সেইজন্য উহা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং সে গৌরবময় কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠাকেও উজ্জ্বল করে নাই ; তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে সহমরণ নামে কুপ্রথা ; ইহা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হওয়া দূরে থাকুক বরং কলঙ্কিত হইয়াছে।

যাহা হউক, আমরা দুইটী আদর্শ সতীদাহের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাইয়াছি—

দর্শক দুইজনই ইউরোপীয় এবং সতীদাহপ্রথার একান্ত বিরোধী; সুতরাং তাঁহাদের বিবরণে সতীদাহের পক্ষে অতিরঞ্জনের আশঙ্কা করা যায় না। ইতিহাস সত্য সাধারণকে অবগত করাইবার জন্য আমি সেই বিবরণ দুইটীর বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

ফলতঃ, ঐতিহাসিক সত্যোদ্ঘাটন ব্যতীত এ বিষয়ে আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। আমার অনুরোধ—এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যেন আমাকে কেহ সতীদাহের পক্ষপাতী বা ঐ প্রথার বর্ত্তমানে প্রবর্ত্তনাভিলাষী বলিয়া মনে না করেন।

আর প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলিয়া রাখি যে এই সহমরণই বিধবার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বলা নাই এবং সকলে এই প্রথার পক্ষপাতীও ছিলেন না। হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক কবি বাণভট্টের কাব্য 'কাদম্বরী' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন বাণভট্ট এই প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না।

তবে সত্যের অনুরোধে আমি একথা বলিতে বাধ্য যে ঘটনা দুইটী পাঠ করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি এবং আমার মনে হয় পাঠকগণেরও ইহা পাঠ করিলে ভারতীয় বিধবার প্রগাঢ় স্বামী ভক্তি দেখিয়া হৃদয়ে এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আমি ঘটনা দুইটীর বঙ্গানুবাদ দিতেছি :—

(১)

নিম্নের ঘটনাটী Sir F. Halliday (বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব Lieutenant Governor) স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা C. E. Buckland প্রণীত Bengal under Lieutenant Governors নামক গ্রন্থের (Vol I pp, 160—61) ছাপা আছে।

ঘটনাটী এই :—

সতীদাহপ্রথা (ব্রিটিশ ভারতে) ১৮২৯ খৃঃ অব্দে আইন দ্বারা বন্ধ করা হয়। সেই সময় আমি হুগলীতে Magistrate ছিলাম। নূতন আইন অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একদিন খবর পাইলাম যে আমার বাসা হইতে কয়েক মাইল দূরে একস্থানে সতীদাহ হইবে। এই কার্য্য হুগলীতে প্রায়শই ঘটিত; কেননা গঙ্গার তীর এই কার্য্যের জন্য সমধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করা হইত। যখন খবর আসিল তখন ডাক্তার wise এবং একজন Clergyman (ধর্ম্মযাজক) আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও সতীদাহ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমরা তিনজনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই সেই স্থানে বহু দেশীয় লোক জমা হইয়াছিল এবং চিতাও প্রস্তুত হইয়াছিল। বিধবাটী চিতার সম্মুখে মাটীতে বসিয়াছিল। আমাদের বসিবার জন্য চেয়ার আনা হইল এবং আমরা স্ত্রীলোকটীর সম্মুখেই বসিলাম,—আমার সঙ্গী দুইজন বাঙ্গালা জানিতেন না। স্ত্রীলোকটীকে তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার জন্য তাঁহারা নানা যুক্তি উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে আমি ঐ সকল যুক্তি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম। সে স্থিরভাবে আমার কথা শুনিল বটে কিন্তু একটুও বিচলিত হইল না।

একটু পরেই সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং চিতায় যাইবার জন্য অনুমতি চাহিল। আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া আমি তাহাকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু সে যাইবার পূর্ব্বে Clergymanএর সম্মুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহার কি ভীষণ কষ্ট হইবে তাহা সে বুঝিতেছে কি না। সে মুখে ঘৃণার ভাব দেখাইয়া মাটিতে বসিল এবং বলিল—'একটী আলো আন' একটী আলো কিছু ঘি এবং খানিকটা তূলার পলিতা আনা হইল। সে নিজেই সে গুলিকে গুছাইয়া লইল। আলো জ্বালিতে বলায় আলো জ্বালা হইল। ঘৃণার চক্ষে স্থিরভাবে আমার দিকে তাকাইয়া সে তাহার হাতের একটী আঙ্গুল আগুনের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। আঙ্গুলটী পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; কিন্তু সে হাতখানি একটুও নাড়িল না—একটী শব্দ করিল না বা তাহার মুখের ভাব একটুও পরিবর্ত্তিত হইল না। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল 'খুসী হইয়াছেন ত?' আমি 'হাঁ' বলিলে সে আগুন হইতে হাত সরাইয়া লইল এবং বলিল 'এখন যাইতে পারি?' আমি অনুমতি দিলে সে চিতার নিকটে গেল, চিতাটী নদীর ধারেই ছিল। উহা প্রায় ৪½ ফিট লম্বা, ৪½ ফিট উচ্চ এবং ৩ ফিট চওড়া। ২।৩ বার সে উহা প্রদক্ষিণ করিল—তারপর কাত হইয়া হাতের মধ্যে মুখ দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার উপর পাতলা পাতলা কাঠ দেওয়া হইল—কিন্তু ইচ্ছা হইলে সে উঠিতে পারে তাহাতে কোনও বাধা রহিল না। তখন সকলে তাহাকে বড় বড় বাঁশের সহিত বাঁধিতে লাগিল কিন্তু আমি বাধা দিলে তাহারা অনিচ্ছাসত্ত্বে সে কার্য্য হইতে বিরত হইল। তাহার ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে তখন চিতা জ্বালাইতে বলা হইল।

স্বামী বহুদূরে মারা যাওয়ায় তাঁহার শব এস্থানে আনা সম্ভবপর হয় নাই; সেইজন্য তাঁহার একখণ্ড বস্ত্র বিধবার পার্শ্বে চিতার উপর দেওয়া হইয়াছিল। (বস্তুতঃ এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।). যথেষ্ট ধূপ এবং কিছু ঘি চিতার উপর

দেওয়ায় প্রথমে কিছু ধূম হইল এবং পরেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আগু তাপ যতক্ষণ সহ্য হইল ততক্ষণ আমি চিতার খুব নিকটেই ছিলাম কিন্তু আ কোনও শব্দ শুনিনাই অথবা কাঠনড়া ভিন্ন অন্য কোনরূপ নড়ার চি দেখিনাই।

নিম্নলিখিত ঘটনাটী, Mrs. Postan's Random sketches duri her residence in one of the Northern Provinces of Weste India in 1839 নামক গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়।

বিধবাটী অতি সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা, বয়স আন্দাজ ত্রিশ। তাহার সর্ব্বা যেন একটা ঔদাসীন্যের ভাব ছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন আফিংএর নেশায় অভিভূত। জ্ঞাতিগণের অত্যাচারে বাধা দিবার জন্য যে সক ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে দুইজন ডাক্তার তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে মাদকতার কোনও প্রভাবই তাহাতে লক্ষি হইতেছেনা।

তখন স্ত্রীলোকটী স্বেচ্ছায় বা পরকীয় অনুরোধে ঐকার্য্য করিতেছে তা জানিবার ইচ্ছায় Captain Burness তাহাকে বলিলেন যে ঐ কার্য্যে তাহা বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা আকিলেও তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহার জীব ও সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোকটী নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিল—'আমি সম্পূ নিজের ইচ্ছায় মরিতেছি। যদি আমাকে আমার স্বামী ফিরাইয়া দিতে পার তাহা হইলে আমিও বাঁচিতে পারি।'

মৃত্যুবিভীষিকার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। স্ত্রীলোকটী যেরূপ অবিচলিত ভাবে তাহার স্থির প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করিল তাহাতে অতি বড় সাহসীর চিত্তও বিচলিত হয়। শারীরিক যন্ত্রণা তাহার হৃদয়ে একটুও ভীতির উদ্রেক করে নাই। তাহার দেশীয় আচার ব্যবহার এবং তাহার পাতিব্রত্য জ্ঞান তাহার হৃদয় হইতে ভয় দূর করিয়া দিয়াছিল। যেরূপ ভাবে এই স্ত্রীলোকটী নিজের জাতীয় প্রথানুসারে আত্মবলিদান দিতে উদ্যত হইল এরূপ স্থির ভাবে, বোধ হয়, কোনও বীরও নিজ বধ্যস্থানে যান নাই। পুরোহিত বেষ্টিত হইয়া স্ত্রীলোকটী সাতবার মন্ত্রপাঠ করিয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিল। তারপর নিজের গাত্র হইতে অলঙ্কার খুলিয়া সে তাহার জ্ঞাতি বন্ধুদিগকে দিল এবং প্রত্যেকের নিকট স্মিতমুখে কিছু কিছু বলিল।

তখন ব্রাহ্মণগণ তাহার হস্তে একটী জলন্ত মশাল দিলে সে উহা লইয়া চিতার

মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন তাহার স্বামীর শব সাতবার প্রদক্ষিণ করাইয়া তাহার কোলের উপর রাখা হইল। হয়ত স্ত্রীলোকটী যন্ত্রণার ভয়ে চিতা হইতে উঠিয়া আসিতে পারে এইজন্য সেখান হইতে বাহিরে আসিবার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখা হইল। কিন্তু স্ত্রীলোকটীর প্রতিজ্ঞা টলিল না,—চিতা হইতে প্রথমে ধূম দেখা গেল—তারপর উজ্জ্বল বিদ্যুতের মত অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করিল কিন্তু একটী কাতরধ্বনি পর্য্যন্ত জানিতে দিল না—কখন সকল শেষ হইয়া গেল।

আমরা বারান্তরে সমীদাহের প্রাচীনতা এবং শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানরীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব এরূপ আশা রহিল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী বি-এ।

——::o::——

একটী অনুরোধ

গত মাঘসংখ্যা "কায়স্থ-সমাজে" পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী প্রাণকৃষ্ণ তীর্থ প্রণীত "আর্য্যজাতি বর্ণাশ্রম বিবেক" পুস্তকখানির সমালোচনা প্রকাশিত হইলেও আমার বক্তব্যের সহিত অদ্য আমি আমার স্বজাতি কায়স্থ ভ্রাতাগণের নিকট একটী অনুরোধ উপস্থিত করিতেছি। বঙ্গে চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য স্বামীজি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অতি সমীচীন। আর্য্য-ধর্ম্ম ও আর্য্য-সমাজ স্থাপন জন্য চারিবর্ণের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যক। যাহারা বঙ্গে কেবল ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও সৎশূদ্র বা "শূদ্র ভিন্ন অন্য কায়স্থ" জাতির স্থাপন করিয়া আর্য্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী, তাহারা বন্ধুর ছদ্মবেশে আর্য্যসমাজ ও আর্য্যধর্ম্মের শত্রু। উহাদের দ্বারাই পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম পরপ্রত্যাশী হীন "হিন্দুধর্ম্ম" বা "বামুন ধর্ম্মে" পরিণত হইয়াছে, অতএব উহা ত্যজ্য।

বঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সম্যক স্থাপন করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর উচিত। ব্রাহ্মণেরা বা ব্রাহ্মণ সভা বা তাহাদের অনুগত শূদ্রাভিমানী ভৃত্যগণ আর্য্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধা জন্মাইতেছেন ও জন্মাইবেন। কারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সহিত বৈদিক ধর্ম্ম কর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের ব্যবসার মূলে আঘাত পহুছিবে, তান্ত্রিক দীক্ষা ও শিক্ষা বন্ধ হইবে ফলে কান্

ফুঁকা গুরুদের দশার নষ্ট হইবে ও জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণগণের অন্নে ধূলা পড়িবে।

সেইরূপ নামত বৈষ্ণবের দল, নামত সন্ন্যাসীর দল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর দল, আধুনিক প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-প্রচারকের দল এবং যোগাদিসিদ্ধি প্রচারকের দল ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী, কারণ, তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও উদ্দেশ্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন। অতএব এই আর্য্য-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা বিষয়ে উপরোক্ত মোহান্তগণের সহানুভূতির আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া বীরভাবে অগ্রসর হইতে হইবে।

'কায়স্থ' শব্দ জাতি বাচক নয় কর্ম্ম বা বৃত্তি বাচক,তাহা ঐ গ্রন্থের ৫৩৬ পৃষ্ঠায় কায়স্থ বা রাজলেখকের লক্ষণ" যাহা 'পত্রকৌমুদী' 'মৎস্য পুরাণাদি' শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং হলায়ুধ প্রভৃতি কোষকারগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থ শব্দের যে সকল প্রতিবাক্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাদ্বারা ক্ষত্রিয়ের কায়স্থ খ্যাতি প্রমাণীকৃত হইয়াছে। কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারাই কোন জাতির বর্ণ নির্ণয় হয় নাই, ঐতিহাসিক প্রমাণও একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বঙ্গীয় কায়স্থ যে বঙ্গের মূল ক্ষত্রিয় জাতি শাখা ক্ষত্রিয় জাতি নয়, তাহা পরমহংসজী শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক, ব্যবহারিক উপাধি ও যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা উনওয়ালা, বট্‌লেওয়ালা, খাণ্ডওয়ালা, গোল্ডস্মিথ, স্বর্ণবণিক, স্বর্ণকার, শাঁখারি, তিলি, বৈদ্য, গোপ প্রভৃতি।

শাস্ত্রীয় বাক্য তিন প্রকার—রোচক, ভয়ানক ও যথার্থ। ইহার মধ্যে রোচক ও ভয়ানক ত্যজ্য, যথার্থ বাক্যই গ্রাহ্য। যাহারা শাস্ত্রের রোচক বাক্য অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থকে চিত্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া নিশ্চিত করিয়াছেন, তাঁহারা, নিতান্তই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ ভবিষ্য পুরাণের আখ্যায়িকা কায়স্থ-জাতির প্রচারকগণের অনুমোদিত ও সুখকর হইলেও তাহা যে মতবিরোধ-সমন্বিত ও ব্রাহ্মণ-স্বার্থসেবী মাত্র, উহা অল্পবিচার দ্বারাই প্রকাশ পায়। আমার ধারণা পরমহংসজীকৃত এই গ্রন্থ পাঠেই তাহাদের ঐ কুসংস্কার অপনোদন হবে।

পরমহংসজী কায়স্থকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। কারণ তাহাদের অপর সকল সংস্কারের সহিত উপনয়ন ও বৈদিক গুরুমন্ত্র গায়ত্রী দীক্ষার পরিবর্ত্তে তান্ত্রিক দীক্ষা দেওয়া হয়। অতএব তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত কায়স্থ বৈদিক মতে উপবীত গ্রহণ না করায় কোনরূপে দোষভাগী হইতে পারে না বরং যাহারা ঐ উপদেশের পক্ষপাতী এবং আসল বলিয়া তান্ত্রিকদীক্ষারূপ নকল মুক্তাদিয়া

কায়স্থদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারাই সেইজন্য দায়ী ও প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য। এবং যাঁহারা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিভাবে, উপদিষ্ট স্বধর্ম্ম পালন করায় পবিত্রই আছেন, কারণ ভগবান ভক্তের এবং তিনিই প্রঞ্চকের শাস্তা।

মুসলমান শাসন কালে বামাচারী তান্ত্রিক কুলগুরুর ছলনা দ্বারা যে কায়স্থ ও বৈশ্যের যজ্ঞসূত্র লোপ হয় তাহা পরমহংসজী প্রবল যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আচারনির্ণয় তন্ত্রের উক্তিও ইহার প্রবল প্রতিপোষক। যথা—"ব্রহ্ম পাদাংশতঃ শূদ্রমসীশৌ দ্বৌ বভূবতুঃ। শূদ্রাৎ পরঃ কনিষ্ঠঃ সচাতঃ কালি ঋতঞ্চ তৎ॥ কিন্তু সামাদি বেদান্ হি ক্ষত্রোবিট্ শূদ্র এব হি। গ্রহীতবান্ন তৎ কিঞ্চি ন্মসীশোহ-লসতঃ শিবে॥ অতো যজ্ঞোপবীতিন, তে হি যজ্ঞোপবীতিনঃ। ততো হি কৃপয়া বিপ্রঃ কায়স্থমনু গৃহ্নহি॥ সালসংপ্রাদদদ্বিদ্যাং বগলেতি তব প্রিয়ে। যতো দীক্ষামাত্রমেব পবিত্রঃ কার্য্যসিদ্ধিতাঃ॥ ইত্যাদি

শূদ্র ও মসীশ (লেখক কায়স্থ) ব্রহ্মার পাদ হইতে হইয়াছে, ঐ মসীশ শূদ্রের কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ; হে কালী ইহা সত্য—কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সামাদি বেদে অধিকার আছে, কিন্তু মসীশ আলস্য বশতঃ কোন বেদ গ্রহণ করেন নাই; হে শিবে এই জন্যই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যজ্ঞোপবীত আছে, কিন্তু মসীশের যজ্ঞোপবীত নাই। তাহার পর ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপর অনুগ্রহ করিলেন ও উহাকে তোমার প্রিয় বগলা মন্ত্র দিলেন, যে মন্ত্রের দীক্ষা দ্বারা কায়স্থ পবিত্র ও কার্য্য সিদ্ধ হইল।

পরমহংসজী আদিশূরের যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ শূদ্রাখ্য কায়স্থের আগমন বৃত্তান্ত সমন্বিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক কারিকা ও বঙ্গজ কুলাচার্য্য কারিকাকে যুক্তি ইতিহাসাদি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা জাল পুস্তক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণেরা এই মিথ্যা-রচিত জাল কারিকাদ্বয় দ্বারাই কায়স্থের ক্ষত্রিয় কুলস্বরূপ জ্ঞানের ভ্রমোৎপাদন করিয়াছে। পরমহংসজী দেখাইয়াছেন যে, মুসলমান শাসন কালে বিদ্যার অননুশীলন হেতু ক্ষত্রিয়ের বলবুদ্ধি জাড্য-প্রাপ্ত হওয়ায় প্রথমতঃ ষড় যন্ত্র হেতু ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যজ্ঞসূত্র ত্যাগ হয়, পরে জাল কারিকা প্রচার, 'প্রণব' মন্ত্রের পরিবর্ত্তে 'নমঃ' শব্দের ব্যবহার, তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের প্রচলন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশদিন সপিণ্ডাশৌচ স্থলে ত্রিশদিন ব্যবস্থাকরণ ইত্যাকার ক্রমে ধূর্ত্তপণ্ডিত ভট্টাচার্য্যগণের বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা ক্ষত্রিয়েরা

শূদ্রত্ব আবরণে আবরিত হয়। যাহারা এই জাল কারিকাদ্বয়কে সত্য বলিয়া প্রমাণ রূপে স্বীকার করেন, তাহাদের বুদ্ধি অবশ্যই কলুষিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

কায়স্থ শব্দটী জাতি বাচক না হওয়ায় ও কায়স্থ খ্যাতিটী দুষ্ট কর্ত্তৃক অখ্যাতি গ্রস্ত হওয়ায় এবং ক্ষত্রিয়ের লুপ্ত ক্ষত্রিয়াভিমানের অচিরাৎ পুনরুদ্ধার হেতু পরমহংসজী ক্ষত্রিয়দিগকে কায়স্থ খ্যাতিটী ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ আদালতাদি কাছারীতে পরিচয় দিবার কালে কায়স্থ না বলিয়া ক্ষত্রিয় বলা ও এই ভাবে 'কায়স্থ-পত্রিকা কায়স্থ-সমাজ "কায়স্থ-সভা" প্রভৃতি নাম স্থলে "ক্ষত্রিয়-পত্রিকা" "ক্ষত্রিয়-সমাজ" "ক্ষত্রিয়-সভা" নামকরণ হওয়া উচিত। যেমন কায়স্থের শূদ্রত্ব অপবাদ প্রচার দ্বারা বঙ্গের ক্ষত্রিয় জাতির ধ্বংস কামনা করা হইয়াছে, সেইরূপ গন্ধবণিক, সুবর্ণ বণিক, তিলবণিক বা তিলি জাতিকে বৈশ্যবর্ণ হইতে চ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়া বঙ্গদেশকে ম্লেচ্ছদেশে পরিণত করা হইয়াছে।

বঙ্গদেশ এখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূন্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা এখন ধর্ম্মচ্যুত, স্বার্থপর ঈর্ষাবান্ পরশ্রী-কাতর হইয়াছেন। অতএব ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি সকলের একযোগ হইয়া, বৈদ্যেরা যেরূপ আত্মবীর্য্য প্রকাশ দ্বারা স্ববর্ণে অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেইরূপ ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজ নিজ বর্ণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এখন বাদবিতণ্ডায় কালক্ষেপ না করিয়া কার্য্যদ্বারা নিজ বীর্য্যে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে। ইহাই আমার কায়স্থ ভাতৃবৃন্দের সমীপে অনুরোধ।

শ্রীধনকৃষ্ণ দেববিশ্বাস, বি-এল্।

———:o:———

বার্ষিক অধিবেশন

আমাদের "বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজে"র পঞ্চমবার্ষিক অধিবেশন করার জন্য ৺শারদীয়া পূজার পর হইতেই কয়েক স্থলে চেষ্টা চলিতেছিল। যদিও ঐ সকল স্থানের অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি অনেকে আবার সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকে একবারে আমলেই দিতে চাহেন নাই, ইহাতে মফঃস্বলে বার্ষিক অধিবেশন করার আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। এদিকে মাননীয় সভাপতি

মহোদয় পরিচালন সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া জানান—গুড্ ফ্রাইডের বন্ধের সময় দার্জ্জিলিং গমন করিবেন এবং জুলাইমাসের শেষভাগে কলিকাতায় ফিরিবেন। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ পরন্তু কলিকাতায় "হিন্দু-মহাসভা" হইবে তাহার কোন অনিষ্ট না হয় এই সমস্ত বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া পরিচালন-সমিতি বার্ষিক অধিবেশন দুইদিন না করিয়া মাত্র ১১ই এপ্রেল একদিন এবং তাহা কলিকাতায় করার জন্য স্থির করেন। অবশ্য ইহাতেও দুষ্টগ্রহ সমাজের ক্ষতি করার জন্য প্রতিকূলাচরণের ত্রুটি করে নাই, এমন কি দূর দেশাগত কতিপয় সভ্য আমাদের অধিবেশন শেষ হইয়া যাওয়ার পর আমাদের সহিত দেখা করিয়া একথাও বলিয়াছেন—"হিন্দু-মহাসভার জন্য কায়স্থ-সমাজের বার্ষিক অধিবেশন এ তারিখে হইল না। ইহা শিয়ালদহে শুনিতে পাইয়া আমরা অধিবেশনে যোগদানের জন্য দূরদেশ হইতে আসিয়াও তাহাতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া যোগদান করিতে পারি নাই।" যাহা হউক ইহাতেও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের পঞ্চমবার্ষিক মহাধিবেশন যথানির্দ্দিষ্ট ২৮শে চৈত্র, শনিবার অপরাহ্ণ, ৪॥টায়, ৪ নং কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার, স্কটিশ্ চার্চেস্ কলেজ হলে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই অধিবেশনে নিমন্ত্রিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা সভায় যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের নাম স্বাক্ষরিত পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রায়সাহেব সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাজীবপুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, সম্পাদক "বিশ্বদূত", শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্ম তত্ত্বভূষণ (মুঙ্গের), শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন গুহরায়, বি-এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (টাকী), শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, (কালীঘাট), শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী মিত্র (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা (কলিকাতা), ডাক্তার রমেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা, (ঢাকা) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, (বজবজ) শ্রীযুক্ত রামলাল ঘোষ (ঐ) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত ভূপতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ, সম্পাদক "কায়স্থ" শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দেববর্ম্মা সরকার, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, শ্রীমুক্ত তারকানাথ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দত্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ, বি-এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা (পাবনা), শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বর্ম্মরায়চৌধুরী, বি-এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্তবিদ্যাবিনোদ

(উকিল, খুলনা), শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ভবানীপুর, আখৌরী শ্রীযুক্ত নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ, (কায়স্থ মিত্রমণ্ডল) আখৌরী শ্রীযুক্ত কপিলদেবনারায়ণ সিংহ (মুজাফরপুর), শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ বর্ম্মা (গাজীপুর), শ্রীযুক্ত ভগবতী প্রসাদ বর্ম্মা (গোরক্ষপুর), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম মজুমদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গিরিজাসহায় অম্বষ্ঠ, শ্রীযুক্ত নন্দকিশোরলাল, (মজাফরপুর) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ঘোষরায়বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ সরকার, শ্রীযুক্ত রামলাল বসু, শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ-বি এল, (বরানগর), শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বসুবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সমীরেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত দাউদয়াল শকসেনা, শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর লাল বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গঙ্গাসহায় শকসেনা, শ্রীযুক্ত শ্রীরামশঙ্কর, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু, এম-এ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্ম সরকার (বহরমপুর), শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষবর্ম্মা (আলিপুর), শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ দস্তিদার (গাভা) শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায় (ময়মন সিংহ), শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র শাস্ত্রী বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু. এম-এস্-সি, শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ সিংহ. শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায় (সেওড়াফুলী), হুগলি জেলা প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

যাঁহারা দূরতা এবং অন্যবিধ কারণে এই মহাধিশেনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল—

তার :—

মহারাজা জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, দিনাজপুর।

পত্রাদি :—

রায় অতুলচন্দ্র রায় বাহাদুর, কুল্টি, বর্দ্ধমান।
শ্রীযুক্ত যদুকমল বসু বর্ম্মা, বেতিল।
স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এল, সি-আই-ই।
শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, মুর্শিদাবাদ।
„ রাধারমণ চৌধুরী, কাতলাছেড়া।
রায় সাহেব নিকুঞ্জবিহারী রায়, রেঙ্গুণ।
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ঘোষ, নওগাঁও।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়বর্ম্মা, বি-এ, কাঁঠাল।
„ মণীন্দ্রনাথ দত্তবর্ম্মা, দিল্লি।
ডাক্তার দ্বারকানাথ মিত্র, ডি-এল্, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ, এম এ, বি-এল, কলিকাতা।
„ দীনেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা, এম-বি-এল, কলিকাতা।
„ সনৎকুমার পাল, বি, এল, শিবপুর।
„ ভূপেন্দ্রকিশোর বসুবর্ম্মা, এম-এ, বি-এল্, কলিকাতা।
„ চুনিলাল পালবর্ম্মা, মেঘনা।
„ ললিতমোহন মিত্র, বি-এল্, তমলুক।
শ্রীযুক্ত হরিমোহন দেবরায়, রেঙ্গুণ।
„ সতীশচন্দ্র ঘোষ, ফিরোজপুর।
„ হেমচন্দ্র কুণ্ড বর্ম্মবিদ্যাবিনোদ, উলিপুর।
„ মহেন্দ্রনারাণ চৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা।
„ যজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মা, কাশীনগর।
ডাক্তার অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা, বারাহি।
রায় শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা বাহাদুর, ঢাকা।
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়বর্ম্মা, মানিগ্রাম।
„ শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস, বি-এল, বসিরহাট।
„ মহেন্দ্রনাথ রায় তত্ত্বনিধি, ভেলানগর।
„ ষষ্ঠীচরণ সেনবর্ম্মা, দশৈকা।
„ উমেশচন্দ্র ভদ্রবর্ম্মা, পাবনা।
„ গণেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা বিদ্যারত্ন, পাবনা।
„ তারকনাথ চন্দ বি-এল্, বরিশাল।

মাননীয় সভাপতি মহোদয় রাজকার্য্যবশতঃ হঠাৎ দার্জিলিং চলিয়া যাওয়ায় এবং সহকারী সভাপতিদিগের কেহই কলিকাতায় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন গুহরায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র শিরোমণি মহাশয় সভার উদ্বোধন করিয়া বহরমপুর গমন করেন। তৎপর সভাপতি মহোদয় সময়োচিত সৌজন্য প্রকাশ করিয়া সভাপতির অভিভাষণ কেন পাওয়া যায় নাই তাহা বলিয়া সভার কার্য্যারম্ভ করেন এবং

সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়কে 'সম্পাদকীয় কর্ম্মনিবন্ধ' বিবৃতি করিতে বলিলে তিনি তাহা পড়িয়া শুনান—

সম্পাদকীয় কর্ম্ম নিবন্ধ

(১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

পরম মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে আমাদের "বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ" শনৈঃ শনৈঃ স্থায়িত্বের পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহার পঞ্চমবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, এখনও দশবৎসর তাড়না সহ্য করিতে হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে আমরা ১৩৩০ সালের ৯২৪ সভ্য এবং ১৭ জন পত্রিকার গ্রাহক পাই। ইহার পর ২৭০ জন নুতন সভ্য হইয়া, সভ্যসংখ্যা ১১৯৪ এবং পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা ১২ জন বর্দ্ধিত হইয়া ২৯ জন হয়। কিন্তু ১০ জন সভ্যের মৃত্যু, ৮৪ জনের সন্ধান না পাওয়ায় ১৭ জন পদত্যাগ করায় এবং কাহারও কাহারও বিরুদ্ধ আচরণে ৭৮ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দেওয়ায়, ১৬৬ জন চাঁদা দিতে অসমর্থতা প্রকাশ করায় মোট ৩৪৮ সভ্য এবং ৭টী গ্রাহককে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সমাজের এই যে সভ্য হ্রাস পাইয়াছে, ইহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, আর্থিক অনটনে ১৬৬ এবং অন্যের প্ররোচনায় ৯৫ মোট ২৬১ প্রকৃতপক্ষে কম হইয়াছে; কেননা ইহাও আমরা দেখিয়াছি, বৎসরের পূর্ব্বাংশে যাঁহাদের সন্ধান না পাইয়া বা টাকা দিতে না পারায় ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়াছিল, বৎসরের শেষাংশে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের সন্ধান পাওয়া-গিয়াছে বা আর্থিক অবস্থা পুনর্ব্বার ভাল হইয়াছে, তাঁহারা চাঁদার টাকা আদায় দিয়াছেন। সুতরাং আশাকরা যায় অপর যাঁহাদের সন্ধান মিলে নাই বা যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ফিরে নাই, অবস্থার স্বচ্ছলতা হইলে তাঁহারাও সমাজের সহযোগিতা পরিত্যাগ করিবেন না। তবে যাঁহারা অন্যের প্ররোচনায় ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়াছেন, তাঁহারা সকলে সম্ভবতঃ সে সুযোগ পাইতেন না, যদি আমরা পূর্ব্বের ন্যায় পত্রিকা রীতিমত সময়ে প্রকাশ করিতে পারিতাম। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সমাজ স্থাপনের প্রথম হইতেই মাননীয় সহৃদয় অবস্থাপন্ন সভ্য মহোদয়গণের নিকট একটী ছাপাখানা স্থাপনের অনুরোধ করা হইতেছে, কিন্তু কোন ফললাভ করা যায় নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়।

এবৎসর আমাদের যে দশজন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে যথাকালে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমাজ স্থাপনার সময় যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভাবেই সমাজ বিশেষ

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে বরিশালের উকিল, গাভা নিবাসী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার, বি-এল্, রামকৃষ্ণ দাস লেন নিবাসী গোপালচন্দ্র দে এবং আমার পূজনীয় পিতৃব্য, পাটনা হাইকোর্টের উকিল ষোড়শীচরণ মিত্রবর্ম্মা বি-এল্ মহাশয়ের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে সমাজের যে সমস্ত সভ্য রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন, যাঁহাদের গৌরবে সমাজ গৌরবিত হইয়াছেন—সমাজের প্রভূত কল্যাণও হইয়াছে, তাহাতে সভ্যের মৃত্যুতে যে ক্ষতি তাহার কতক পরিপূরণ হইয়াছে,—সমাজকে উন্নতির পথেই অগ্রসর করিয়াছে। এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্যগুলির বিষয়ে এবৎসর আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি দেখা যাউক।

প্রথম—কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ও তদুপযোগী আচার ব্যবহারের প্রচলন। এবৎসর আমাদের সমাজের প্রচারক এবং স্বেচ্ছা-প্রচারকেরা যে প্রচার করিয়াছেন, যথাকালে তদ্বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রচারের-ফলে ৬৩৩ জন কায়স্থ সন্তানের ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী-উপনয়ন দিতে পারা গিয়াছে; ইহাতে অনেক স্বজাতি-হিতৈষী সভ্যেরও সহায়তা ও সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছে, এজন্য আমরা সকৃতজ্ঞ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দ্বিতীয়—ভারতীয় সকল কায়স্থের একীকরণ। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনে সমগ্র কায়স্থের বিভিন্ন শাখায় বিবাহ বিস্তার ও একপংক্তিতে ভোজন, এই দুইটীই মুখ্য। আমাদের বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের এজন্য যে চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে এখন আমাদের সভ্যবৃন্দ যেন অনেকটা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কার্য্য-করণের পক্ষে অগ্রসর হইয়াছেন; ইহা এবার আমরা আমাদের সভ্যবৃন্দের মধ্যে ৫টী আন্তর্গণিক বিবাহের অনুষ্ঠানেই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। অন্যদিকে গত পৌষমাসে ৺গয়াধামে যে ভারতীয়-কায়স্থ-মহাসম্মিলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমাদের এই সমাজের ১৩ জন প্রতিনিধি এবং আমাদের সহযোগী সভা "কায়স্থ-মিত্র-মণ্ডলে"র ২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া মহাসম্মিলনের কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন—ভারতীয় বিভিন্ন কায়স্থের সহিত একপংক্তিতে বসিয়া আহার করিয়াছেন। বঙ্গের অন্য কোন কায়স্থ তাহাতে যোগদান করেন নাই, দুঃখের বিষয়।

তৃতীয়—বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অযথা ব্যয়, পণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন, মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রভৃতি। এবৎসর আমরা আমাদের পত্রিকায় ২৯টী বিবাহ সংবাদ সঙ্কলন করিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে দাবী দাওয়া হীন ১৭টী,

দাবীওয়ালা ৫টী, আন্তর্গণিক ২টী এবং মৌলিকে মৌলিকে ৫টী। ইহার মধ্যে এমন কয়েকটী বিবাহ হইয়াছে, যে তাহাতে শোভাযাত্রা কি অন্য প্রকার বাহুল্য ব্যয় তাঁহারা উভয় পক্ষ বড় লোক হইলেও করেন নাই এবং ইহা ছাড়া এমন কয়েকটী বিবাহ হইয়াছে যে বরপক্ষ কোন প্রকার দাবী দাওয়া'ত দূরের কথা—শুধু শাঁখা শাড়ীতেই কন্যাকর্ত্তা সুযোগ্যপাত্রে কন্যা সম্প্রদানে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের জনৈক হিন্দুস্থানী সভ্য কন্যাকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রচুর অর্থের প্রলোভন পাইয়াও উপেক্ষাভরে তাহা ত্যাগ করিয়া বিনা পণে স্বীয় শিক্ষিত ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ দিয়াছেন। এই সমস্ত বিবাহের কয়েকটী কায়স্থ-সমাজ কর্ত্তৃপক্ষের এবং কয়েকটী সমাজের সভ্যদিগের প্রযত্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

চতুর্থ—প্রচার। এবৎসর সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্ন, স্বেচ্ছা প্রচারক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেববর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায় এবং মাননীয় কতিপয় সভ্য সমাজের উন্নতির জন্য যে প্রচার করিয়াছেন, তাহার ফলে সহস্রাধিক কায়স্থ সন্তানের পৈতা হইয়াছে—শেষের উপনীতগণের নামের তালিকা এখনও হস্তগত না হওয়ায়, শুধু যে সংখ্যা হস্তগত হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করা গেল। ফলতঃ ইঁহাদের এই প্রকার স্বজাতি ও সমাজহিতৈষণায় আমরা ইঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পঞ্চম—শিক্ষা। এ সম্বন্ধে জনৈক ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে এবং জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও সংস্কৃত ভাষার বিস্তারের জন্য একটি "উপাধি সঙ্ঘ" গঠিত হইয়াছে, ইহার ফল আগামী বর্ষে বুঝিতে পারা যাইবে।

ষষ্ঠ—সমুদ্র যাত্রা। এবৎসর এ বিষয় কোন কার্য্য করিবার কারণ উপস্থিত হয় নাই।

সপ্তম—মাসিক পত্রিকা। এবার সমাজহিতৈষী অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিই তাঁহাদের সুলিখিত প্রবন্ধ দ্বারা আমাদের পত্রিকা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রেসের গোলযোগে তিনবার পত্রিকা একত্রে প্রকাশ করিতে হইয়াছে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ধনী সভ্য মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। তথাপি যে পত্রিকার প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়া সমাজের প্রচারের সহায়তা করিয়াছে, এজন্য আমরা পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অষ্টম—জাতীয় ভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে। এ বিষয় পূর্ব্ববৎসর হইতে এবৎসর আরও অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, কিন্তু "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ" ও "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" একাত্রত হইয়া যাওয়ায় কার্য্য শেষ না হওয়ায় ব্যাঙ্ক স্থাপন বিষয়ক কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা আপাতত কর্ত্তব্য বিবেচনায় উহা স্থগিত রহিয়াছে।

নবম—আয়-ব্যয়। এবৎসর ৫১০৷৷৶১৫ হাওলাত সমেত ৪৩৫৩৸১৫ টাকা আদায় হইয়া খরচ বাদে ভাণ্ডারের মজুত হইতে জন্য ১০০৲ টাকা লগ্নী দেওয়া হইয়াছে।

দশম—দুই সভার মিলন সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিত।

সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার ১৩৩১।

(পঞ্চম বার্ষিক পরিচালন সমিতির অষ্টমাধিবেশনের অনুমোদিত)

জমা		খরচ	
প্রবেশিকা	২৭০৲	সরঞ্জাম	৫৩৷/০
চাঁদা আদায়	২৯৯০৸৶০	পত্রিকা খাতে	৯৭২৷০
গ্রাহক মূল্য	৫৩৲	মুদ্রণ খাতে	২৭৲
বিজ্ঞাপন মূল্য	১৯৯৷৷০	বাটী ভাড়া	২৫২৲
ডাক খাতে	১২১৷/০	কমিশন	১৭৯৲
পত্রিকা খাতে	২৪৷/১০	বেতন	১১৪১৷৷০
সমাজ খাতে	৬০৲	বিজ্ঞাপন ষ্ট্যাম্প	৷০
প্রচার খাতে	৭৯৲	পরিচালন-সমিতি	২২/১০
উপনয়ন খাতে	২৲	বার্ষিক অধিবেশন	৯৬৷৶১০
আমানত খাতে	৩৭৷৶০	ভারতীয় সম্মিলন	২০৷৷৵১৫
হাওলাত	৫১০৷৷৶১৫	প্রচার খাতে	১১৮৷/৫
কমিশন	৫৷৷/১০	উপনয়ন	৭৷৷০
	৪৩৫৩৸১৫		
কৈঃ জমা বর্ত্তমান সনের	৪৩৫৩৸১৫	পাথেয়	৬৷৷/০
গত সনের মজুত	৮৬৸১০	ডাক খাতে	৬১৯৵০
	৪৪৪০৷৷৶৫	পণ্ডিত বৃত্তি	১২৲

এই হিসাব পরীক্ষা করিয়া নির্ভুল পাইলাম।

শ্রীজচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা
শ্রীহীরালাল মিত্রবর্ম্মা
} হিসাব পরীক্ষক।

১৫।১২।৩১।

মিনাহ খরচ	৪১৩৬।৵৫	ছাত্র বৃত্তি	১৬৲
	৩০৪।/০	দাতব্য	১৲
বিতং—		পুস্তক	৸০
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের		পার্ব্বণী	২৲
জিম্মায় দাদন ...	১০১৲	বাজে	৫৷৵০
হাং কৈলাস শিরোমণি ...	৩৲	আমানত	২৩৩৶১০
বিষ্ণুপ্রেস ...	৬৪৲	হাওলাত	৩৪৯।৵১০
মাণিক দস্তরী ...	৫০৲		৪১৩৬।৵৫
তহবীল মজুত ...	৯৭।/০		

শ্রীশরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা—সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার দেববর্ম্মা
সভাপতি
১৫।১৫।৩১

সম্পাদকীয়-কর্ম্ম-নিবন্ধ পঠিত ও পঞ্চম বর্ষের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সা প্রদর্শিত হইলে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্পাদক মহাশয়ের পঠিত সমাজের পঞ্চমবর্ষের কর্ম্ম-নিবন্ধ ও আয়-ব্যয়ের সঙ্গতি অসঙ্গতি সম্বন্ধে আপনাদের কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। উপস্থিত সর্ব্বশ্রেণীর ভদ্র মহোদয়গণই বলিলেন—কাহারও কোন আপত্তি নাই, উহা আমরা সমর্থন করিতেছি। অতঃপ সম্পাদকীয় কর্ম্মনিবন্ধটীও জমা খরচ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা :—

১—দ শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু, এম-এস-সি, কলিকাতা।
২—দ „ প্রফুল্লচন্দ্র সরকার, পানিশেহোলা, হুগলি জেলা।
৩—শ্রী „ সূর্য্যপ্রসাদ বর্ম্মা, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪—শ „ আয়ুধ বিহারী লাল, ঐ
৫—শ „ জয়শঙ্কর সহায়, জগন্মোহন সাহা লেন, কলিকাতা।
৬—শ „ উমাশঙ্কর লাল বর্ম্মা, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
৭—শ্রী „ শ্রীধরপ্রসাদ বর্ম্মা, ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী :—

৮—দ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ঘোষ, টালিগঞ্জ।
৯—উ ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, চাঁচল।
১০—দ শ্রীযুক্ত এইচ-পি সরকার, খুলনা।
১১—ব „ মহিমচন্দ্র দত্ত, কেশজানি।
১২—দ „ পুলিন বিহারী নিয়োগীবর্ম্মা, বর্দ্ধমান।
১৩—শ্রী আখৌরী নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ, মজঃফরপুর।

উপস্থিত সর্ব্বশ্রেণীর ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। এই সমাজ শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুযায়ী ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত উপনয়ণ গ্রহণ কায়স্থ জাতির প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য এবং এই কর্ত্তব্য পালনে ক্ষত্রিয় জনোচিত অন্যান্য যাবতীয় সংস্কার গ্রহণ ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পাদন অবশ্যকরণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(ব) শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায়চৌধুরী বি-এ, এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শিশিরবাবুর প্রবন্ধ পড়া শেষ হইলে (ব) শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্মা তত্ত্বভূষণ প্রস্তাবটী অনুমোদন করেন এবং (বা) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা ও (উ) কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। এই সমাজ ভারতবর্ষেরর সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচার গ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা এক অখণ্ড সমাজভুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(দ) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম মজুমদার এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া একটী বক্তৃতা দ্বারা প্রস্তাবটির কার্য্যকারতা বিবৃত করেন। (ব) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ,-বি-এল একটী বক্তৃতা দ্বারা অনুমোদন করেন। (বা) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা ও (উ) কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা সমর্থন করিলে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব। এই সমাজ আসমানগোত্র ও অসমান প্রব
মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ সমর্থন করেন।

মাননীয় সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিলে সর্ব্বসম্মতি ক্র
গৃহীত হয়।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবাহে অধুনা প্রচলিত সমাজের সর্ব্বনাশক
পণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন এবং তদুপলক্ষে উপঢৌকন
বরানুগমন প্রভৃতি ব্যয় বাহুল্য রহিত করণ অবশ্য কর্ত্তব্য
বলিয়া এই সমাজ দৃঢ়ভাবে নির্দ্দেশ করিতেন।

মাননীয় সভাপতি মহোদয় এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া বলেন—
বিষয়টী স্বার্থসাধক সুতরাং সভার এই নির্দ্দেশ সকলে শুনিতে ইচ্ছুক নহে
কিন্তু আমাদের সমাজের চেষ্টায় এরূপ বিবাহ যে দশ পাঁচটা বৎসরে
হইতেছে তাহা নহে—ইহার ফল বাহিরেও গিয়াছে, এজন্য আমরা উৎসাহি
হইয়াছি। আশা করি আমাদের অনূঢ় যুবকবৃন্দ দুঃস্থ কন্যাকর্ত্তাদিগে
কন্যাদায়ে ক্ষত্রিয়োচিত আর্ত্তত্রাণে অগ্রণী হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। অতঃপ
প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের প্রচার ও অন্যান্য
আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য একটী কায়স্থ ধন-ভাণ্ডার স্থাপনে এ
সমাজ স্বজাতির প্রত্যেক মহোদয়কে সানুনয় অনুরো
করিতেছেন।

(দ) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যাবিনোদ (উকিল) প্রস্তাবটী উত্থাপ
করিয়া বলেন যে—এই ধন-ভাণ্ডার স্থাপন লোকের সাহায্য লইয়া হয় ন
—ইহা আমরা অন্যান্য সভায় দেখিয়াছি, তবে যদি ব্যাঙ্ক কি তাদৃশ সমবা
সমিতি করা যায়, তদ্দ্বারা কায়স্থ জাতির অশেষ উপকার হইতে পারে
এজন্য এই প্রস্তাবের সাফল্যের নিমিত্ত আমি একটী কায়স্থ-ব্যাঙ্ক স্থাপনে
প্রস্তাব করিতেছি। (দ) শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী মিত্র এম-এ সুরেশবাবু
প্রস্তাবটী অনুমোদন করিয়া বলিলেন—আমরা কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী
ব্যাপারে ইহার কার্য্যকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। ব্যাঙ্ক
হইলেই জাতির প্রচারাদি কার্য্যের সহায়তা হইতে পারে। (শ্রী) আশোষ

গেশ্বরপ্রসাদ সিংহ সমর্থন করিতে বলেন—আজ কয় বৎসর এই ভাবে
স্তাবটী হইয়া আসিতেছে কিন্তু কাজ না হওয়ায় উৎসাহ নষ্ট হইয়া
তেছে। উত্তরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় কেন ব্যাঙ্ক
পনে গৌণ হইতেছে—তদ্বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিলে মূল প্রস্তাবটী
সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সপ্তম প্রস্তাব। বঙ্গদেশীয় বিভিন্ন জেলার কলিকাতাপ্রবাসী
ত্রগণকে লইয়া বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ হইতে 'কায়স্থ-ছাত্র-
স্য এবং কায়স্থ-সমাজ-হিতৈষী ছাত্র-বৎসল কতিপয় বিশিষ্ট
্য লইয়া উহার একটী পরামর্শ সভা (Advisory Board)
ঠন করা হউক।

(বা) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ইহার
দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বলেন যে, এই সঙ্ঘের ছাত্র-সভ্যগণ যখন স্ব স্ব গ্রামে
বেন, তখন কায়স্থের জাতীয়তামূলক উদ্দেশ্যসমূহের প্রচার করিয়া কায়স্থ-
তিকে স্বাজাতিত্বে উদ্বোধিত করিবেন। সঙ্ঘের ছাত্রসভ্যগণ সমাজহিতৈষী
স্থ মহোদয়গণের নিকট হইতে যথাসম্ভব সাহায্য গ্রহণ করত একটী 'কায়স্থ-
-ধন-ভাণ্ডার গঠন করিয়া তাহা হইতে কায়স্থ দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্যকল্পে
্যকরী সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে ব্যয় করিলে স্বজাতির বহুহিত সাধন করিতে
বেন।

বঙ্গদেশীয় বিভিন্ন জেলার কায়স্থ ছাত্রগণের মধ্যে সহৃদয়তা,
ীয়তা, পরস্পর সৌহার্দ্দ, নৈতিক উন্নতি, দেশাত্মবোধ ও প্রতিবেশীর
কর্ত্তব্য—প্রভৃতির উদ্বোধন ও ভারতের বহির্দ্দেশ প্রবাসী জ্ঞানপিপাসু কায়স্থ
গণের সঙ্গে এই সঙ্ঘের পত্রাদি যোগে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান
য়া বিদেশীয় ও স্বদেশীয় রীতিনীতি প্রভৃতি আলোচনা দ্বারা এতদ্দেশীয়
ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের সহায়তা করিয়া স্বজাতির উন্নতি
তে পারিবেন।

অনুমোদক (ব) শ্রীশিশিরকুমার রায়চৌধুরী, বি-এ ও সভাপতি সমর্থন করিলে
বটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে একবাক্যে গৃহীত হয়।

অষ্টম প্রস্তাব। সংস্কৃতভাষা এবং বিবিধ কলাবিজ্ঞান অন্যান্য
ন ও অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কায়স্থগণকে মনোযোগী

হইতে এই সমাজ সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছেন এবং সমাজ উপযুক্তরূপে স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

মাননীয় সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবটী উত্থাপন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

নবম প্রস্তাব। আগামী বর্ষের আয়-ব্যয়ের আনুমাণিক নির্দ্ধারণ।

আগামী সন ১৩৩২ সনের বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের আয়-ব্যয়ের আনুমাণিক বজেট (দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা উপস্থিত করিলে (ব) ডাক্তার রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা অনুমোদন এবং (উ) শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ সিংহ ও (বা) শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার সরকার বর্ম্মার সমর্থনে নিম্নলিখিত ভাবে বজেটটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল :—

সন ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আয় ব্যয়ের আনুমাণিক নির্দ্ধারণ।

জমা—		খরচ—	
নূতন সভ্যের প্রবেশিকা—	৩০০৲	সরঞ্জাম খাতে—	৫০৲
নূতন পুরাতন সভ্যের চাঁদা—	৩৫০০৲	পত্রিকা খাতে—	৪৮০৷৷/
পত্রিকার গ্রাহক—	৫৫৲	কাগজ—৪০৫৲	
বিজ্ঞাপন মূল্য—	১৭০৲	বিজ্ঞাপন কাগজ —৪৫৷৷/০	
প্রত্যাহৃত ডাক মাশুল—	২০০৲	কভার—৩০৲	
		৪৮০৷৷/০	
পত্রিকা খাতে—	২০৲	পত্রিকা মুদ্রণে—	৫৭০৲
সমাজ খাতে—	৮০৲	র‍্যাপার ও এ্যাড্রেস মুদ্রণে—	৬০৲
প্রচার খাতে—	৮০৲	দপ্তরী—	৯৬৲
বিবিধ প্রকারে—	২৫৲	ডাক খাতে—	৭৫০৲
	৪৪৩০৲	পত্রাদি প্রেরণে—১২৫৲	
		পত্রিক প্রেরণে—১৭৫৲	
		ভিঃ পিঃ প্রেরণে—৪৫০৲	
			৭৫০৲

জের—		বাটী ভাড়া—	২৫২৲
	৪৪৩০৲	বেতন খাতে—	১২৩৬৲
পূর্ব্ব সনের মজুত তহবীল—	৩০৪৷৵০	কর্ম্মাধ্যক্ষ—১০২০৲	
	৪৭৩৪৷৵০	কেরাণী—১৮০৲	
		চাকর—৩৬৲	
		১২৩৬৲	
		সভাসমিতি—	১৫৮৲
		পরিচালন সমিতি—২৮৲	
		ভারতীয় কায়স্থ সম্মেলন—৩০৲	
		বার্ষিক অধিবেশন—১০০৲	
		১৫৮৲	
		প্রচার—	৩০০৲
		কমিশন—	১৫০৲
		উপনয়ন—	২৫৲
		বৃত্তি খাতে—	৭২৲
		পণ্ডিত—২৪৲	
		ছাত্র—২৪৲	
		বিধবা—২৪৲	
		৭২৲	
		পার্ব্বণী—	৩৲
		বিবিধ মুদ্রণ—	২৫৲
		পাথেয়াদি ব্যয়—	২০৲
		অনিদৃষ্ট কার্য্যের ব্যয়—	৫০৲
		হাওলাত—	২১০৶১০
			৪৫০৭৸১০

দশম প্রস্তাব। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন ও পরিচালনসমিতি গঠন।

(ব) শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষবর্ম্মা বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের আগামী সনের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-পরিচালনা সমিতির সদস্য জন্য নিম্নলিখিত মহাদয়গণের নাম প্রস্তাব করেন।

সভাপতি—

(ব) রায় সারদাচরণ ঘোষবর্ম্মা বাহাদুর, এম্-এ, বি-এল,
সাং কাশীপুর, বরিশাল, হাং, সাং মৈমনসিংহ।

সহঃ সভাপতি—

(ব) রায় শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা বাহাদুর, বি-এল্, সাং ঢাকা।
(দ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই-সি-এস্, সি-আই-ই, সাং কলিকাতা।
(বা) „ যোগেন্দ্রনাথ সরকারবর্ম্মা, সাং মাদ্‌লা, বগুড়া।
(উ) মহারাজা জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর, সাং দিনাজপুর।

কোষাধ্যক্ষ—

(দ) শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা, বি-এল, সাং কলিকাতা।

আয়-ব্যয় হিসাব পরীক্ষক—

(ব) শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা, সাং বুড়িচং, কুমিল্লা।
(দ) „ হীরালাল মিত্রবর্ম্মা, শ্রীরাজকাঠি, যশোহর জেলা।

সম্পাদক—

(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল, সাং কলিকাতা।

সহঃ সম্পাদক—

(ব) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর বসুবর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, সাং ঢাকা।
(দ) „ ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, বি-এস-সি, কলিকাতা।
(বা) „ দীনেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল, সাং পাবনা।
(উ) „ মানদাকান্ত রায়বর্ম্মা, এস-বি, সাং রসোড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ।

পত্রিকা-সম্পাদন—

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী, সাং আলগী, জেলা ফরিদপুর।

পত্রিকা-সম্পাদন-সমিতি—

(ব) অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা, এম-এ, সাং কাঠাদিয়া সিমুলিয়া, ঢাকা।
(দ) „ অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, সাং নৈহাটী।
(বা) লেফ্‌টন্যাণ্ট নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, বি-এ, সাং রংপুর।
(উ) শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, সাং মুর্শিদাবাদ।

পরিচালন সমিতি—

বঙ্গজ—

১। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর, সাং মাধবপাশা, বাখরগঞ্জ।

২। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসুবর্ম্মা, মালখাঁনগর।
৩। „ রমণীরঞ্জন গুহবর্ম্মারায়, বি-এ সাং বাহাদুরপুর, ফরিদপুর।
৪। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা, এম-এ, সাং কাঠাদিয়া-সিমুলিয়া, ঢাকা
৫। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা বিদ্যানিধি, সাং ভেলানগর, কুমিল্লা।
৬। „ কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা সাং রংপুর।
৭। ডাক্তার রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা, এম-রি, সাং রাউতভোগ ঢাকা জিলা।
৮। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্মা তত্ত্বভূষণ, সাং উলপুর, ফরিদপুর জিলা।
৯। „ মনমোহন ঘোষবর্ম্মা, সাং মানিকগঞ্জ, ঢাক জিলা।
১০। „ যামিনীনাথ রায়চৌধুরী বর্ম্মা, সাং অলোয়া, মৈমনসিংহ জিলা।
১২। রায় সাহেব নিকুঞ্জবিহারী রায়, কাড়াপাড়া, খুল্‌না।
১৩। শ্রীযুক্ত শশিকুমার ঘোষদস্তিদার, গাভা, ২৯ নং হ্যারিসন রোড্।
১৪। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্, সাং টাকী, ২৪ পরগণা।

দক্ষিণরাঢ়ীয়—

১। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, এম-এ, সাং দশঘরা, হুগলি জিলা।
২। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
৩। „ বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এ, সাং পানিশেহোলা, হুগলি জিলা।
৪। „ রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা, সাং দুর্গাপুর, ফরিদপুর জিলা।
৫। „ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মাচৌধুরী, সাং হহিপুর, নদীয়া জিলা।
৬। „ তারকনাথ দেববর্ম্মা, সাং শ্রীরামপুর, যশোহর জিলা।
৭। „ মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মামজুমদার, সাং কলিকাতা।
৮। অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, সাং নৈহাটী।
৯। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়বর্ম্মা সাং কাঁঠাল, খুলনা জিলা।
১০। „ কুমারনাথ ঘোষবর্ম্মা, সাং রাণাঘাট, নদীয়া জেলা।
১১। „ শরচ্চন্দ্র বিশ্বাসবর্ম্মা, বি-এল, সাং বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

বারেন্দ্র—

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা, সাং নিমতিতা মুর্শিদাবাদ জিলা।
২। রায় ক্ষিতীষভূষণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর, সাং তাড়াস, পাবনা।
৩। লেফ্‌টেন্যাণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি-এ, সাং রংপুর।
৪। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল, সাং মহেশপুর, বগুড়া।

৫। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা, উকিল, দিনাজপুর।
৬। „ যতীন্দ্রমোহন বর্ম্মারায়চৌধুরী, সাং রংপুর।
৭। ভুবনচন্দ্র সরকারবর্ম্মা, উকীল, পাবনা।
৮। রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বি-এল, সাং কৃষ্ণনগর, নদিয়া জিলা।
৯। ডাক্তার, সুরেশচন্দ্র নন্দীবর্ম্মা, সাং চাঁদাইকোণা, বগুড়া জিলা।
১০। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ নন্দীবর্ম্মা, ব্যবসায়ী, রাজসাহী।
১১। অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সেনবর্ম্মা, এম্-এস্-সি, সাং বগুড়া।
১২। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়বর্ম্মা, এম-এ, এল্-এল্ বি, এলাহাবাদ।
১৩। „ প্রমথনাথ রায় বর্ম্মা, বি-এল্, সাং জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ।
১৪। রসিকচন্দ্র নন্দীবর্ম্মা, বি-এ, ভাটবেড়া, পাবনা।

উত্তর রাঢ়ীয়—

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহবর্ম্মা সাং সদরপুর, নদীয়া।
২। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা, এম্-এ, সাং ত্রিবেনী, হুগলী জিলা।
৩। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ ঘোষমৌলিক বর্ম্মা এম-এ, সাং পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ
৪। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষবর্ম্মা বি-এল, সাং রসোড়া, মুর্শিদাবাদ জিলা।
৫। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, সাং কলন্দরপুর, বগুড়া জিলা।
৬। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়বর্ম্মা, সাং মানিকগ্রাম, মুর্শিদাবাদ জিলা।
৭। রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় মহাশয় সাং বাঁশবেড়িয়া, হুগলি জিলা।
৮। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বক্সী, সাং খান্দরা, বর্দ্ধমান জিলা।
৯। „ যোগেশচন্দ্র মিত্র, সাং যদুপুর, মালদহ।
১০। „ অবিনাশচন্দ্র মিত্র, বি-এল, উকীল, বীরভূম।
১১। „ মথুরানাথ দাসবর্ম্মা, সাং মেলাগোপীনাথপুর, বগুড়া জিলা।
১২। „ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, সাং মুর্শিদাবাদ।
১৩। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, বি-এল্ সাঃ পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ জিলা।
১৪। „ ললিতকিশোর মিত্র, এম-এ, বি-এল্ পুরুলিয়া।

(দ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা অনুমোদন এবং (উ) কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা ও (বা) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা সমর্থন করিলে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

একাদশ প্রস্তাব। ধন্যবাদ।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম মজুমদার মাননীয় সভাপতি ও সম্পাদক, পত্রিকা-সম্পাদক, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ ও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিলে রাত্রি ৮।১৫ ঘটিকার সময় এবৎসরের অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

নববর্ষ

নববর্ষ! অনন্তকাল ধরিয়া তুমি জগতের সম্মুখে আসিতেছ, আবার ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্তের তিমির গর্ভে বিলীন হইতেছ। তোমার আসা যাওয়ার কোন দিনই তারতম্য লক্ষিত হয় নাই। তুমি একই ভাবে, একইরূপে কাহারও জন্য একদণ্ডের বিলম্ব না করিয়া চলিয়া যাইতেছ। অ বার মানব-হৃদয় নব উদ্যমে উদ্যমিত করিয়া, নব কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আগমন করিতেছ। তোমার আগমনে কেনইবা সবাই এত উৎফুল্ল হয়, কেনইবা তোমাকে সাদরসম্ভাষণে সবাই আকড়াইয়া ধরে? তবে কি তুমিই সত্য, তুমিই অনাবিল প্রেমের উৎস মানব-হৃদয়ে প্রবাহিত করিতেছ? যদি তাই সত্য হয়, তবে তুমিই ধন্য।

নববর্ষ! তোমার আগমনে বাঙ্গালার শিক্ষিত ধনী, দরিদ্র সবাই আনন্দ-সলিলে নিমগ্ন। তোমার অভিনন্দনের আজ শত শত লেখক চিন্তাশিলতার পরিচয় দিয়া, বঙ্গজননীর সেবার জন্য নূতন কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিতেছেন। তোমার আগমনে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে দরিদ্রতায় নিপীড়িত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরে পীড়িত শত শত নর-নারী ফল পুষ্পে সুসজ্জিত বঙ্গ-জননীকে ধূপ ধূনার গন্ধে পরিপূরিত করিয়া তুলিতেছে। তোমার সম্ভাষণের জন্য আম্র, লিচু, পনস বৃক্ষগুলি ফলভরে অবনত হইয়া, মৃদু মন্দ বায়ুহিল্লোলে কচি কচি পত্রগুলি দুলিয়া দুলিয়া তোমাকে নমস্কার করিতেছে। গগন মেঘাবৃত হইয়া সময় সময় তোমার আগমনে উৎফুল্ল হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। মাঠে মাঠে শ্যামল সুদৃশ্য কিশোর কচি ধান্য পাট শস্য সমূহ কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমার আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। এস তুমি আসিয়া মৃতপ্রাণ কায়স্থ সমাজকে জাগ্রত কর। এখন পর্য্যন্ত তাদের অন্ধতা বিদূরিত হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত তারা আপনাদের স্বরূপ চিনে নাই। এখন পর্য্যন্ত তারা আপনাদের কর্ম্মের সুশৃঙ্খলার জন্য কর্ম্মতালিকা প্রস্তুত করে নাই। তাই আবার বলি—এসে তাদেক জাগাও।

বাঙ্গালার কর্ম্মিপুরুষ যাঁরা—তাঁরা আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের কর্ম্ম-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া, কত মহৎ আশা হৃদয়ে পোষণ লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য সাগ্রহ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁদের হৃদয়ে কত আশা,

প্রাণে কত বল। এস, তাঁদের আশামুকুল প্রস্ফুটিত করিয়া তোমার আগমনে আনন্দরসে মাতাইয়া তোল এবং তাঁদেক কর্ম্ম করাইতে করাইতে জগতের সম্মুখে স্মৃতিটুকু তুলিয়া ধরিয়া আবার তোমার সঙ্গেই লীন কর।

তোমার আগমনে কত ভ্রান্ত আপনার পথ দেখিয়া লইয়া, আপনার অতীত কার্য্যের ভ্রান্তিমূলক কর্ম্মগুলির জন্য আক্ষেপ করিতেছে। তোমার আগমনে কা দীর্ঘস্থত্রী আনন্দ বারিধিতে হাবু ডুবু খাইতেছে। তারা চিন্তা করিতেছে—তাদের দ্বারা অতীতে কোন সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাই তারা নববর্ষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া কর্ম্মে লাগিয়া যাইবে এইটাই তাদের আশা। তোমার আগমনে কত মানব আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদের বিষাদপূর্ণ স্মৃতিটুকু চিন্তা করিতে করিতে তোমার আগমনী উৎসবে যোগদান করিতেছে। তোমার আগমনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কোকিল পঞ্চমে তান ধরিয়া তোমার আগমনী সঙ্গীত গাহিতে ছিল। প্রকৃতিদেবী নবাভরণে ভূষিত হইয়া শস্য-শ্যামলা নদীমেখলা বাঙ্গালার স্বর্ণসিংহাসনে তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। নদী নালা তোমার আগমনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক মলিন হইয়া কেবল গগনমণ্ডলকে ধূলায় ধূসরিত করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। তোমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সে মলিনতা দূর করিয়া আনন্দ-মধুর কল কল নাদে বহিয়া চলিয়াছে। মাঝিগণ তরণীগুলি লোহিত পতাকায় সজ্জিত করিয়া সারি গান গাইতে গাইতে লহর ছাড়িয়া দিতেছে, কি আনন্দ! আহা কি আনন্দ হিল্লোলে বাঙ্গালার নগর উপনগর গ্রাম মাঠ উথলিয়া উঠিতেছে!

লোক চক্ষুর অন্তরাল হতে কে যেন বলিতেছে—এস, কর্ম্মির দল! কর্ম্ম কর, দূর করে দেও অলসতা, দুঃখ ভয় লাজ। ঐ যে নবীন সাজে সজ্জিত হইয়া কর্ম্মিদলকে কর্ম্মপ্রেরণায় জাগ্রত করিয়া 'নববর্ষ' গগন পবন ঝঙ্কারিত করিয়া মৃদুমন্দ নুপুরের রুণু রুণু ধ্বনি করিয়া আগমন করিতেছে; অগ্রসর হও—নবীন অথিতিকে গৃহে আদর সম্ভাসনে গ্রহণ কর।

বাঙ্গালার কয়স্থ-সমাজ জাগ্রত হইয়া এ নববর্ষে উপবীত গ্রহণ করিয়া এবং নবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমাজ সংস্কারের দিকে মন দেও। আজ তোমাদের বড় আদরের বড় স্নেহের পিশু 'কায়স্থ-সমাজ ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া পরিপুষ্টির জন্য কল্পনা জগতে ভাব ও ভালরূপ অবভরণ আহরণ করিয়া সুসজ্জিত কর। এই নববর্ষে এ নবীন শিশুকে নবীন অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অতীত পাঁচ বৎসরের সাধনাকে সিদ্ধিলাভ করাইতেই যত্নবান হও, এবং বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজের সম্মুখে এ নবীন শিশুকে উপস্থিত করাইয়া বল! বঙ্গালার কায়স্থ-সমাজ মরে নি। এখন পর্য্যন্ত তাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট পায় নি—তারা জাগ্রত, তারা সাম্য মৈত্রীর আরাধক।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা

কুল্লূকের খচ্চর ভয়

কায়স্থ-পত্র ত্রয়ে কায়স্থ পণ্ডিতবর্গের যে বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা হইতে এই একটি প্রশ্ন আত্মপ্রকাশ করিতেছে যে আমাদের যুবকবৃন্দকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে হইলে, এই সব উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত বা শাস্ত্রবাদীরা যে ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, সেই ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে উদীয়মান কায়স্থসন্তানেরা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষত্রিয়পথে চলিতে সমর্থ হইবেন কি না। শাস্ত্র ও ভাষ্য ইহার কে শাসক হইবে ইহা'ত এক চিন্তার বিষয় আছেই। দ্বিতীয়তঃ আজ ভারত একাকী কিছু করিতে পারে না; আমাদের সম্রাজ্য পৃথিবী ব্যাপক। আমাদের রাজনীতি সর্ব্বত্র ব্যাপিনী। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলেও রাজন্য জাতি, ক্ষত্রিয় তুল্য হইলেও রাজন্য—A political sect রাজবল্লভ ও রাজসহচর সুতরাং আমাদের রাজশক্তি যে সমতলে দাঁড়াইয়া আমাদের জাত্যাচার বিষয়ে বিচার করিতে বাধ্য হইবেন, আমাদের উদীয়মান পুরুষ বা পুরুষেরা এই পণ্ডিতশ্রেণী যে ভাবে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন, সেই ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, জাতি বিচার কালে সেই সমতলে—পৃথিবী ব্যাপক শাস্ত্রালোচনার সমতলে—দাঁড়াইয়া কি আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিবেন? আমার স্মরণ হয় Risely সাহেবের সেই "Tribes and castes" নামক বৃহৎ পুস্তকের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে, অচিরে এই জাতিগুলি মিলাইয়া যাইবে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে; গবর্ণমেণ্টের ইহার বিচারে হাত না দিয়া উপায় নাই; কেননা তাহারা সময় সময় এজন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইবে। এই সময় এইক্ষণ উপস্থিত; এজন্য আমাদের যুবকদিগকে কেবল কাব্য, ব্যাকরণ, ও সাংখ্য পড়িয়া "তীর্থ" উপাধিতে ভূষিত করিলে যথেষ্ট হইবে না এবং এই তীর্থ সব টোল হইতে বাহির হইলে বর্ত্তমান দেশবিদেশব্যাপী শাস্ত্রালোচনার সময় তাহারা এমন অসুবিধাজনক স্থানে দাঁড়াইবে যে বর্ত্তমান যুগের দর্শন ইতিসাসের সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইবে। কায়স্থ জাতির কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে না। শাস্ত্রের যে ব্যবহারিক অংশ, পূজাপদ্ধতি, শান্তি, স্বস্ত্যয়ণ, শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ, ব্রত ইত্যাদির গ্রন্থ Rituals—যথোপযুক্তরূপে অধ্যয়ন, পরিবর্ত্তন ও সময়োচিত ব্যবহার করিতে পারিবে না। কেননা এরূপ করিতে যে মানসিক বল সঞ্চয়ের প্রয়োজন গত ২৫ বৎসরের এতাদৃশ পণ্ডিতগণের আলোচনায় তাহা

ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং এই সংস্কৃত শিক্ষায় যাহাতে কুল্লূকের খচ্চর ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়তুল্য উত্তর পুরুষ না জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কলেজে বাংলার প্রাদুর্ভাব বেশী হওয়াতে কায়স্থ বালকের সংস্কৃত জ্ঞান হ্রাস হইতেছে। কায়স্থ বালকগণের সংস্কৃত শিক্ষার প্রকৃতি স্কুল কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার প্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়াই কর্ত্তব্য; তবে Ritualiotic সাহিত্য যাহাতে কার্য্যকরী ভাবে অধীত হয়, কায়স্থ বালক ও যুবকের যাহাতে ধর্ম্মে স্বাধীন্য অর্জ্জন ও গৃহধর্ম্মে স্বরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা জন্মে এবং তদুপযোগী প্রণালী যাহাতে অবলম্বিত হয় তাহা বিবেচনার জন্য কায়স্থ নেতৃবর্গকে সবিনয় অনুরোধ করি।

কুল্লূকের খচ্চর ভয় হইতে কায়স্থ সাহিত্য এক নূতন স্রোতে প্রাবাহিত হইয়াছে। ইহা যে আরও কতদিন এই ভাবে চলিবে বুঝা যায় না।

শিষ্য কভু গুরু পেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাহি হয়।
প্রভুর অপেক্ষা দাস কভু শ্রেষ্ঠ নয়॥

খ্রীষ্ট পুরাণ, মথি ১০।২৪

যদিও ইহা খৃষ্ট-নীতি, তথাচ ইহা আমাদের গুরুভক্ত কায়স্থ পণ্ডিত-দিগের সদাচরিত নীতির বহির্ভূত নহে। এজন্যই ইহা আমি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

কিন্তু আমাদের যোগ্য ও ক্ষিপ্রহস্ত কায়স্থ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয় মনুর উপরে কুল্লূকের স্থান করিয়াছেন, মন্বাদি সংহিতার প্রোক্ত ধর্ম্মই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ইঁহারা যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা বর্ণ সকলেরই কথা কুল্লূকের টীকায়ই জাতি শব্দ দেখা দিয়াছে।

দেশ কাল পাত্র নিরূপণ না করিয়া কেহই কেহকে সত্য বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। মনু ও কুল্লূকের সময় ব্যবধান সমন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন না। আবার মনু কে, তিনি ভৃগু কি অন্য কোন ছদ্মবেশী পণ্ডিত তাহাও আমাদিগকে জানিতে দিতেছেন না তিনি কোন্ সমাজের কোন্ অবস্থা দেখিয়া চাতুর্বর্ণ্যের এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যবস্থা করিলেন তাহারও কোন বর্ণনা এই রাশি রাশি কাগজের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তিনি কেবল পৌরাণিক পণ্ডিত এমত নহে; ইতিহাসেও তাঁহার দক্ষ হস্ততা দেখা যাইতেছে। তাঁহার বর্ণাশ্রমবাদের প্রত্যাখ্যান ও জাতিবাদের অবতারণা যদি ঐতিহাসিক ভাবে ন্যস্ত হইত, তবে আমার

বিশ্বাস হয় তিনি কায়স্থ জাতির সবিশেষ উপকার করিতে পারিতেন।

তিনি যে দু'টি মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া নিজে বর্ণাশ্রমী হইয়াও বর্ণ বাহ্যতার কেতন হস্তে বাহির হইয়াছেন সে বচন দু'টি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

ভগবন সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি॥
বর্ণাপেত মবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥

আমরা বুঝিতে পারি না যাঁহারা মনুক্ত চতুর্ব্বর্ণ-ভেদ ও গীতোক্ত 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং' একই কথা মনে করিয়া স্থির ধর্ম্মবিশ্বাসে কুশহস্তে সংসারে প্রবেশের প্রাক্‌কালে দারগ্রহ সময়ে ও পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধকালে মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশ সংহিতাকারকে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা কি প্রকারে কায়স্থ বা অন্য যে কোন জাতিকে বর্ণ সংশ্রবের বহির্ভূত রাখিতে পারেন! ইহা দ্বারা আমরা এই বুঝি যে আমাদের উক্ত স্বীকৃত বাক্যের অর্থ এই যে তর্কবিতর্ক স্থলে আমরা যে কোন শাস্ত্রের দোহাই দিই না কেন, আমাদের ব্যবহার ক্ষেত্রে মন্বাদি বিংশ-সংহিতাই দুরতিক্রম্য। কাব্যতীর্থ গীষ্পতি পণ্ডিত মহাশয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণভেদে দৃঢ় বিশ্বাসী, তবে তিনি কায়স্থকে বর্ণ সংশ্রবের বাহিরে লইয়া চলিয়াছেন কেন? ইহা কি কুল্লূকের কীর্ত্তি নহে?

কুল্লূক, উদ্ধৃত "অন্তর প্রভবানাং" শব্দের পরে, "সঙ্কীর্ণ জাতীনাং" আনিয়া ফেলিয়াছেন? ইহা কি মনুর প্রশ্নকর্ত্তাদের উদ্দেশ্য? ইহাই আলোচ্য।

অনেকে মনুকে ভৃগুরচিত বলেন, গীষ্পতি বাবুরও এই মত। কিন্তু যদি কেহ মনু ও ভৃগুকে—বর্ত্তমান মনু সংহিতার গ্রন্থকার মনু বা ভৃগুকে—সুপ্রাচীন বেদোক্ত মনু বা ভৃগু মনে করেন, তাঁহার সহিত আমাদের তর্কই অসম্ভব। আমি সম্মিলনীতে (বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ১১ শ প্রবন্ধ) বলিয়াছি;—

"৯ম মণ্ডল ৪৭।৪৮।৪৯ সূক্তের ঋষি "কবি ভার্গব"। অর্থাৎ ভৃগুর পুত্র কবি। ১।১২৭।১২ ঋগনুসারে কবির পুত্র উশনা। ৮।২৩।১৭ ঋকে বিশ্বমনা ঋষি বলিতেছেন—উশনা, মনুগৃহে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভৃগু মনুর ঊর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষে জীবিত ছিলেন।"

এজন্য আমরা বর্ত্তমান মনুসংহিতার বাক্য উক্ত দুই প্রাচীন বৈদিক ঋষির কাহারও বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসমর্থ। যে ছদ্মবেশী ব্যক্তিই ইহার রচক

ও সংগ্রাহক হউন, আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁহার বাক্যে বেদের মূল্য দিতে অপ্রস্তুত।

বেদে মাত্র দুই বর্ণের লোকের কথা আছে; "দাসবর্ণ" ও "আর্য্যবর্ণ"। এ বর্ণ অর্থ রঙ্ই। দাসেরা "কৃষ্ণযোনি" আর্যেরা শ্বেতবর্ণ। ঋত্বিক্, ক্ষত্র, বিশ্, দাস, ভিষক্, কামার প্রভৃতি ব্যবসায় বাচক পদেরও উল্লেখ আছে। বিশের মধ্যে "দাসীবিশ" শব্দও দৃষ্ট হয়। সৈন্যের মধ্যে "অদেবীসেনা" পদ রহিয়াছে; কিন্তু ইহারা বর্ণ বা জাতি অনুসারে পৃথক্ এমন প্রমাণ নাই। তবে মোটা মোটি যাজ্ঞিক ও অযাজ্ঞিক এরূপ পার্থক্যের কারণ রহিয়াছে; এবং শ্বেত কৃষ্ণ ভেদে বর্ণ বিদ্বেষও কম নহে। সমাজের এই অবস্থাকে বর্ণভেদের অবস্থা বলা যায় না; কেননা পানাহার ও বিবাহ সম্বন্ধে নিষেধ দৃষ্ট হয় না। চতুর্ব্বর্ণ ভেদের ত কোন কল্পনাই দেখা যায় না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে বর্ণের কথা একেবারেই নাই; সম্প্রদায়গুলির নামও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ঋত্বিক্, ক্ষত্র, বিশ্, দাস স্থানে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র হইয়াছে। ইহার কে "কৃষ্ণযোনি" কে "শ্বেতবর্ণ" ইহার কোন পার্থক্যের কথা নাই। তবে আছে একটুকু পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের ভাব। তাহা জীবিকামূলক, নহে। দাসবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণের লোক ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না কিংবা শ্বেত-বর্ণের লোক শূদ্র হইতে পারিবে না এমত নহে। ইহা অনেকটা বর্ত্তমান সময়ের Unity Conference র ব্যবস্থার সমতুল্য—গো লইয়া যে বিবাদ তাহার প্রয়োজন নাই; এমন ভাবে চলাফেরা কর কেহ কাহার মনে দুঃখ দিও না; সেই রূপ বর্ণের কথা তুলিওনা। সমাজের শান্তি নষ্ট করিও না, যার যে ব্যবসায় তাহা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর।

কিন্তু এভাব বড় অধিক দিন থাকিল না। একশত বৎসর ছিল কিনা সন্দেহ করি। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বেদের মন্ত্রগুলির অনুশীলন একায়ত্ত করিতে চাহিলেন, তাঁহাদের তৎসহ একটা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী, অন্যান্য ব্যবসায়িত্বিকা দাবী অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বেদাধিকার ও যজ্ঞাধিকার হইতে বঞ্চনা করার চেষ্টা করা হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের গল্পগুলি সেইরূপ অঙ্গুলি সংকেত করে। শুনঃশেফের বরুণের যজ্ঞে বলি দেওয়ার গল্প তাহার একতম প্রমাণ। হরিশ্চন্দ্র রাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞে বরুণের নিকট প্রতিশ্রুত হন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তিনি তাঁহাকে যজ্ঞে বলি প্রদান করিবেন। পুত্র হইলে নাম রাখিলেন রোহিত কিন্তু তাঁহাকে বলি দেওয়ার কথা ভুলিয়া গেলেন।

বরুণের কোপে তিনি শোথাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন; প্রস্তাব হইল রোহিতের পরিবর্ত্তে অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফকে বলি দিলে চলে না কি? বরুণ বলিলেন, সে ত ভালই; ক্ষত্রিয়াপেক্ষা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, হউক শুনঃশেফেরই বলি। কিন্তু শুনঃশেফ যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ থাকা কালীন বরুণের স্তব করিতে লাগিলেন,--বলি আর হইল না। অজীগর্ত্তের পুত্র মুক্ত হইলেন। ঋগ্বেদে শুনঃশেফের অনেকগুলি স্তব আছে, কিন্তু কোন বলির কথা নাই। নরবলি ঋগ্বেদে নাই।

গল্পটির আদত উদ্দেশ্য এই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি racial superiority স্থাপন ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নিগূঢ় অভিপ্রায়। কিন্তু এক্ষণে বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের কথা শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের কথা তোলা অসম্ভব হইল। যদিও পুরুষসূক্তের ১২ ঋকে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে কে "শ্বেতবর্ণ", কে "কৃষ্ণযোনি" ইহার নির্দ্দেশ নাই; তথাচ তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটা প্রকাণ্ড চারিবর্ণের কল্পনা আরম্ভ হইল; বিবাহ গুলি Sudogamous করার চেষ্টা চলিতে লাগিল, পানাহারও তদ্রূপ গণ্ডীর বা বর্ণের বাহিরে করা নিষিদ্ধ হইতে লাগিল। লোক তথাচ শুনিতে চাহিল না; ক্ষত্র বৈশ্য ত একেবারেই নারাজ হইল। বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণও এমন সংকীর্ণ-তার বিরুদ্ধ হইলেন। দাসী-বিশ্-শূদ্র ও দাসের ত কথাই নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম মাথা তুলিল; এই সময়েই কুল্লুকের খচ্চর ভয়ের একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল।

Goutam proceeded further to argue that when a mare was united with an ass the offspring was a mule, but the offspring of a Kshatriya united to a Brahman resembled its parents and the obvious conclusion, therefore, was that there was really no difference between a Brahman and kshatriya, (Majjhima nika'ya, Mr. Datt's A, India, page 386,)

অশ্বলায়ন নামক জনৈক নৈয়ায়িক গৌতম বুদ্ধের সহিত তর্ক করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন এবং অবশেষে বলিলেন দেখ, অশ্বী ও গর্দ্দভের যোগে খচ্চর হয় কিন্তু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণী যোগে যে সন্তান জন্মে তাহা পিতা মাতার সদৃশ হয় (অর্থাৎ খচ্চর হয় না) সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে কোন বিভিন্নতা নাই। বলা বাহুল্য এই নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ অশ্বলায়ন শেষে বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন।

যে ব্যক্তিই মনু সংকলন করিয়া থাকুন তাঁহার সময়ে চারিবর্ণের কথাই অধুনাতন বাজারের কথা মত রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু তিনি যখন তালপত্রের উপর

খাগের কলম সঞ্চালন করিতে ছিলেন, তখন তাঁহার মনে একথা উদয় হইয়াই পারে না,—সেই চারিবর্ণ কি কি? শান্তিপর্ব্বে যে ভৃগুক্তি বলিয়া ভীষ্মোক্তি আছে ব্রাহ্মণ সিতবর্ণ, ক্ষত্রিয় লোহিতবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র অসিতবর্ণ—একথা কি তাঁহার মনে উঠে নাই? আর ইহাও কি তিনি চক্ষে দেখেন নাই যে, ব্রাহ্মণ ত নিরবচ্ছিন্ন সিতবর্ণ নহে, এবং তদ্রূপ ক্ষত্রিয় নিরবচ্ছিন্ন লোহিত, বৈশ্য নিরবচ্ছিন্ন পীত ও শূদ্র নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ এ কথা ত সত্য নহে! কাজে কাজেই বর্ণ ত অনেক।

এজন্য তিনি যাঁহাদিগকে পূর্ব্বপক্ষ সাজাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখ হইতে "সর্ব্ববর্ণের" আনুপূর্ব্বিক এবং তাহাদের যৌন সংযোগ অর্থাৎ একবর্ণে সহিত অপর বর্ণের সংযোগে উৎপন্ন ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাইয়া লইলেন এই প্রশ্নেরই ত উত্তর মনুলেখককে দিতে হইবে; প্রশ্নে ত জাতির কো কথাই নাই। তবে ভাষ্যকার কুল্লূকই এই জাতির কথা তুলিয়াছেন। তাঁহা জ্ঞান যদি সুবিস্তৃত থাকিত, তবে আর তিনি স্বতন্ত্র জাতির কথা তুলিতেন না কেননা ঐরূপ কথায় একজন নৈয়ায়িক অশ্বলায়ন, বুদ্ধের নিকট পরাস্ত হইয় তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুই রকম বর্ণের সংযোগে যে মানব সমাজে নানা রঙের লোক জন্মিয়াছে, যাহাদিগকে Colored race বলে, হিন্দুর মধ্যে কোন বর্ণের লোক তাহার হাত ছাড়াইতে পারিয়াছে কিংবা মনু সময়ে পারিয়া ছিল? এজন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শাস্ত্র লিখিতে বসিয়া লেখক অনেক বর্ণের কথ লিখিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প ছিলেন এবং লিখিয়াছেনও অনেক বর্ণের কথা জাতির কথায় কোন পূর্ব্বপক্ষ নাই; মনুতে জাতি কথার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

তিনি (মনু লেখক) একবর্ণের সহিত অন্যবর্ণের উৎপন্ন সন্তানকে সঙ্করবর্ণ বলিয়াছেন, তবে তাহারা ব্যভিচার জাত। আর বর্ণ হইতে অপেত ও যাহাদে বিষয় জানা যায় না সেই কলুষযোনি নরকে আর্য্যরূপে অনার্য্যকে তাহা আপন কর্ম্মের দ্বারা সে কি আর্য্য কি অনার্য্য চিনিয়া লইতে হইবে ইহাও বলিয়াছেন। তাহাকে যদি অনার্য্য বলিয়া চেনা যায় এবং কলুষযোনি মনে করা যায় তাহা হইলেও তাহাকে বর্ণবাহ্য বলিব কেন? অনার্য্যকে পরিষ্কার ভাষায় বেদের ভাষায় "দাসবর্ণ" "কৃষ্ণযোনি" বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্রজাতি বলা হয় নাই। বেদে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ নাই; তবে কেহ "শ্বেতবর্ণ" কেহ "কৃষ্ণযোনি"—"দাসবর্ণ" এই মাত্র।

অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম শিরোধার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তি আপনাকে বর্ণবাহ্য মনে করিতে পারেন না। তবে যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী লোক তাঁহারা আপনাদিগকে মৌলিক জাতি বলিতে কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না; তাঁহারা ক্ষত্রিয় তুল্যও যেমন ব্রাহ্মণতুল্যও তেমন; কেননা সে সময়ে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ হয় নাই—শ্বেতবর্ণে ও কৃষ্ণবর্ণে বিবাদ ছিল এই মাত্র।

পণ্ডিত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয় ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত না করিয়া অগ্নিহোত্রী সরল বর্ম্মার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে তাঁহার হস্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে তিনি যে ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় তুল্য মৌলিক জাতি ইহা কার্য্যত উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণব্রব ও যে কথা, ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়তুল্যও সেই কথা। বেদ-বাহ্য থাকা, যদি বেদমন্ত্রে দশবিধ আচরণের বিবিধ আচারবানের অবৈধ হয়, তবে তাঁহার উপনয়ন সংস্কারে অনিচ্ছাপ্রকাশ উচিত হয় না।

প্রিয়নাথ বাবুর সহ পত্র ব্যবহারে বুঝা যায় যে তিনি আর তত তর্কজাল বিস্তারে ইচ্ছুক নহেন;—তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন ক্ষত্রিয় পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া কায়স্থকে ব্যাস-সংহিতার অন্ত্যজবাদের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিতেছেন না। তবে তাঁহার প্রধান আপত্তি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত। আমরা তাঁহাকে এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলি না। আমরা তাঁহাকে বর্ণভেদপূর্ব্ব মৌলিক জাতিই মনে করি—তাহার অর্থ তিনি ক্ষত্রিয় এবং বেদই তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক; পুরাণ তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক নহে। পুরাণ তাঁহার মনোরঞ্জনের উপায় মাত্র।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

———:o:———

সমালোচনা

ASOKE—by Dr. D. R. Bhandarkar, Carmichel Professor of Ancient Indian History and Culture, Calcutta University. Published by the University of Calcutta.

যে সকল মহাপুরুষের মহনীয় কীর্ত্তি-কলাপে সমগ্র ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছে, যাঁহাদের যশোরাশি সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে. ভারত সম্রাট অশোক তাঁহাদিগের অন্যতম। দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ অশোক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

রণভেরীর কঠোর নিনাদ দূরীভূত করিয়া ধর্ম্মঘোষে সমগ্র ভারত মুখরিত করিবার জন্য জগৎকে ধর্ম্ম বিজয়ে বিজিত করিয়া চিরশান্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য যে আয়োজন ও যে প্রয়াস করিয়াছিলেন, সমস্ত পৃথিবী আজিও মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়া আসিতেছে। সুতরাং ঈদৃশ মহাপুরুষের ইতিহাস—ঈদৃশ মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী যাহাতে বহুল পরিমাণে আলোচিত হয় তাহা সকলেরই অভিপ্রেত। তাই আমরা ভাণ্ডারকর মহোদয় রচিত সম্রাট অশোকের এই নব প্রকাশিত ইতিহাসখানিকে সাগ্রহে অভিনন্দন করিতেছি।

নিজের জীবন বৃত্তান্তকে 'চিরস্থিতিক' করিবার জন্য অশোক উহা অবিনশ্বর পর্ব্বত গাত্রে এবং প্রস্তর স্তম্ভের উপর খোদিত করিয়া গিয়াছেন। প্রস্তরোপরি খোদিত সেই লিপিকেই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ভাণ্ডারকর মহোদয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এইখানেই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে অশোকের প্রচুর বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক বিবরণ অতি অল্পই আছে। এই জন্য সকল বিবরণের অনর্থক আলোচনায় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা গ্রন্থকার উপযুক্ত বিবেচনা না করিয়া প্রস্তর হইতে ইতিহাসের সুদৃঢ় প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, সে যত্ন যে সম্যকরূপেই সফল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপর অশোক-লিপির দুর্ব্বোধ্য অংশসমূহের সদর্থ করিবার জন্য ভাণ্ডারকর মহোদয় Indian Antiquary প্রভৃতি পত্রে সুদীর্ঘ কাল হইতে যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, এই গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট অশোক লিপির ইংরাজী অনুবাদ সেই চেষ্টারই সুফল। এই অনুবাদে অশোক অনুশাসনের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ আলোকিত হইয়াছে। ফলতঃ গ্রন্থখানির মধ্যে অশোক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়েরই যথাযথ সন্নিবেশ করায় ইহা অশোকের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হইয়াছে। আশা হয়, অচিরকাল মধ্যেই গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক সমাজে উপযুক্ত আদর লাভে সমর্থ হইবে।

The Fifth annual Report of the central co-operative Anti-Malaria Society Ld.

স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এই ম্যালেরিয়া সোসাইটি বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় কিরূপভাবে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন রিপোর্টে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সোসাইটির কার্য্য চালাইবার দুইটী প্রধান পন্থা রহিয়াছে —প্রথম পন্থা হইতেছে—মুখ্যভাবে

সেবকদল কর্ত্তৃক ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও কলেরা প্রপীড়িত স্থানে সেবা কার্য্য; আর দ্বিতীয় পন্থা হইতেছে সভা, সম্মিলনী, ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা প্রচার করা। কলিকাতা ও বঙ্গের নানাস্থানে সোসাইটি ৩১টী শাখাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সরকারের নিকট হইতে আলোচ্য বর্ষে ৪৫ হাজার টাকা ও ৩ শত টাকার কুইনাইন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সোসাইটি প্রায় ৪৩৩টি গ্রামে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বিহিত পূজানুষ্ঠান পদ্ধতি।—শ্রীঅনাথনাথ স্মৃতিভূষণ সংগৃহীত ও প্রকাশিত। ডিমাই ১৬×১০=১৫৪ মূল্য ১৷৷০ টাকা। কলিকাতা হাতিবাগান চতুষ্পাঠী, ৮৩।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পুস্তকখানিতে তান্ত্রিক সাধনার ক্রম সঙ্কলিত হওয়ায় তন্ত্রাচারী সাধকদিগের পক্ষে উপকারক হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রাকরপ্রমাদ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

ভূত ও বর্ত্তমানকাল।—পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণনাথ ঘোষ প্রণীত, নব্যভারত প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডিমাই ১৬×১৪=২২১, মূল্য ১৲ টাকা। নওগাঁ, রাজসাহী, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই পুস্তকে সমাজের ধর্ম্মভাব, প্রচারিত ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, ব্যাধি, চিকিৎসা, শিক্ষাপ্রণালী, রচনা প্রণালী, গ্রন্থকার ও দেশীয় সংবাদপত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত লইয়াছে। এ পুস্তকেও মুদ্রাকরপ্রমাদ দৃষ্ট হইল এবং গ্রন্থকারও দুই এক স্থলে ভুল করিয়াছেন মনে হইল। যেমন সঙ্গীতচর্চ্চায় আলগীর কাশীশ্বর মজুমদার স্থলে কাশীশ্বর বক্সী লিখিয়াছেন। তবে পুস্তকখানি বেশ তত্ত্বপূর্ণ হইয়াছে এবং ইহাতে অনেকের কৌতুহলও নিবৃত্তি হইবে মনে হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সভা সমিতি ঃ—

গত ২২শে মার্চ্চ, জৌনপুরে তত্রত্য কায়স্থ-সভার একটী অধিবেশন হইয়া আগামী কায়স্থ-মহাসম্মেলনের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। যথা ঃ—সভাপতি—শ্রীযুক্ত দুর্গাদত্ত, বি-এ-এল-

এল-বি; সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত গুরুশরণ লাল, বি-এ, উকিল ও শ্রীযুক্ত শিবব্রতলাল, উকিল; সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নানকুলাল শ্রীবাস্তব, বি-এ, এল্-এল্-বি; সহযোগী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জংবাহাদুর সিংহ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রসাদ সিংহ বি-এ, এল-এল-বি, শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ কিশোর সাদিক; অর্থ সচিব—শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার সিংহ; আন্তর্গণিকভোজের সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সিংহ বি-এ, এল-এল-বি ও সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ, (মোক্তার) কবি সম্মিলনীর সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রমণী দাস, বি-এ, এল্-এল্, বি।

হিন্দু-মহাসভা—গত ২৮, ২৯ ও ৩০শে চৈত্র, হ্যালিডে পার্কে পঞ্চনদের অন্যতম রাজনৈতিকনেতা শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে ১০টী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সকল প্রস্তাব—অন্ত্যজ জাতির উন্নয়ন, ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুসন্তানের সমাজে পুনর্গ্রহণের জন্য হিন্দুরক্ষণসঙ্ঘগঠন, হিন্দুর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সর্ব্বত্র হিন্দুসভা স্থাপন, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের প্রতিবাদ, সংস্কৃত লেখকদিগকে দেবনাগর বর্ণমালায় পুস্তক প্রণয়নে উৎসাহ, পণ-প্রথার নিন্দা, বিধবা ও বালিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থা, কর্ত্তারপুর দাঙ্গার আসামীগণের মুক্তির প্রার্থনা, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হিন্দুনরনারীর অবশ্য পঠন ও গোরক্ষা। আমাদের সমাজ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা ও ডাক্তার কালীপদ ঘোষ প্রতিনিধিরূপে এবং সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা ও পত্রিকা-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী নিমন্ত্রিত হইয়া উক্ত মহাসভায় যোগদান করেন।

উপনয়ন ঃ—

১৫ই মাঘ, ১৩৩১। পাবনা-ভট্টকাক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভদ্রবর্ম্ম মহাশয়ের বাটী। উমেশবাবু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জন ভদ্র ও শ্রীমান্ অবনীরঞ্জন ভদ্রকে যথাকালে নান্দীমুখান্তে ক্ষত্রিয়োচিত বৈদিক সাবিত্রী উপনয়ন সংস্কার করাইয়াছেন। ইঁহারা বারেন্দ্র।

২২শে মাঘ ১৩৩১ টাঙ্গাইল, দুবাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার নাগ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার নাগ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়োচিত বৈদিক সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। ইঁহারা বঙ্গজ।

আমাদের সমাজের স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি লিখিয়াছেন, নেত্রকোণা দত্তগ্রামের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, ও

কিশোরগঞ্জ—কাঁঠালতলি নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার করেন। ইঁহারা বঙ্গজ।

বিবাহ ঃ—

৬ই ফাল্গুন, ১৩৩১। কলিকাতা, যশোহরের সদর সবডিভিসানাল ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহাশয়ের কন্যার, দারভাঙ্গার ডাক্তার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ মোহিনীমোহন রায়বর্ম্মার সহিত শুভ বিবাহে বরপক্ষ কোন প্রকার দাবী দাওয়া করেন নাই। উভয় পক্ষই বঙ্গজ।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩১। কিশোরগঞ্জ, কাঁঠালতলি নিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চন্দ্র রায়ের সহিত কুমিল্লা জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সিংহ মহাশয়ের কন্যার শুভপরিণয় ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে সুসম্পন্ন হয়। উভয়ই বঙ্গজ।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩১। পাবনা, বড়পাঙ্গাশী নিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার বর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর মাদলানিবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ সরকার বর্ম্মার সহিত শুভ-পরিণয় ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হয়; এ বিবাহে কোন প্রকার দাবী দাওয়ায় কথা শুনা যায় নাই। উভয়ই বারেন্দ্র।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৩১। পাবনা, শ্যামাইলদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ভদ্র মহাশয়ের মধ্যমপুত্র, শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ ভদ্রের সহিত বগুড়া দেউলী নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ চাকী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চারুশীলার শুভ পরিণয়ে কোন প্রকার দাবী দাওয়াত হয়ই নাই অধিকন্তু বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্যবহারে কন্যাপক্ষ বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উভয়ই বারেন্দ্র।

শ্রাদ্ধ ঃ—

নারায়ণগঞ্জ হুগলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস গত ১৩ই ফাল্গুন তাঁহার জ্যেঠিমাতার এবং ২৯শে ফাল্গুন তাঁহার পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিনে সম্পন্ন করেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আত্মীয়, কুটুম্ব প্রায় ৫০০ শত নরনারী এই কার্য্যে যোগদান করেন। যোগেন্দ্র বাবু এতদুপলক্ষে বহু কাঙ্গালী পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া তাহাদিগকেও বিদায় করেন। এই শ্রাদ্ধে দুপতারা নিবাসী শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন চক্রবর্ত্তী ও শীলমান্দীর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী ব্রতী হইয়াছিলেন।

৩রা চৈত্র ১৩৩১। পাবনা, ভট্টকাক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভদ্রবর্ম্মার মাতৃবিয়োগে তদাদ্য কৃত্য ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হয়।

২৯শে চৈত্র ১৩৩১। বহরমপুর। আমাদের সমাজের হিতৈষী সভ্য, বহরমপুরের অন্যতম প্রজাপ্রিয় জমিদার শ্রীবনবিহারী সেনবর্ম্মার মৃত্যুতে তদীয় স্নেহভাজন পুত্র শ্রীযুক্ত গোপিকারঞ্জন সেনবর্ম্মা অনুজত্রয়ের সহিত ৪টী চাঁদির ষোড়শ দ্বারা দানসাগর শ্রাদ্ধ করেন। এই শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিনে করা হয়, এজন্য স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি দেশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত হইয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ অবশ্য করণীয় ইহা শাস্ত্রবাক্যে প্রমাণ করায় ২।১ জন ব্যতীত সকলেই এই শ্রাদ্ধে যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে স্বজাতি, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির সহস্রাধিক ব্যক্তি তৃপ্তি সহকার ভোজন করেন এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা হয়। উপস্থিত পণ্ডিতবর্গ এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে ব্যবস্থা প্রদান করেন তাহাও প্রকাশ করা গেল ;—

ক্ষত্রিয়বর্ণসম্ভূতৈঃ প্রপিতামহাদূর্দ্ধ্বতনবহুপুরুষপারম্পর্য্যেনব্রাত্যৈরপি কায়স্থৈঃ বিহিতপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানান্তরং গৃহিতোপবীতৈঃ দ্বাদশাহমশৌচমনুষ্ঠেয়ং ত্রয়োদশ-দিনেঽশৌচান্তদ্বিতীয়দিনকৃত্যানিকরণীয়ানীতি বঙ্গদেশীয়ানাং সর্ব্বেষাং কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়ত্বেকোঽপিসন্দেহোনাস্তীত্যপি বিদূষাং পরামর্শঃ॥ ইতি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে, ২৯শে শচ্চৈত্রে। স্ব ক্ষর ঃ—

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ শর্ম্মণাম্ মহামহোপাধ্যায়—শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ শর্ম্মণাম্ মহামহোপাধ্যায়—শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ শর্ম্মণাম্ তর্কতীর্থোপনামক শ্রীরামগোপাল শর্ম্মণাম্ তর্কতীর্থোপনামক শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মণাম্ স্মৃতিতীর্থোপাধিক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ শর্ম্মণাম্ (নবদ্বীপ) শ্রীদুর্গা—স্মৃতিতীর্থোপাধিক— শ্রীনবকুমার শর্ম্মণাং শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী শর্ম্মণাম্ (কলিকাতাস্থ শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ধ্যাপকানাং) শ্রীকৈলাশচন্দ্র শিরোমণি শর্ম্মণাম্ শ্রীশিবোজয়তি শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন শর্ম্মণাম্। নবদ্বীপ)।

বঙ্গানুবাদ—ক্ষত্রিয়বর্ণ সম্ভূত কায়স্থগণ প্রপিতামহাদি উর্দ্ধতন বহুপুরুষ পরম্পরা যজ্ঞোপবীত হীন হইলেও যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের পর উপবীত গ্রহণে অধিকারী হইবেন এবং দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন করিবেন ও ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদনে অধিকারী হইবেন, ইহাই পণ্ডিতগণের অভিমত। বঙ্গদেশীয় সর্ব্বশ্রেণীর (উত্তর রাঢ়ীয় দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, বারেন্দ্র) কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ইহাও পণ্ডিতগণের অভিমত।

এই সকল দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত এই শ্রাদ্ধে উপস্থিত করিতে কায়স্থ জাতির নিয়ত শুভানুধ্যায়ী খাগড়া নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্যবিনোদ যে প্রকার যত্ন ও চেষ্টা শারীরিক শ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা, তাঁহার নিকট ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ

পরিচালন সমিতির পঞ্চম বার্ষিক সপ্তমাধিবেশন।

১০ই ফাল্গুন, ১৩৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ টা।

কলিকাতা, ৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট্ ভবনে

উপস্থিতঃ—

(দ) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম মজুমদার (সভাপতির আসনে)
(ব) ,, মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা, এম এ।
(দ) ,, হীরালাল মিত্রবর্ম্মা।
(দ) ,, রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা।
(ব) ,, উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (পত্রিকা-সম্পাদক)
(বা) ,, দীনেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল।
(ব) ,, ভূপেন্দ্রকিশোর বসুবর্ম্মা, এম-এ, বি-এল।
(ব) ,, মনোমোহন ঘোষবর্ম্মা।
(দ) অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, এম-এ
(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)

অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষবিদ্যাভূষণ, উকিল শ্রীযুক্ত অশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী, নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, রায় শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা বাহাদুর, কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সমিতির কার্য্যে সহানুভূতি জ্ঞাপক পত্রাদি প্রেরণ করেন।

অদ্য মাননীয় সভাপতি কি সহকারী সভাপতিদের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে গত মাসের **কার্য্যবিবরণী** পঠিত ও **পৌষ এবং মাঘমাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসমিতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী :—

১-দ রায় সাহেব প্রভাসচন্দ্র রায়, গুলজারবাগ।
২-দ ,, হরিপদ সিংহ, দিল্লী।
৩-উ ডাক্তার কালাপ্রসন্ন মিত্র, বাঁকুড়া।
৪-দ ,, হারাধন বসু, ছাপড়া।
৫-দ শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ মিত্র, মাগুড়া।
৬-ব ,, শচীন্দ্রকুমার রায়, কুমিল্লা।
৭-ব ,, সত্যেন্দ্রনাথ চন্দ, রংপুর।
৮-ব ,, ক্ষিতীনাথ ঘোষ, নোয়াখালি।
৯-উ ,, এম-সি সিংহ, কুরুমগ্রাম।
১০-দ ,, কেদারনাথ ঘোষ, শান্তাহার।
১১-ব ,, শরচ্চন্দ্র রায়, উজানী।
১২-ব ,, ইন্দুভূষণ সরকার, ঈশানপুর।
১৩-দ ,, সুরেন্দ্রকুমার দত্ত, রাইডাক্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা :—

১৪ দ রায় অন্নদাচরণ সরকার বাহাদুর, এলাহাবাদ।
১৫-দ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দেব, ঐ

প্রস্তাবক, ডাক্তার রমেশ চন্দ্র বসুবর্ম্মাঃ —

১৬-দ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন, বেটিংষ্ট্রীট।
১৭-ব ,, রাইমোহন ঘোষবর্ম্মা, সেণ্টজেমস্স্কয়ার।

প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্রগুহ বর্ম্মা, (প্রচারক) :—

১৮-ব ,, অনাথবন্ধু দেব, বড়ধূল।
১৯-ব ,, কৃষ্ণলাল ভৌমিক, ঐ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেববর্ম্মা (স্বেচ্ছাপ্রচারক)

২০-বা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, শাহাজাদপুর।

যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণ কামনায় প্রস্তাবিত মহোদয়গণকে আমাদের এই সমাজের সভ্য করিয়াছেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ করিলে সর্ব্বসমিতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় **প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার মিলন বিষয়ক পত্র।** বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত গত ৪ঠা ফাল্গুন এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় সভায় তাহা পড়িয়া

শুনাইলে, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ পত্রখানি লইয়া কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করিলেন ;—

"বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজে"র পঞ্চমবার্ষিক পরিচালন সমিতির ষষ্ঠাধিবেশনে দুই সভার মিলন সম্বন্ধে যে মন্তব্য গৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার" ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত না হইলে এ বিষয়ে কোন কার্য্য করা বৃথা। প্রথমতঃ মিলন সমিতির গঠন প্রণালী ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আমাদের "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ" "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার" প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ 'বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ' প্রস্তাবিত যুক্ত-সভার নাম, মুখপত্রের নাম এবং নিয়মাবলীর বিষয় সম্পূর্ণ আলোচনা মিলন-সমিতির নিতান্ত প্রয়োজন মনে করেন। 'বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা'র এই বিষয়ে ভিন্ন মত হওয়ায় এবং বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের প্রস্তাব গ্রহণ না করায় এই দ্বৈধতার সামঞ্জস্য না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কার্য্য করা সমীচীন হইবে না, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়কে ইহা জানান হউক।

তৃতীয় **প্রস্তাব। কতিপয় পত্র সম্বন্ধে।** দুই সভার মিলন সম্বন্ধে যে কয়খানি পত্র আগত হইয়াছে, সভায় তাহা পঠিত হইল এবং নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের পত্রের যে উত্তর লেখা হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় তাহা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুকে যে উত্তর লিখিয়াছেন এই সমিতি তাহা অনুমোদন করিলেন। এবং অপরাপর পত্রের মর্ম্মানুরূপই কার্য্য হইবে।

স্বাক্ষর
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীমণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা মজুমদার
সভাপতি
১৫।১২।৩১

১-দ রায় সাহেব প্রভাসচন্দ্র রায়, গুলজারবাগ।
২-দ ,, হরিপদ সিংহ, দিল্লী।
৩-উ ডাক্তার কালাপ্রসন্ন মিত্র, বাঁকুড়া।
৪-দ ,, হারাধন বসু, ছাপড়া।
৫-দ শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ মিত্র, মাগুড়া।
৬-ব ,, শচীন্দ্রকুমার রায়, কুমিল্লা।
৭-ব ,, সত্যেন্দ্রনাথ চন্দ, রংপুর।
৮-ব ,, ক্ষিতীনাথ ঘোষ, নোয়াখালি।
৯-উ ,, এম-সি সিংহ, কুরুমগ্রাম।
১০-দ ,, কেদারনাথ ঘোষ, শান্তাহার।
১১-ব ,, শরচ্চন্দ্র রায়, উজানী।
১২-ব ,, ইন্দুভূষণ সরকার, ঈশানপুর।
১৩-দ ,, সুরেন্দ্রকুমার দত্ত, রাইডাক্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা :—

১৪ দ রায় অন্নদাচরণ সরকার বাহাদুর, এলাহাবাদ।
১৫-দ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দেব, ঐ

প্রস্তাবক, ডাক্তার রমেশ চন্দ্র বসুবর্ম্মাঃ —

১৬-দ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন, বেটিংষ্ট্রীট।
১৭-ব ,, রাইমোহন ঘোষবর্ম্মা, সেণ্টজেমস্স্কয়ার।

প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্রগুহ বর্ম্মা, (প্রচারক) :—

১৮-ব ,, অনাথবন্ধু দেব, বড়ধূল।
১৯-ব ,, কৃষ্ণলাল ভৌমিক, ঐ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেববর্ম্মা (স্বেচ্ছাপ্রচারক)

২০-বা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, শাহাজাদপুর।

যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণ কামনায় প্রস্তাবিত মহোদয়গণকে আমাদের এই সমাজের সভ্য করিয়াছেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ করিলে সর্ব্বসমিতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় **প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার মিলন বিষয়ক পত্র।** বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত গত ৪ঠা ফাল্গুন এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় সভায় তাহা পড়িয়া

শুনাইলে, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ পত্রখানি লইয়া কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করিলেন ;—

"বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজে"র পঞ্চমবার্ষিক পরিচালন সমিতির ষষ্ঠাধিবেশনে দুই সভার মিলন সম্বন্ধে যে মন্তব্য গৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার" ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত না হইলে এ বিষয়ে কোন কার্য্য করা বৃথা। প্রথমতঃ মিলন সমিতির গঠন প্রণালী ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আমাদের "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ" "বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার" প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ 'বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ' প্রস্তাবিত যুক্ত-সভার নাম, মুখপত্রের নাম এবং নিয়মাবলীর বিষয় সম্পূর্ণ আলোচনা মিলন-সমিতির নিতান্ত প্রয়োজন মনে করেন। 'বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা'র এই বিষয়ে ভিন্ন মত হওয়ায় এবং বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের প্রস্তাব গ্রহণ না করায় এই দ্বৈধতার সামঞ্জস্য না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কার্য্য করা সমীচীন হইবে না, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়কে ইহা জানান হউক।

তৃতীয় **প্রস্তাব। কতিপয় পত্র সম্বন্ধে।** দুই সভার মিলন সম্বন্ধে যে কয়খানি পত্র আগত হইয়াছে, সভায় তাহা পঠিত হইল এবং নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের পত্রের যে উত্তর লেখা হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় তাহা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুকে যে উত্তর লিখিয়াছেন এই সমিতি তাহা অনুমোদন করিলেন। এবং অপরাপর পত্রের মর্ম্মানুরূপই কার্য্য হইবে।

স্বাক্ষর
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীমণীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা মজুমদার
সভাপতি
১৫।১২।৩১

কায়স্থ-সমাজ

৬ষ্ঠ বর্ষ, } আষাঢ়, ১৩৩২। { ৩য় সংখ্যা

জাতি

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।

ধর্ম্ম-সুধা-পায়ী সুধীসংঘ জানেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম লৌকিক বা সামাজিক নহে। মহাকারুণিক যোগীশ্বর তথাগত ও তদীয় শ্রাবকসংঙ্ঘ লোভ, হিংসা, দ্বেষ, মোহ-মানাদি বশে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। কারণ উঁহারা নিত্য মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষাদি ধ্যান সুখে সুখী হইতেন। তজ্জন্য এই ধর্ম্মকে সর্ব্বজগৎ সমকণ্ঠে 'অহিংসাধর্ম্ম' বলিয়া আসিতেছে। কেবল মৎস্য মাংসাদি না খাইয়া ঈর্ষাদি পোষণ করিলে অহিংসাধর্ম্ম পালন করা হয় না ; বরং লোভ দোষ মোহাদি বিবর্জ্জিত চিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও সদ্ধর্ম্ম পালন মানসে মৎস্য মাংসাদি আহারে হিংসা হইতে পারে না।

যেমন কোন ব্যক্তিকে পিপীলিকা দংশন করিল তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া রাস্তায়, ঘাটে মাঠে যথায় তথায় পায়ে দলে বা যে কোন উপায়ে অনন্ত অনন্ত পিপীড়ার জীবন সংহার করিতে লাগিল।

অন্য একজন গৃহী বা সাধুব্যক্তি সর্ব্বদা জীবের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করে। সে প্রাণীহত্যার কথা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্রাণু ক্ষুদ্র জীবের প্রতিও দুঃখ দিবার ভয়ে একখানি তৃণনিক্ষেপ করিতেও অনিচ্ছুক, অথচ সে জীবন রক্ষার জন্য কর্ষণাদি কর্ম্ম করে এবং গমনাগমনাদি ঈর্য্যাপথ পরিবর্ত্তন সময়ে অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে বহুজীব তাহার পাদ লাঙ্গলাদির ঘর্ষণে মরিয়া যায়। ইহাতে আপনারা কি মনে করেন—উভয়েই পাপের ভাগী হইবে না, একজন ? যাহার চিত্তপ্রবাহ সন্দর্শন

নাই সে নিশ্চয়ই বলিবে যে উভয়েরই পাপ হইবে এবং যাহার চিত্তভাবন বিদ্যমান তিনি বলিবেন—প্রথম ব্যক্তি সদোষচিত্ত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নির্দ্দোষচিত্ত। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি দোষী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নির্দ্দোষী। এইরূপ যাবতীয় জাগতিক আমিষভোজী .বা নিরামিষভোজী মানবগণ পুণ্য, অপুণ্য ও পুণ্যাপুণ্য (মিশ্রিত) সংস্কারত্রয় দ্বারা সুখ দুঃখ ও সুখদুঃখের ভাগী হয়। যাহারা সর্ব্ব-সংস্কার হইতে মুক্ত তাঁহারা সর্ব্ববেদনা হইতেও মুক্ত।

অতএব জগতের একমাত্র লোকোত্তর মুক্তির ধর্ম্মে লোভ দ্বেষাদিজনক কোন বিষয়ই থাকিতে পারে না। ইহাতে ন্যায় ও দর্শনতত্ত্বাদি বিদ্যমান। পাঠকগণ, আমিও ন্যায়ানুসারে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদি জাতি সমূহের আত্মবিস্মৃতি স্মৃতিপটে অঙ্কিত ও সংবেগ উৎপন্ন করাইবার নিমিত্ত এই প্রবন্ধটী লিখিতেছি, আশাকরি কেহই দোষগ্রহণ না করিয়া স্ব স্ব জীবনের সুমেরু পর্ব্বত হইতেও বিশালতর কর্ত্তব্যপুঞ্জের দিকে লক্ষ্য করিবেন।

মহাকারুণিক একবাক্যেই বলিয়াছেন—"কম্মংসত্তে বিভজতি...(বা কর্ম্ম সত্ত্বগণকে বিভাগ করে)। কর্ম্ম কি?—চেতনাহং ভিকৃখবে! কম্মং বদামি—(ভিক্ষুগণ! আমি চেতনাকে কর্ম্ম বলি। চেতনা কুশলাকুশলাদি ভেদে বিবিধ। তাহা এখন আলোচ্য বিষয় নয়।

"না জচ্চা বসলো হোতি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মুনা বসলো হোতি কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো।

জাতিদ্বারা বৃষল (চণ্ডাল) হয় না, জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম্মেরদ্বারা বৃষল হয় এবং কর্ম্মেরদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়।

পাঠক, মনে করুন, আপনাদের ভারতবর্ষীয় নীচকুল জাত কয়েকজন ব্যক্তি সংসারাবর্ত্ত দুঃখে প্রপীড়িত ও সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও অরণ্যায়তনে প্রবেশ করত অতি আরব্ধবীর্য্যের সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। সে ধ্যান লাভ করুক বা না করুক, অন্ততঃ তল্লাভের প্রয়াসী জানিয়া ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বা অন্যতর যে কোন জাতীয় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি দর্শন ক্ষণে প্রণাম করে এবং শ্রদ্ধার সহিত দানাদি পুণ্যক্রিয়া ও সেইপাত্রে সম্পাদন করে। তাহাতে সেই যোগীর হীন জাতিতা সম্বন্ধে কোন সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত কি? সেই সৎপুরুষে দান দিলে হীন জাতি বলিয়া পুণ্যের হ্রাস হইতে পারে কি?

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল পুত্র তথাপি বাহু ও বুদ্ধিবলে পাণ্ডবদিগের জয়সাধন ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আব্রাহ্মণ বৃষলগণ দ্বারা

অর্চ্চিত হইতেছেন নহে কি? রামসীতা উভয়ই ক্ষত্রিয়, উঁহারা ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হইতেছেন না কি? একলব্য, ব্যাধ রত্নাকরাদির দৃষ্টান্তও এইরূপে দ্রষ্টব্য। এইরূপে জগতে কত যক্ষ যক্ষিণীর পূজা নিত্য হইতেছে, তাহার আলোচনা করিবার অবকাশ এখন নাই। বিপদে পড়িয়া মানব তীর্থ্যকৃপাদেও প্রণতি করে।

পূর্ব্বে চারি জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথা—(১) দেবসম (২) মর্য্যাদা (৩) মর্য্যাদাসম্ভিন্ন (৪) চণ্ডাল ব্রাহ্মণ। উহাদের মধ্যে দেবসম ব্রাহ্মণ ৪৮ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গুরুর নিকট নিষ্কলঙ্কভাবে অধ্যয়ন করত ধর্ম্মতঃ ভিক্ষা করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান ও গুরু হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যারক্ষা ও ধ্যান করিতেন। (বলা বাহুল্য যে উহারা তাপসাদির প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক বনের আশ্রয় নিতেন)

(২).মর্য্যাদা ব্রাহ্মণও উক্তানুরূপ কৃত্য সম্পাদনান্তর কোনকুলে উপস্থিত হওতঃ ৪৮ বৎসর ধরিয়া তাঁহার নিষ্কলঙ্কভাবে গুরু গৃহে বাস, অধ্যয়ন ও ধর্ম্মতঃ গুরু দক্ষিণাদি প্রদান সম্বন্ধে বিবৃত করত তাঁহার সংসার বন্ধনের অধ্যাশয় জ্ঞাপন করিতেন। তাহাতে সেই কুলের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে স্বকীয়া কন্যা বা ভগ্নী আদির সহিত উহার সংসার বন্ধন হওয়াইত। প্রাণী হত্যা, চুরি, পরদার, মিথ্যা, কথন ও মাদকদ্রব্য সেবনাদি অবৈধ কর্ম্মসমূহ না করিয়া অনুদিন গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন দ্বারা উক্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় অরণ্যায়তনে প্রবেশ ও ধ্যান বর্দ্ধন করিতেন।

(৩) মর্য্যাদাসম্ভিন্ন ব্রাহ্মণও উক্তানুরূপ অধ্যয়ন কৃত্য সম্পাদনান্তর মর্য্যাদা ব্রাহ্মণ সদৃশ গুরুদক্ষিণা দান ও কুলধীতার পানি গ্রহণ করতঃ বহুকাল গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সেবন করিত এবং অবশেষে সংবেগ প্রাপ্ত হইয়া উক্তানুরূপ ধ্যান করিত।

(৪) চণ্ডাল ব্রহ্মণও মর্যাদাসম্ভিন্ন ব্রাহ্মণের ন্যায় অধ্যয়ন কৃত্যাদি সম্পাদনান্তর যে কোন উপায়ে (অধর্ম্মতঃ) গুরুদক্ষিণা প্রদান ও কুলধীতার পানি গ্রহণ করতঃ যাবজ্জীবন কামপাশে বদ্ধ থাকিত। এই ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ ও কর্ম্মে দুশীল বলিয়া চণ্ডাল ব্রাহ্মণ আখ্যায় আখ্যাত হইত। *

শ্রদ্ধেয় 'মোগ্গল্লান' স্থবির মহোদয়ের অভিধানে ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায়—"রাজঞ্ঞো খত্তিযো খত্তং মূর্দ্ধাভিসিক্ত বাহুজা। (বা রাজন্য ক্ষত্রিয় ক্ষত্র

* এই চারিজাতি ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই স্থানে মূলগ্রন্থ না থাকাতে যথাযথভাবে লিখিতে পারিলাম না। বয়সাদি সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। ৪৫ বৎসর কি ৪৮ বৎসর এতদুভয়ের একটি হইবে বলিয়া বিশ্বাস তাই অতি সংক্ষেপে লিখা হইল।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত বাহুজ)। ক্ষত্রিয়কে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলা হইত কেন? রাজ্যারোহণ সময়ে গঙ্গানীত দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খোদকে ক্ষত্রিয় কন্যাগণদ্বারা মূর্দ্ধায় অভিষিক্ত হেতু মূর্দ্ধাভিষিক্ত। ইহা প্রথম ক্ষত্রিয়বিধান। তৎপ্রভব হেতু অধুনা অনভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ও মূর্দ্ধাভিষিক্ত আখ্যায় পরিচিত। বাহুজ শব্দ অবৌদ্ধ প্রচলিত। পূর্ব্বোক্ত 'অম্বষ্ঠ সুত্ত' দ্রষ্টব্য।

মহা চক্রবর্ত্তী রাজগণ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য কুলে জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ পাই নাই। মহাসারকুলদ্দি সম্বন্ধে উক্ত অভিধানে :—

কোটীনং হেট্ঠিমন্তেন সতং যেসং নিধানগং
কহাপনানংদিবস-বলঞ্জো বীসতম্মণং ;
তে খত্তিয মহাসালা-(সীতি কোটিধনানি তু
নিধানগানি দিবস-বলঞ্জোচ) দসম্মণং।
যেসং দ্বিপ মহাসালা (তদুপড্ঢে নিধানগে
বলঞ্জো চ গহপতি-মহাসালা। (ধনেসিযুং)

বঙ্গার্থ :—যেই ক্ষত্রিয়গণের [পৃথিবী আদিতে] নিধানগ ধন অন্ততঃ কমপক্ষে ১০০,০০০০০০০ কহাপণ এবং দিবস ব্যয় বীশ অম্মণ (একাদশ দ্রোণ=এক অম্মণ) কহাপণ, তাঁহারা ক্ষত্রিয় মহাসার কুল। [কহাপন বা কর্ষাপণ সম্বন্ধে ঈশানবাবুর জাতকের ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।]

যেই দ্বিজগণের নিধানগত ধন ৮০,০০০০০০০ এবং দিবস ব্যয় দশাম্মণ কহাপণ তাঁহারা ব্রাহ্মণ মহাসার নামে অভিহিত হইতেন। (দ্বিজগণের অর্দ্ধসম্পত্তির উত্তরাধিকারী গৃহপতি 'কুল' নামে অভিহিত হইত।) নেত্তিপ্পকরণ নামক বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের অর্থ কথায় লোকপাল সম্বন্ধে এইরূপ আছে :—লোক্-পালেতীতি লোকপালা:···অথবা ইস্সরিয়াধিপচ্চেন তং তং সত্তলোকস্স পালনতো রক্খণতো খত্তিয চতু মহারাজ সক্ক সুযাম-সন্তুস্সিত সুনিম্মিত-পরনিম্মিত বসবত্তি মহাব্রহ্মাদযো লোকপালা। বঙ্গার্থ—লোককে পালন করেন বলিয়া লোকপাল...অথবা ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য দ্বারা সেই সেই সত্বলোককে পালন [বা] রক্ষণ বশে ক্ষত্রিয় চতুর্থ মহারাজা [ধৃতরাষ্ট্র বিরুলাক্ষ, বিরুপাক্ষ ও কুবের এইচারিজন দেবপুত্র পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক ক্রমান্বয়ে রক্ষা করেন বলিয়া ইহারাও লোকপাল] শক্র (দেবরাজ ইন্দ্র) সুযাম (যামদেবলোকের অধীশ্বর) সন্তুষিত (তুষিত দেব লোকের ঈশ্বর) সুনিম্মিত (নির্ম্মাণ রতি দেবাধিপতি) পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী ও মহাব্রহ্মা আদি লোকপাল।

মনুষ্য লোকপাল বলিলে ক্ষত্রিয়ই বুঝায়। ক্ষত্রিয়েরা কাহাকে পালন করিতেন? ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্রাদি লোকবাসী প্রজাগণকে। তজ্জন্য ক্ষত্রিয়ই গোত্রানুসারে জগতে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের অভীষ্ট দেব মহাব্রহ্মা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

খত্তিযো সেট্ঠো জনেতস্মিং যো গোত্তপাটিসারিনো।
বিজ্জা-চরণ-সম্পন্নো যো সো সেট্ঠোদেব মানুসে॥

বঙ্গানুবাদ—জগতে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ গোত্র অনুসারে,
বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ সদেবক নরে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত 'অগ্‌গঞ্ঞসুত্ত' দ্রষ্টব্য।)

মহাব্রহ্মা সনৎকুমারের এই বাক্য কেবল ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছিল তাহা নহে বরং লোকাগ্রপুদ্গল সম্যক্ সম্বুদ্ধ এবং তদীয় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ শ্রাবক ও অন্যান্য শ্রাবকগণ দ্বারাও অনুমোদিত হইয়াছিল। অনিত্য-দুঃখ অনাত্ম-ধর্ম্মানুসারে জগতের তুমুল পরিবর্ত্তন ঘটে। যেই দেশ জগতের অসমপুদ্গল লাভে, ধন্য ও পূজিত, সেইদেশ আজ যেমন সদ্ধর্ম্ম কল্পতরুর পাদদেশে মিথ্যা কর্কশাদি বাক্যরূপ কুঠারাঘাত করিতেছে, সেইরূপ জাগতিক লোভ-দ্বেষ মোহাদি পাপধর্ম্ম বর্দ্ধিত জনসংঘের তুমুল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আজ ভারতবাসী জীবিতেন্দ্রিয় সহ অস্থি মজ্জা সার হইয়া জাত্যাদি বিষয়ে কোলাহল করিতেছে মাত্র। সকলেই অভ্যন্তর শূন্য হইতেছে ও হইতে যাইতেছে। কেবল ভারত নহে, লঙ্কা, ব্রহ্মাদি দেশেরও অবস্থা তদ্রূপ। নিম্নে কথিত মহাসারাদি কুলের অবস্থা একটু চিন্তা করা উচিত মনে করি। অধুনা ভারতাদি দেশবাসী রাজাধিরাজারও তদনুরূপ সম্পত্তি নাই। পূর্ব্ব গৃহপতিকুলের নিধান গত ৪০,০০০০০০০ ধন ছিল। এখন আমাদের দেশীয় রাজারও ততদূর ধন আছে কি?

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণ লোকসম্মত ব্রাহ্মণ। মহাকারুণিক বর্ণিত ব্রাহ্মণ অতি আশ্চর্য্য পুরুষ। তিনি দেব মানুষের পূজ্য। তিনি কে?

যিনি মনুষ্য দেব ব্রাহ্মাদি ভবতৃষ্ণা ও সংযোজনাদি ছেদন করিয়াছেন, যাঁহার ক্লেশারি ভস্মীভূত, যাঁহার পুনর্জ্জন্ম নাই—সেই অর্হৎই ব্রাহ্মণ। (ধম্মপদের ব্রাহ্মণ বগ্‌গ দ্রষ্টব্য)। তথাগত লোকে মহাব্রাহ্মণ ও মহাশ্রমণ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ।

ইহাতে জাতির কোন কথাই নাই। তিনি ক্ষত্রিয় হউন বা ব্রাহ্মণ হউন অথবা বৈশ্যাদি যে কোন জাতীয় ব্যক্তি হউন না কেন, তিনি সদেব মনুষ্যের পূজ্য। ইহা হইল আর্য্য-বিধান।

লৌকিক-বিধান অনুসারে বর্ত্তমান যেমন নানা সম্প্রদায়ে কুলপুরোহিত আছেন, পূর্ব্বেও সেইরূপ ছিলেন। উহারা নিত্য পুরের হিত সাধন করিতেন বলিয়া 'পুরোহিত' নামে প্রসিদ্ধ হইতেন। অগ্রগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্তানুসারে অরণ্যাশ্রমে চিরবাস ও ধ্যানাদি দুঃখ অসহমান হইয়া তাপসগণ লোকালয়ের আসন্নে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহাদিগকে কামভোগী জনপ্রবাহ পুণ্যলাভা-কাঙ্ক্ষায় দানাদি-দ্বারা পূজা সৎকার করিতেন। তাঁহারাও পুস্তক প্রণয়নাদি দ্বারা জনসংঘের নিত্য হিত সাধন করিতেন। বলা বাহুল্য যে, উঁহারা বিদ্যাদি শিক্ষাদান বিষয়েও পটু ছিলেন।

এইরূপে উঁহাদের গৃহীসংসর্গ হইতে হইতে কুল-যুবক যুবতীদের সহিতও ভালবাসা জন্মিল। সুতরাং ক্রমান্বয়ে অনেকে গ্রাম্যধর্ম্ম (মৈথুনধর্ম্ম) সেবন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের কলঙ্ক দুরীভূত করিবার জন্য ধর্ম্মগন্ধিত কলেবর পচা নালায় ধৌত করণের ন্যায়—তঁহারা পুস্তকাদিতে 'শক্তিবিনা সাধন হয় না' 'স্ত্রীসেবনবিনা মানবের উদ্ধার নাই'……ইত্যাদি নানারূপ অনার্য্যোচিত বিষয়ের প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সহজে বোধগম্য হয়। ধ্যান কর্ম্মাদি ছাড়িয়া পুস্তক করণাদি কর্ম্মে নিত্য নিযুক্ত থাকায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যাচর্চ্চায় অন্যান্য জাতিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তদ্ধেতু উঁহাদের গ্রাম্যধর্ম্ম সেবন ও পৌরোহিত্য করণ লোপ পাইল না। ইহা সমাজের দুরদৃষ্ট নহে কি?

জাতিবর্গে ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় স্থান কেন? যেহেতু ব্রাহ্মণ নানা জাতি হইতে উৎপন্ন। কেবল যে ক্ষত্রিয় ধ্যান করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা নহে, বৈশ্য শূদ্রাদি জাতি সমূহও সংসারাবর্ত্ত দুঃখে ব্যথিত হইয়া মুক্তি কামনায় ধ্যান করিতে গিয়াছিল। ……সুতরাং ব্রাহ্মণের মিশ্রজাতিতা সম্বন্ধে সন্দেহের কিছুই নাই। এই মিশ্র জাতি কিরূপে ক্ষত্রিয়াদি শুদ্ধ জাতির পৌরোহিত্য ক্রিয়া করিতেন?

উঁহারা পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য পালনদ্বারা ব্রাহ্মণাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এজন্য ইহারা মিশ্রজাতি হইলেও পূর্ব্বাভ্যস্থ চারিত্র্যহেতু অপর জাতিসংঘ হইতে শান্ত বিনীতাদি গুণ দ্বারা গুণী হইবার কথা। কালের পরিবর্ত্তনে এই পশ্চাৎ গঠিত ব্রাহ্মণজাতি সময়ে ধন সম্পত্তির দ্বারাও অন্যান্য জাতি সমুদয়কে অতিক্রম করেন এবং যেই সময় ক্ষত্রিয় জাতির বিশেষ পরিহানি হয়, তখন উহারাই ভূম্যাধিপতি হইয়া সংসার চালান।

পারমীপূর্ণ বোধিসত্ত্বগণ জাতি-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-আদি দুঃখদারিদ্র প্রপীড়িত জগৎবাসীর দুঃখে দুঃখিত দেবগণ দ্বারা তুষিত দেবলোক মনুষ্য লোকে উৎপত্তির

জন্য প্রার্থিত হইয়া তথা হইতে চ্যুত হইবার সময় এই পঞ্চ মহাবিলোকন অবলোকন করিতেন—

"কালং দেসঞ্চ দীপঞ্চ কুলং মাতর মেবচ,
এতে পঞ্চ বিলোকেত্বা উপ্পজ্জন্তিতথাগতা।

বঙ্গার্থ—কাল, দেশ, দ্বীপ, কুল ও মাতা এই পঞ্চ বিলোকন করত তথাগতগণ উৎপন্ন হন। আমাদের আলোচ্য বিষয় কুল, তাই, অবশিষ্ট বাদ দিয়া অদ্য শুধু কুল সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব।

তথাগত দুইটী কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ কুলে। যেই সময় ক্ষত্রিয় কুল এবং যেই সময় ব্রাহ্মণকুল প্রধান হয়, সেই সেই সময় ক্ষত্রিয় কিংবা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে জগৎ পরিবর্ত্তনপ্রবাহে ক্ষত্রিয়কুলই অধিকাংশ সময় প্রধান থাকে। ব্রাহ্মণকুলের প্রাধান্য ক্বচিৎ দেখা যায়। আমাদের পরম কারুণিক শাক্যমুনি বুদ্ধের পূর্ব্ব বুদ্ধ 'কস্‌সপ' (কাশ্যপ) সম্বুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।……

মহাকারুণিক শাক্যমুনির মানবকুলে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে হইতে শাক্য-ক্ষত্রিয়গণ ধনসম্পত্তি, প্রতাপ ও শুদ্ধি আদি বিষয়ে জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

শাক্যবংশ ছাড়া মাগধ, কোশল, লিচ্ছবী আদি ক্ষত্রিয়সংঘের নানা বংশ ছিল। লঙ্কাদ্বীপে আগত প্রথম রাজকুমার যক্ষ লোপকারী "বিজয়বাহু" বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের মধ্যস্থিত রাঢ়দেশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইনি 'সিংহ' বংশীয়, অনুরাধকুমার শাক্যবংশীয়। তাঁহাকে অনুরাধপুর দান করা হইয়াছিল।

সম্রাট ধর্ম্মাশোক-পুত্র মহামহেন্দ্রস্থবিরের লঙ্কাদ্বীপে আগমনের পূর্ব্বে লঙ্কাবাসী যক্ষরক্ষাদির পূজাকরিত। মহেন্দ্রস্থবিরের উপদেশ কৌশল্যে তাৎকালিক রাজা দেবানাং প্রিয় প্রিয়তিস্‌স অনেক পরিবারসহ সদ্ধর্ম্মাশ্রিত হন এবং ক্রমে বৌদ্ধ ভারতসদৃশ সমগ্র লঙ্কা বৌদ্ধময়ী হয়।

ইহারা বৌদ্ধ হইলে মহাবোধি তরুর দক্ষিণ শাখা লঙ্কাদ্বীপে মহা সমারোহে আনয়ন ও রোপণ করা হইয়াছিল। সেই সময় জম্বুদ্বীপের মহাকুল হইতে ১৮শ কুলসম্ভূত মানবগণ লঙ্কাদ্বীপে আগত হন। তঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয় লোক ছিলেন। ক্ষত্রিয় কুমারগণকে লঙ্কেশ্বর লঙ্কাদ্বীপের এক একটি প্রদেশ শাসন করিতে দেন। এখন বক্তব্য—তঁহাদের সঙ্গে আগত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কোথায়? বহুকাল হইতে ক্ষত্রিয়বংশ ভুবনশেখর, জয়শেখর, সমরশেখর রণতুঙ্গ,

বিক্রম সিংহ, একনায়ক, রত্নায়ক, গুণশেখরাদি জাতি আখ্যা পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে,—ব্রাহ্মণ বংশের নাম মাত্র নাই কেন ?

বৌদ্ধ-রাজাদের বিচারে যাহারা গ্রাম্য-ধর্ম্ম কামাচারাদি ত্যাগ করত ব্রহ্মচর্য্যপালন ও ধ্যান বর্দ্ধনে উদ্যোগী, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, সুতরাং উহাদিগকে স্ব স্ব জন্মানুরূপ অন্যান্য জাতিতে পরিণত করা হয়। কাজেই, এক্ষণ লঙ্কাদ্বীপে ব্রাহ্মণ নাই। ভারতীয় সেনবংশীয় রাজারা যেমন কুলানুরূপ কৌলীন্য-প্রথা স্থাপন করিয়া ছিলেন, বৌদ্ধমতে কৌলীন্য-প্রথা সেইরূপ না হইয়া স্ব স্ব কৃত কর্ম্মানুরূপই হয়। লঙ্কাদ্বীপে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদি যে কোন জাতির মধ্যে সুরাপান, গোমাংস ভক্ষণাদি হীন কার্য্য দেখা গেলে উহাদিগকে চণ্ডাল শ্রেণীতে অবনত করা হইত। সেইরূপ প্রাণীহত্যা, চুরি, পরদারসেবন, মিথ্যা-বহু-কটু-ভেদবাক্য কথনশীল জনসঙ্ঘের দোষানুরূপ হীন জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে হইত। তাই আজি এই দ্বীপে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বহু জাতির বাস। এখন কিন্তু উহাদের বিভাজকও নাই, যথেচ্ছ আহার বিহারাদি চলিলে শাসিত হইবারও নহে। কারণ বৈদেশিক শাসনতন্ত্র।

পূরাকালে উচ্চজাতীয় ব্রাহ্মণদের রূপসী কন্যাদি উৎপন্ন হইলে ক্ষত্রিয় বরকেই যে সমাদরের সহিত দান করা হইত এইরূপ দৃষ্টান্ত পালিগ্রন্থে অনেক দেখা যায়। সেই সম্বন্ধে "অম্বট্ঠসুত্তে" সুন্দর বিচার আছে, তাহা দ্রষ্টব্য। এস্থলে কেবল কন্যাদান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখাইব—

ব্রাহ্মণ ধীতা মাগন্ধিয়ার রূপলাবণ্যে চতুর্দ্দিকের যুবকগণ বিমোহিত হইল। তাহার মাতাপিতা সুযোগ্য বর অন্বেষণে ধাবিত হইল। একদা মহাকারুণিক আমাদের সম্যক্ সম্বুদ্ধ দিব্যনেত্রে বিনেয়সত্ত্ব অবলোকনকালে তাঁহার জ্ঞানজালে মাগন্ধিয়া কুমারীর জনকজননী আকর্ষিত হইলেন। কারুণিক সপাত্রচীবর উহাদের গৃহসম্মুখে পদার্পন করত স্থিত হইলে মাগন্ধিয়ার মাতাপিতা দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষের রূপদর্শনে বিস্ময়ান্বিত ও অতি পুলকিত হইল। ভাবিল—অদ্য বুঝি আমাদের কন্যার সুযোগ্য বর লাভ হইল। তাহাদের এইরূপ নানা চিত্ত-বিতর্ক-প্রবাহ কারুণিক-পরচিত্ত-বিজানন-জ্ঞান দ্বারা অবগত হইয়া চক্র বরাঙ্কিত পাদলক্ষণ স্থাপন করত কথঞ্চিৎ দূরে গিয়া স্থিত হইলেন। মাগন্ধিয়ার মাতাপিতা লক্ষণ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিল। তাহারা পাদচিহ্ন দর্শনে সহজেই জানিতে পারিল যে ইহা অবীতরাগীর পাদচিহ্ন নহে। তাহাতে তাহাদের পূর্ব্বাশা

লুকাইল। তাহারা ভক্তিভরে লোকনাথের ধর্ম্ম শ্রবণ করত স্রোতাপন্ন হইল। তাহাদের সংসারাবর্ত্তদুঃখ অবসান হইল।

অন্যদিকে কুমারী মাগন্ধিয়া তথাগতের অলোকসামান্য রূপদর্শনে আত্মবিস্মৃতা হইল। সে সরাগচিত্তে তথাগতে প্রতিবদ্ধ হইল। পশ্চাৎ রাগাতিশয্যহেতু স্থির থাকিতে না পারিয়া তথাগতের নয়নাভিমুখে গমন করতঃ তাহার আন্তরিক ভাব জানাইল। লোকজিৎ প্রভু তদুত্তরে এইরূপ বলিলেন—

দিস্বান তণহং-অরতিং রগঞ্চ
ন'হোসি ছন্দো অপি মেথুনস্মিং,
কিমেবিদং মুত্তকরীস-পুণ্ণং
পাদাপি নং সম্ফুসিতুং ন ইচ্ছে'তি।

শ্লোকবিবৃতিঃ—পারমী-পূর্ণ বোধিসত্ত্ব ছয়বৎসর যাবৎ সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধত্ব লাভেচ্ছায় কঠোর ধ্যানের পর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে বশবর্ত্তী লোকেশ্বর মারের (কন্দর্পের) ভাবনা হইল, সিদ্ধার্থকুমার বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে আমার পরাক্রম হ্রাস পাইবে, সত্ত্বগণ কাম ক্রোধাদি বিবর্জ্জিত ও শুদ্ধ হইলে আমার লীলা চলিবে না, অতএব বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বক্ষণেই উহাকে বিনাশ করিতে হইবে' ইত্যাদি দুশ্চিন্তা পোষণ করত বহু সহস্র মারবল সহ নালাগিরি গজবর পৃষ্ঠে স্বয়ং আরোহণ করিয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হওত সিদ্ধার্থ কুমারের সন্নিধানে উপস্থিত এবং মহাসংগ্রামে সপারিষদ পরাস্ত ও স্ববিমাণে প্রত্যাবৃত হইয়া বিমর্ষবদনে চিন্তা করিতেছিল। তদীয় কন্যা তৃষ্ণা, অরতি ও রতি পিতার বিমর্ষ ও অধোবদন দেখিয়া, কারণ অবগত হইয়া মহাসত্ত্বকে ধ্যানভ্রষ্ট করিবার মানসে নানাবিধ বর্ণে ও অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া তাঁহার নিকট আগমন এবং নানা ভঙ্গী সহকারে নর্ত্তন ও গায়ন করিল কিন্তু বোধিসত্ত্বের দৃষ্টির পরিবর্ত্তনও করিতে পারিল না। তদ্ধেতু মাগন্ধিয়াকে এই গাথাটী বলিয়াছিলেন ; উহার ভাবার্থ এই—তৃষ্ণা, অরতি ও রাগকে দেখিয়াও (আমার) মৈথুনছন্দ হয় নাই। (তোমার) মূত্র করীষপূর্ণ ইহাই বা কি ? (অথবা তোমার গু মুৎ পূর্ণ এই দেহের কথাই বা কি ?) তোমাকে পাদদ্বারাও সংস্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না।

এতচ্ছ্রবণে মাগন্ধিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইল।.....অনন্তর সেই ব্রাহ্মণকুমারী নানা দেশীয় নানা কুমারকে অবলোকন ও অযোগ্য মনে করতঃ পশ্চাৎ কোশল রাজারই ভার্য্যা হইয়াছিল। এইরূপে ব্রাহ্মণ কুমারীকে ক্ষত্রিয় পাত্রে দান সম্বন্ধে জানিবার বিষয় বিরল নহে। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী দেবানাং

প্রিয় ধর্ম্মাশোকের মা ব্রাহ্মণকন্যা 'মুরা দেবীও একটী ঐতিহাসিক উজ্জ্বল প্রমাণ।—

ভারতে মুসলমানজাতির প্রবল আক্রমণে বহু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদি জাতি মুসলমান হইয়াছিল। উহাদের ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নামও পরিবর্ত্তিত হওয়াতে এখন বাছিয়া নেওয়া কষ্টকর। অবশিষ্ট যাহারা ক্ষত্রিয়াদি কুলে জীবিত ছিল, তাহারাও সমাজের দৃঢ় দুর্ব্বন্ধন হেতু অনেকে জাতি ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে (ইহার প্রমাণ কবিবর নবীনবাবুর 'আমার জীবন' আদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান ভারতে পাল, সেন, সিংহ, দত্ত, গুপ্ত, বিশ্বাস, দেব আদি পদবীবিশিষ্ট কায়স্থ-সমাজ যে ক্ষত্রিয়, তাহা উহাদের নামের দ্বারাই বিজ্ঞাত হওয়া যায়। পাল, সেন, দত্ত, গুপ্ত, সিংহাদি বংশের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস দেখিলেও সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। বড়ুয়া জাতি মাগধ ক্ষত্রিয় বলিয়া অন্যান্য জাতির ধারণা।

সে যাহা হউক, আর অধিক প্রপঞ্চের কাজ নাই। যখন সত্বগণকে কর্ম্মই বিভাগ করে, তখন ভারতীয় সর্ব্ব জাতির আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য কর্ম্ম সমরে আরব্ধবীর্য্যের সহিত দাড়াইতে হইবে। শরীরের পতনের দিকে ভাবিলে চলিবে না। কর্ম্ম সিদ্ধই করিতে হইবে। ভগবান বলিয়াছেন —

"অত্তাহি অত্তনো নাথো

কুহিনাথো পরোসিযা

নিজেই নিজের নাথ, অপর নাথ কোথায়? জগৎ রক্ষা কর্ত্তা কোন নাথ থাকিলে আজ অষ্ট্রো-রাসো-রাজ-পরিবারসমূহের ও কোটি কোটি নরনারীর এত দুর্দ্দশা হইত না। পৃথিবী পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণায় অস্থিরা হইতেছে। কৈ, কেহত রক্ষা করিতেছে না?

সমাজ! তোমার মনে যখন কামবিতর্কাদি দুশ্চিন্তাসমূহ উদিত হয়, বা যখন তুমি সেই বিতর্কিত পাপানলে ঝাপ দিতে যাও, সেই সময় তোমাকে কেহ রক্ষা করে কি? নিশ্চয় আমরা জানি যে রক্ষা করে না। নিজের সুচিন্তার উৎপাদন বিনা রক্ষা নাই। অতএব, হে সমাজ! নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। হস্তাদি চক্রসমূহ বেগে চালাইতে হইবে। "অত্তদিপা-বিহরথ, অত্ত-সরণা অনঞ্ঞসরণা ধম্মদিপা বিহরথ ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা"।

আত্ম এবং ধর্ম্ম নির্ভর ও শরণ করত নিজকে সবল করিতে হইবে। কারণ ধর্ম্মবিনা নাহি পিতা মাতা,—

তমেব তাণং সরণং পতিট্ঠা

তস্মাহি ভো কিচ্চ অঞ্ঞপ্পহায়

সুনাথ ধারেথ চরাথ ধম্মং।

ধর্ম্ম বিনা মাতাও নাই পিতাও নাই। তাহাই ত্রাণ, শরণ ও প্রতিষ্ঠা তদ্ধেতু অন্য কৃত্য ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম শ্রবণ কর, ধারণ কর এবং আচরণ কর।

উত্থিটে্ঠ ন প্পমজ্জেথ্য ধম্মং সুচরিতং চরে,।

ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরমিহচ।

উত্থিত হও, প্রমাদিত হইও না, সুচরিত (কুশলাদি) ধর্ম্ম আচরণ কর। এই লোকে ও পরলোকে ধর্ম্মচারী সুখশয়ন করে বা সুখের অধিকারী হয়। এই সমস্ত সদেব মনুষ্যাতীত পুরুষের বাক্য।

সমাজ! যে যেই দৃষ্টিতে থাকুক না কেন তজ্জন্য তুমি ক্রুদ্ধ হইও না, কারণ, তুমি জাননা যে তুমি সদ্দৃষ্টিগত মানুষ।

তোমার দিব্য চক্ষু বা জ্ঞান কিছুই নাই। প্রথম তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের কথা চিন্তা কর; তাঁহারা কিরূপ সর্ব্ব বিষয়ে সুখের অধিকারী ছিলেন, বর্ত্তমান তুমি কিরূপ? এখন জাতি নিয়া কোন ছল করিবার কারণ ও কাল নাই। কর্ম্মানুরূপ যে যত দূরের উপযুক্ত সে তত দূরই থাকুক। নিজে হীনতা জানিয়া উন্নত হইলেও প্রসংসার কথাই। সমাজ! চিন্তা করিয়া দেখ—যেই জাতির পৃষ্ট পাত্রে (গোমাংস সুরাদি পান করে বলিয়া) ভারতীয় ও লঙ্কার জন সাধারণ জলপান পর্য্যন্ত করিত না। আজ সেই জাতি সমগ্র ভারতকে, সমগ্র লঙ্কাকে দাসানুদাস করিয়া রাখিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ উহারা কর্ম্মবীর। জাপানের কথা একট অনুধাবন করা উচিত। এক্ষণ চিন্তনীয় যে উদ্যোগ বিনা জাতি দ্বারা কিই বা আসে যায়।

এখন ক্ষত্রিয় সমাজকে বিশেষরূপে একটি বিষয় জানাইতেছি। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়দের পরস্পর চিনিবার জন্য 'খত্তিয-মায়া' নামক একটি সঙ্কেত ছিল, তাহা এই—

যেন কেনচি বণ্ণেন-মদুনা দারুণেন বা,

উদ্ধরে দীনমত্তানং পচ্ছা ধম্মং সমাচরে।

এই সঙ্কেত ভূতপূর্ব্ব জনৈক সিংহলাধিপতি ক্ষত্রিয় রাজা ধর্ম্মপদার্থ কথার গ্রন্থিপদে লিখিয়াছেন। ইহার অর্থ—

মৃদু বা দারুণ যে কোনরূপে (উপায়ে) দরিদ্রাত্মার উদ্ধার কর এবং পশ্চাৎ

ধর্ম্ম সমাচরণ করিও। ইহা সদ্ধর্ম্ম নীতি নহে, ক্ষত্রিয় সমাজ নীতি। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় সমাজ ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষা করিতে কিরূপ পটু, এই গাথা দ্বারা বুঝা যায়। সিদ্ধিরস্তু।

শ্রীমদার্য্যবংশ ভিক্ষু

কানপুর

ভ্রমণের নিতান্ত অনুপযোগী হইলেও দারুণ গ্রীষ্মের সময় বৈশাখের প্রথমেই এবার আমাদিগকে কানপুরের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। কানপুরে এবার নিখিল ভারতীয় সংস্কৃত-সাহিত্য-সম্মেলনের নবম অধিবেশন বৈশাখের ৫ই, ৬ই, ৭ই তারিখ হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রতিনিধিরূপে আমাদের কয়েকজনকে গ্রীষ্মের প্রকোপকে উপেক্ষা করিয়াও এই কার্য্য করিতে হইল।

কানপুরে যাইবার পথের দীর্ঘ বিবরণ দিয়া পাঠককে অধীর করিয়া তোলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—সাহিত্য-সম্মেলনের (তা সে সংস্কৃতই হউক আর বাঙ্গালাই হউক) সেই মামুলী নীরস কার্য্য-বিবরণ পড়িতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যেও এ প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে না। সম্মেলনের কার্য্যের মধ্যে কানপুরের যে সকল দ্রষ্টব্য পদার্থ দর্শন করা ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে একটা অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিবার অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা যাইতেছে।

৪ঠা বৈশাখ, ভোরে আমরা কানপুরে পৌঁছিয়া ছিলাম। এই কানপুর একটী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নগর। ইহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহ রহিয়াছে। বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ যে কান্যকুব্জ মণ্ডল হইতে আগমন করিয়া আজ বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, এই কানপুর সেই কান্যকুব্জ মণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই কানপুরে গাড়ী পৌঁছিলেই দীর্ঘকাল পরে পূর্ব্বপুরুষের জন্ম পরিপূত স্থানে আসিয়া, উপস্থিত হইয়াছি মনে করিয়া প্রাণে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই কানপুরেই নানাসাহেব অসহায় ইংরাজ জনসাধারণের উপর বিবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন।

এই কানপুরের অনতিদূরে 'বিঠুর' নামক স্থানে আদি কবি বাল্মীকির আশ্রম বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে। শুনিলাম এই বিঠুরেই ভূগর্ভ প্রোথিত একটী স্তম্ভের কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের বিশ্বাস এই স্তম্ভই পবিত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক স্থানের সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রোথিত হইয়াছিল। এই বিঠুরেই সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা নানাসাহেবের বাসস্থান ছিল। এই কানপুরেরই নিকটে রামরাজ্য অযোধ্যা। সুতরাং কানপুর নিজে কোন প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র না হইলেও ইহা তীর্থক্ষেত্র পরিবেষ্টিত!

অভ্যর্থনা-সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ (সে দেশে Volanteer গণকে স্বয়ং সেবক বলা হয়) আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেই মধুর প্রভাতে 'মনোহর' এক্কারথে আরোহণ করিয়া আমরা, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম। সঙ্কীর্ণ পথিমধ্যে এক দীর্ঘাকার উষ্ট্রের সহিত যখন 'পক্ষিরাজবাহিত এক্কারথ আঘাত প্রাপ্ত হইল তখন ভাবিলাম বুঝি পিতৃ-পুরুষের পবিত্র স্থানেই বুঝি এ জীবনের অবসান করিতে হইল। যাহা হউক সে যাত্রা কোনরূপে রক্ষা পাইয়া আমরা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলাম। এই স্থানটি অনন্তরাম ধর্ম্মশালা, এই স্থানেই বিভিন্ন দেশাগত প্রতিনিধিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এটী একটী অতি প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা—দ্বিতল, এক বিশাল অট্টালিকা। ভারতের নানাস্থান হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাগমে এই স্থানের এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। এই সকল ভিন্নদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আচারগত বৈষম্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই আচার বিষয়ে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপেই' প্রতীয়মান হইল।

এখানে একটু বাঙ্গালীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিভিন্ন দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই গঙ্গায় স্নান করিতে পাইতেন—স্নানান্তে বাঙ্গালী ভিন্ন সকলেই পট্টবস্ত্রাদি পরিধান করিয়া এবং ললাটে বিভূতি লেপনাদির দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেন। বাঙ্গালীর মধ্যে এই বিভূতি লেপনের প্রচলন না থাকায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সে শোভার সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারিতেন না। তবে বাহ্য শোভার বাহুল্য বাঙ্গালীর মধ্যে না থাকিলেও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে তাঁহাদেরই বেশী সময় অতিবাহিত হইতেছে দেখিতাম, পূজা অন্যদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেই এই কয়দিন করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তারপর ভোজনাদি সম্বন্ধেও বাঙ্গালীর মধ্যেই বাঁধাবাঁধি অধিক দেখিলাম। মৈথিল এবং মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে অনেকটা বাঙ্গালীর মত।

ইঁহাদিগকেই স্বপাকে (অথবা স্বদেশীয়ের পাকে) খাইতে দেখিয়াছি; অপর প্রায় সকলেই একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ডালপুরী প্রভৃতির সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। বাঙ্গালী আমরা তাঁহাদের সে 'ভোজন প্রবন্ধে' যোগ না দেওয়ায় তাঁহাদের বাঙ্গালী বিদ্বেষ বাড়িত বই কমিত না। তারপর, পূর্ব্বে ধারণা ছিল বাঙ্গালীরাই বুঝি বেদে অনভিজ্ঞ কিন্তু কানপুর প্রভৃতি স্থানের লোকও বেদ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা বেশী অভিজ্ঞ নহেন। বেদঘোষা (আবৃত্তি করা) তাঁহাদের প্রায় সকলেরই অভ্যাস আছে কিন্তু অর্থ জ্ঞানাদি সকলের তত বেশী নহে। তবে দুঃখের বিষয় আমরা বেদ আবৃত্তি করিতেও জানি না।

যাউক সেই সকল বাজে কথা। এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক। মিল, ফ্যাক্টরী প্রভৃতিই কানপুরের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের বর্ণনা দ্বারা আমি প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কেবল এই মাত্র বলিয়া রাখি যে কানপুর একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। ছয়টী বিভিন্ন রেলওয়ে এই সহর ভেদ করিয়া গিয়াছে। নানা দ্রব্য এস্থানের মিলে প্রতিদিন প্রস্তুত হইতেছে। এক একটী মিলের বিপুল কার্য্যাবলী দেখিলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে এখানকার Memorial well এবং Massacre Ghat নামক স্থান দুইটীই প্রসিদ্ধ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই Well বা কূপের মধ্যে নানাসাহেব অনেক ইংরাজের প্রাণ সংহার করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই স্থানে এখন বিশেষ অনুমতি ব্যতীত যাইবার উপায় নাই। তারপর, গঙ্গার Massacre Ghat নানা সাহেব ইংরাজদিগকে কানপুর হইতে এলাহাবাদে যাইতে অনুমতি দিলে তাঁহারা যখন নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন তখন এইখান হইতেই নাকি তিনি তাঁহাদিগকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেন।

খুব বেশী প্রাচীন না হইলেও এখানকার বৈকুণ্ঠ-মন্দির ও কৈলাস-মন্দির দুইটী দেখিবার মত জিনিষ। বিপুল অর্থ-ব্যয় করিয়া ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে গুরুপ্রসাদ ও প্রয়াগনারায়ণ নামক ব্যক্তি-দ্বয় এই দুই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ-মন্দির রামানুজ সম্প্রদায়ীদিগের একটী বিষ্ণুমন্দির। এই মন্দিরের দেওয়ালে প্রাচীনধরণের বহু চিত্র লম্বিত রহিয়াছে। এই মন্দিরের শার্শ্ববর্ত্তী কৈলাস-মন্দিরের দেখিবার জিনিষ বহু আছে। এখানকার মূল দেবতা মূর্ত্তি একখণ্ড বিশাল শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত অতি সুন্দর একটী শিবলিঙ্গ। এরূপ লিঙ্গ আমি আর

কোথাও দেখিনাই। ইহা ছাড়া, নানা বর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি এই মন্দিরের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে। শিবমন্দির হইলেও এখানে অস্পৃশ্য জাতির প্রবেশাধিকার নাই।

কানপুরে কতকগুলি জৈন-মন্দির আছে। তন্মধ্যে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের কাচ-মন্দিরই সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান কালের ধনী ব্যক্তিদিগের বাগানবাড়ীর মত এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে নগ্নপ্রায় স্ত্রীলোকের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিস্ময়বোধ হইল। জৈনগণ এইরূপ মূর্ত্তি-রক্ষার বিশেষ বিপক্ষে। তাই বিস্ময় কিছু অধিকমাত্রায়ই হইয়াছিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে প্রথমেই এখানকার নিম্ববৃক্ষ উল্লেখযোগ্য। বড় বড় প্রায় সকল রাস্তারই দুইপার্শ্বে বিশাল নিম্ববৃক্ষসমূহ শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে আর কোনও গাছের তেমন আধিক্য দেখা যায় না। আমাদের দেশে যেমন পথিপার্শ্বে বট অশ্বত্থবৃক্ষ রোপণ করিবার প্রথা আছে, এতদ্দেশে সেইরূপ নিম্ববৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা আছে বলিয়া মনে হয়। নিম্ববৃক্ষসম্পৃক্ত বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ইহারপর, গঙ্গার দৃশ্য। আমরা যে ঘাটে স্নান করিতাম তাহার নাম 'সরসইয়া ঘাট' কাহারও কাহারও মতে ইহার বিশুদ্ধ নাম 'শরশয্যা ঘাট' অর্থাৎ এই স্থানেই নাকি ভীষ্মের শরশয্যা রচিত হইয়াছিল। এই জন-প্রবাদের মূলে কোনও সত্য আছে কিনা তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন এখানে নাই।

সহর হইতে যে পথ গঙ্গাপর্য্যন্ত আসিয়াছে তাহার একপার্শ্বে ফুটপাথ-রেলিং দিয়া ঘেরা। এই পথ দিয়া স্ত্রীলোকভিন্ন অপরের যাইবার অধিকার নাই। সকল স্থানেই গঙ্গাস্নানার্থিনী রমণীর আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপর কোনস্থানের কর্ত্তৃপক্ষ স্ত্রীলোকের যাতায়াতের এরূপ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এব্যবস্থা কানপুরের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ প্রশংসার বিষয়। কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষ হইতে গঙ্গাগামী কোন কোন পথে এরূপ ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

এখানকার গঙ্গা খুব বিস্তৃত—অধিকস্থানেই জল কোমর পর্য্যন্ত অথবা তাহা হইতে কিছু বেশী. কিন্তু আদৌ গভীর নহে—বোধহয় হাটিয়াই সমস্ত গঙ্গা পার হওয়া যায়। তবে এই অগভীর জলেও স্রোত অত্যন্ত প্রবল। জল অতি নির্ম্মল। এতদঞ্চলের গঙ্গায় স্নান করারপর কলিকাতার গঙ্গায় স্নান

করিতে আর প্রবৃত্তি হয়না। এই গ্রীষ্মকালেই গঙ্গার প্রায় অর্দ্ধাংশেই জল নাই শুধু শুভ্রবর্ণের বালুকা-রাশি ধুঁধুঁ করিতেছে। কিন্তু জলে মলিনতার লেশ-মাত্র নাই। স্রোত প্রবল বলিয়াই হউক অথবা জল অগভীর বলিয়াই হউক গঙ্গায় একখানি নৌকা দেখিতে পাইলাম না।

আর একটী মাত্র স্থানের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই বর্ণনার সমাপ্তি করিব। এই স্থানটীর নাম যাজমৌ—কানপুর সহর হইতে ইহা কয়েকমাইল দূরে অবস্থিত। কানপুর পরিত্যাগ করিবার দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হঠাৎ এই স্থান পরিদর্শন করিবার প্রবল আগ্রহ হইল। এই স্থানের কিছু কিছু বর্ণনা স্থানীয়-লোকের মুখে ইতঃপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। তাহাতেই এইস্থানটী দেখিবার একবার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক কেহ না থাকায় এবং সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় মন চলিলেও 'পা' চলিতেছিলনা। অবশেষে মনেরই জয় হইল—একখানি এক্কা ভাড়াকরিয়া সেই স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রথমেই ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের সুন্দর দৃশ্য আমাদিগকে কলিকাতার গড়ের মাঠের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট ছাড়াইবার পরই সুমধুর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলিল। দুই পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর অল্পবিস্তর উচ্চমাটীর পাহাড় তাহার মধ্যস্থান দিয়া যাতায়াতের রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে দরিদ্রদিগের দুই একখানি কুটীর, কোথায় প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাহাছাড়া কোথাও জন মানবের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না। 'বীর' বাঙ্গালী আমরা; সঙ্গে এক একখানি চাদর এবং ১০০৲ শত টাকা মূল্যের কলিকাতা যাইবার টিকিট ভিন্ন তার কিছু না থাকিলেও মনে একটু একটু ভয় হইতে লাগিল, ইহা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে আমরা 'বাঙ্গালী ঘাট' নামক গঙ্গাতীরবর্ত্তী ঘাটে উপনীত হইলাম। তাহারও কিছু অগ্রবর্ত্তী একটী গির্জ্জাপর্য্যন্ত যাইয়া আমাদের গাড়ী থামিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থান দেখিতে লাগিলাম। দুই একটী প্রোথিত প্রায় প্রাচীন অট্টালিকার নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। ইটগুলির আকার দেখিয়া তাহারা যে প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিবার জন্যই সেখানে রহিয়াছে তাহা বেশ বুঝা গেল। এই যাজমৌ যযাতিরাজার রাজধানী ছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। সে বিশ্বাস সত্য হউক বা মিথ্যা হউক এস্থানে প্রাচীন অট্টালিকাদির নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া

যায়, তাহা সত্য। আর অধিক অগ্রসর না হইয়া সেইস্থান হইতে আমরা বাঙ্গালীঘাটে ফিরিলাম। তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে বাঙ্গালী নির্ম্মিত সেই ঘাটের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। দুইপার্শ্বে সেই অত্যুচ্চ পাহাড় যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দেখা গেল। সেই নির্জ্জন গঙ্গার সৌন্দর্য্য সত্য সত্যই উপভোগ করিবার বিষয়। ঘাটটী কবে কাহাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা লেখা থাকা সত্ত্বেও আমরা অন্ধকারে তাহা পড়িতে পারিলাম না। তবে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি এতদূর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে ভাবিয়া মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করিলাম।

যাজমৌ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে Harware canal বা হরিদ্বার হইতে আগত খাল পার হইতে হইল। কানপুরে এই খালের উপরেই G. I. P. Railway এর Goods Stores নির্ম্মিত হওয়ায় উহা এইখানেই বন্ধ হইয়াছে।

রাত্রিতে কানপুর প্রবাসী বাঙ্গালী বন্ধুদের গৃহে প্রচুর জলযোগ করিয়া সেই রাত্রিতেই কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম, সুতরাং এইখানেই কানপুর বিবরণ * সমাপ্ত হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি এ

কায়স্থ শব্দ

জাতি বাচক না বৃত্তি বাচক

আজকাল বঙ্গীয় সমাজে কায়স্থগণের বর্ণ বিচার লইয়া সর্ব্বত্রই আলোচনা হইতেছে। কায়স্থগণের মধ্যে ইহার যে আলোচনা, তাহা ন্যায্য ও করণীয়। কারণ সকলের নিজের উন্নতি সাধনে চেষ্টাই স্বাভাবিক। কিন্তু আরও দুই প্রকারের লোক দেখা যায়, যাহাদের এ বিষয়ে কোন সাহায্য করিবার ইচ্ছা

* কানপুরের প্রাচীন নাম কি ছিল জানিনা। আমরা ইতঃপূর্ব্বে সংস্কৃতে 'কর্ণপুর' শব্দদ্বারা ইহার নির্দ্দেশ করিতাম। তবে স্থানীয় লোকে ইহাকে কাহ্নপুর বলে। তাইতে ইহার প্রাচীন নাম কৃষ্ণপুর ছিল বলিয়া মনে হয়। সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপণ্ডিত স্বীয় অভিভাষণে তাহাই বলিলেন। তবে কৃষ্ণপুর নামক কোনও প্রাচীন নগরের উল্লেখ কোন গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

না থাকিলেও উহারা সর্ব্বদা কায়স্থদের অনিষ্ট চেষ্টায় আছেন। উহার মধ্যে এক দল (১) ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ (২) আর দ্বিতীয় দল তাহাদের বশীভূত কতকগুলি আত্মমর্য্যাদাহীন কায়স্থ।

এই দুই অনিষ্টকারীদের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কায়স্থদের উন্নতি বা লুপ্ত সংস্কার পুনরুদ্ধারের দ্বারা স্বপদে অধিষ্ঠিত হইবার চেষ্টায় যে বাধা দেন তাহা কোন মতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ (ক) কায়স্থেরা স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া কখনও ব্রাহ্মণের সহিত কোন যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াসী নয়। (খ) কায়স্থের সামাজিক উন্নতি ব্রাহ্মণের প্রতিকূলে নয় এবং ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণেরা অধিক পরিমাণেই কায়স্থের ক্রিয়াকলাপের উপরই নির্ভর করেন। (গ) কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের সমাজিক যে ভাব, তাহাতেও কায়স্থর উন্নতি বা স্বপদে প্রতিষ্ঠা হইলে জনসমাজের কোন ক্ষতিই নাই বরং উহাদের বেদাধিকার ও তচ্চর্চ্চার দ্বারা সমাজের উপকারই হইবে। (ঘ) যাহারা কায়স্থের যজন করেন, তাহারা কায়স্থদের শূদ্রপদে প্রতিষ্ঠা করিলে নিজেরাও শূদ্রযাজী যইয়া অপাঙক্তেয় হন, ইহা তাহাদের পক্ষে কখনও বঞ্চনীয় নয়। (ঙ) যে সকল ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কায়স্থের ঘরে রন্ধন কার্য্য করিয়া, তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করেন, তাহাদের বিষয়ও ব্রাহ্মণদের একবার ভাবা উচিত। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ কখনও ইহার বিরোধী হইবেন না। এইত গেল কায়স্থ উন্নতি বিরোধী ব্রাহ্মণের কথা।

এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের বিষয় দেখা যাউক। ইহারা নিজে কায়স্থ, ততএব কায়স্থের যে অসম্মান হয় তাহা তাহাদের কখনও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না, তবে কেন উহারা কায়স্থের উন্নতি বিরোধী? উহার কারণ তিন প্রকারের হইতে পারে যথা (ক) ব্রাহ্মণের ভয়, (খ) অবিদ্যা (গ) শূদ্রাভিমান প্রিয়তা। যথা—(ক) উহারা নিজে উন্নতির পথে অগ্রসর হন না ও স্বজাতির মধ্যে কেহ যে ঐ পথে অগ্রসর হয় তাহারও ইচ্ছা নাই, ভয় পাছে তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহাদের যাজন ত্যাগ করেন। কিন্তু সে তেজ কি কলির ব্রাহ্মণের আছে? তাহারা কি জীবিকা ত্যাগ করিতে পারেন? কৈ প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন বৈদ্যেরা নিজেদের ভ্রম সংস্কার ত্যাগ করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলেন ও একমাস অশৌচ ত্যাগ করিয়া ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিলেন তখন কি তাহাদের পুরোহিত বা ভট্টাচার্য্যগণ তাহাদের ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন? তবে ঐ ভয় অমূলক, উহা নিজেদের বীর্য্যহীনতার পরিচায়ক

মাত্র। (খ) দ্বিতীয় বাধার কারণ অবিদ্যা বা শাস্ত্রজ্ঞান হীনতা বা শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান শূন্যতা। উহার পরিচয় যাহারা রায়চৌধুরী মহাশয়গণের "কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব" পড়িয়াছেন, তাহাদের জানিতে বাকী নাই। উহার উদাহণ স্বরূপ ঐ পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠায় পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্ধৃত ১৬৩ শ্লোকের অর্দ্ধভাগ ও ১৬৪ শ্লোক পুরা। ১৬৩ অর্দ্ধভাগও লওয়া হইল। কেন তাহা রায়চৌধুরী মহাশয় বেশ জানেন। বোধ হয় সত্যগোপন করিয়া কোন স্বার্থ সাধনই উহার কারণ। আমি ঐ শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিব না, তবে যে পদটীর অর্থ বিকৃত করিয়া তাঁহারা স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চাহিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিলাম যথা—

"তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ"।

ইহার অর্থ করা হইয়াছে—ব্রহ্মা নিজের শরীর হইতে "কায়স্থ" ও "করণ" জাতিকে উৎপন্ন করিলেন। এই "কায়স্থ" ও "করণ" শব্দের ব্যুৎপত্তি চৌধুরী মহাশয়দের ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণগণের অবিদ্যার পরিচায়ক নয় কি? এখানে "কায়স্থৈঃ" শব্দের প্রকৃত অর্থ "কায়িকৈঃ" "শারীরিকৈঃ" আর "করণৈঃ" শব্দের অর্থ—"ইন্দ্রিয়ৈঃ"। সমুদয়ের অর্থ ব্রাহ্ম। কায়িক ইন্দ্রিয়-গণের সহিত জীবকে নিজ শরীর হইতে উৎপন্ন করিলেন, ইহা তাঁহার মানসিক সৃষ্টির বিষয়—(স্থূল সৃষ্টি নয়।) কিন্তু রায়চৌধুরী মহাশয়েরা ও তাঁহাদের সহিত সংবদ্ধ ব্রাহ্মণগণ উহার অর্থ করিলেন—ব্রহ্মার শরীর হইতে কায়স্থ ও করণ জাতির উৎপত্তি হইল!!! ধন্য শাস্ত্রজ্ঞান!!

(খ) রায়চৌধুরি মহাশয়েরা জাতিতত্ত্বের ৭ পৃষ্ঠায় বৃহৎপরাশর সংহিতা হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—"লেখকানপিকায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে হিতৈষিণঃ।" তাহাতেও ঐ কায়স্থশব্দের অর্থ জাতিবাচক করিয়াছেন!!! পরাশরের এই কায়স্থ জাতি অনুরাগ কেন হইবে? কখনও কি কোন জাতির কেবল জাতি হিসাবে কোন কার্য্যের ভার প্রাপ্তির নিয়ম হইতে পারে? গুণই বর্ণের কারণ, গুণই বৃত্তির কারণ অতএব গুণযুক্ত বর্ণই কার্য্যাধিকারী হইতে পারে। কোন পদে প্রতিষ্ঠার নিয়ম পদোচিত কার্য্যজ্ঞান, অতএব এখানে কায়স্থ শব্দের যে জাতি অর্থ করা, তাহা শুধু অবিদ্যা প্রসূত। উহার প্রকৃত অর্থ "লেখ্য বিষয়ে পারদর্শী" কায়স্থ উপাধি প্রাপ্ত 'লেখকগণ"—তাহাদেরই লেখ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। রায় চৌধুরী মহাশয়গণের এই ভ্রমাত্মক জাতিজ্ঞান পদ্মপুরারাণের শ্লোকের কদর্থের জের মাত্র। "ছিদ্রেষু দোষা বহুলী ভবন্তি"

একবার প্রমাদ ঘটিলে তাহা চলতি চাকার ন্যায় গড় গড় চলে। রায়চৌধুরী মহাশয় শুক্রনীতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন "কায়স্থ জাতি" ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত হয়,—উহারা তাহাদের স্বকপোল কল্পিত পঞ্চম জাতি। যথা—

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্য কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ॥

ইহারও চৌধুরী মহাশয় যে অর্থ করিয়াছেন তাহাও অবিদ্যা জাত। শুক্রাচার্য্য এখানে চারটি কার্য্য চার বর্ণের গুণযুক্ত লোকের বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, যথা—ব্রাহ্মণের কার্য্য গ্রামপ (ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গতঃ) কায়স্থোপাধিধারীর কার্য্য লেখক বৃত্তি, বৈশ্যের কার্য্য—শুল্ক গ্রহণ, পাদজ—(শূদ্রের)কার্য্য প্রতীহারীত্ব। ঐ শ্লোক দ্বারা "কায়স্থ পদবী প্রাপ্ত লেখক রায়চৌধুরী মহাশয়দের পঞ্চম শ্রেণী ভুক্ত কায়স্থ জাতি না ব্রহ্মার সৃষ্টির দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত কায়স্থ ? ব্রাহ্মণবর্ণের পরই কায়স্থের নাম, পরে বৈশ্য বর্ণের নাম, তাহার পরে পাদজ শূদ্রের নাম। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে পঞ্চমবর্ণের আদেশ নিপাতনে সিদ্ধ না করিলে চৌধুরি মহাশয় ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণগণের মান থাকে কৈ ?

(খ) রায়চৌধুরী মহাশয় হলায়ুধ হইতে জাতিতত্ত্বের ২৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।—"লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ"॥

এখানে কায়স্থ শব্দ লেখক শব্দের প্রতিবাক্য কিন্তু রায়চৌধুরি মহাশয়ের অবিদ্যার প্রভাবে উহা জাতিবাচক হইল। এইত গেল রায়চৌধুরি মহাশয়-গণের পুরাণের ও নীতি শাস্ত্রের বিদ্যা! তৎপর এখন উহা ত্যাগ করিয়া কোষে আসিলেন।

নূতন কোষের মধ্যে রায়চৌধুরী মহাশয় মেদিনীকে আশ্রয় করিয়া কায়স্থকে জাতিবাচক প্রমাণ করিয়াছেন। অবশ্য এ বিষয় তাঁহার কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং—এবিষয়ের বিচার পরে হইবে ; আমি তৎপূর্ব্বে রায়চৌধুরী মহাশয়ের (ক) ব্রাহ্মণ ভয় ও (খ) অবিদ্যার প্রমাণ দিয়েছি। এখন তাহার (গ) শূদ্রাভিমানের কিছু পরিচয় দিই। লোকে যখন যে ভাবে শিক্ষিত দীক্ষিত ও অভ্যস্ত হয় সহসা সেভাব ত্যাগ করিতে পারে না, উহা স্বভাবসিদ্ধ, উহাকে সংস্কার বলে, ঐ পূর্ব্বসংস্কার নষ্ট করিতে অনেক পুরুষকারের প্রয়োজন হয়। যাহাদের হৃদয়ে অহং পুরুষ শক্তি নাই, যাহারা আয়াস প্রিয়, যাহারা রক্ষণশীল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পূর্ব্ব

সংস্কার বদলান বা তাহার চিন্তা করাও দুষ্কর হয়। তাহাদের ধারণা—বেশত সুখে আছি, কেন আর নাড়া চাড়া কর ? যেমন গুলিখোরেরা নেশাছুটীবার ভয়ে পবিত্র বায়ু সেবনে ও পবিত্র জলস্পর্শে বিমুখ হইয়া আপন গণ্ডির মধ্যেই থাকিতে ভাল বাসে এই রক্ষণশীল বড় বংশের ধারাও সেইরূপ। উহারা যেমন স্বপরি-শ্রমের উপরে নির্ভর করিতে চাননা—কেবল পৈতৃক সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া কালযাপন করেন, সেইরূপ পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিয়া নূতন সংস্কার গ্রহণ করিতে বড় নারাজ। এইজন্যই তাহারা বিচার না করিয়া নিজেদের শূদ্রভিন্ন পঞ্চম জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকিতে ভালবাসেন ও তাহার পোষকতার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের কায়স্থ জাতিতত্ত্বের ২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন—

যেনস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেনগচ্ছন্ন রিষ্যতে॥

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এখানে যদিও পিতা পিতামহের দোহাই দিয়া সৎমার্গে যাইবার বিধি উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু ঐ বিধিকে অসৎমার্গে জীবন যাপন করিবার জন্য আশ্রয় করা উচিত নয়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আচারনির্ণয়তন্ত্র মতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অলসতাবশতঃ প্রথমে বেদাদি ত্যাগ করিয়াও পরে কেন ব্রাহ্মণের তল্পী বহিবার জন্য ব্যাগ্র হয় ও পরে তাঁহাদের পরিতোষ করিয়া বগলা মন্ত্রে দীক্ষিত হন ? উহারা কি তথাকথিত তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহ অবলম্বিত আলস্য পথ ত্যাগ করেন নাই ? তবে কেন রায়-চৌধুরী মহাশয়গণের যজ্ঞোপবীত গ্রহণে অনিচ্ছা ? তাঁহারাও একবার পিতামহের প্রদর্শিত সংস্কার পথে চলুন না কেন ? না একবার কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া আর দ্বিতীয় সংস্কার ত্যাগের ইচ্ছা নাই ? অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই এখানে এইমাত্র বলিব যে, ঐ বিধি কুসংস্কারের প্রশ্রয়ের জন্য নয়, উহা কুসংস্কার বা সদাচার ত্যাগ না করিবার জন্যই বিশেষ বিধি। এই বিধান জন্যই যাহারা কোন কারণে আলস্য বশতই হউক বা প্রতারণা বশতই হউক পৈতৃক বৈদিক দীক্ষা ত্যাগ করিয়া যজ্ঞোপবীত হীন হইয়া মনুর বিধি অনুসারে ব্রাত্য হইয়াছেন বা সকল সংস্কার ত্যাগ করিয়া "বৃষল" হইয়াছেন, তাহারা মনুস্মৃতি লিখিত ১১ অধ্যায় ১৯২ ও ১৯৩ বিধান মতে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া উপবীতী হইতে পারিবেন তাহাতে কোন বাধা হইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাসা করি রায়চৌধুরী মহাশয় আপনাকে প্রকৃত শূদ্র বা শূদ্রভিন্ন (শাস্ত্রীয় সৃষ্টি বিধান ছাড়া সৃষ্ট) পঞ্চম জাতি বলিয়া মনে করেন কিনা ? যাহাকে আচারনির্ণয়

তন্ত্রে শূদ্রের ছোট ভাই বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এবং মনুস্মৃতিতে ১০ম অধ্যায় ১২০—১২৯ শ্লোক দ্বারা শূদ্রের যে ধর্ম্ম ও কর্ম্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহারা কি ঐ সকল পদ সসম্মানে গ্রহণ করিবেন? তাঁহারা এই তন্ত্র বিধানে তান্ত্রিক গুরু করণে আপনাকে মর্য্যাদাবান জ্ঞান করিবেন না বৈদিক বিধানে সংস্কৃত হইয়া পৈতৃক ক্ষত্রিয় পদে অভিষিক্ত হইবেন? যদি পূর্ব্বপথ গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমরা কায়স্থ পদবী প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইব। যথা—শূদ্রাভিমানী কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়াভিমানী কায়স্থ।

কায়স্থ পদবী প্রাপ্ত আমাদের যতক্ষণ না বর্ণসঙ্করতা দোষ ঘটে ততক্ষণ আমাদের কখনও বর্ণ নাম নাশ হইতে পারে না, তবে আমরা সংস্কার ত্যাগে "ব্রাত্য" বা "বৃষল" নামে অভিহিত হইতে পারি, তাহার দ্বারা কখনও শূদ্র বা শূদ্রের ছোট ভাই হইতে হয় না, আর কলির ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে চিরকাল বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মর্য্যাদাবান্ হইতে হয় না। অতএব ভাই রায়চৌধুরী মহাশয়গণ, আপনাদের করযোড়ে নিবেদন করি—আপনারা স্পষ্ট করিয়া বলুন, আপনারা কোন পথের পথিক? শূদ্রাভিমানী কায়স্থ না ক্ষত্রিয়াভিমানী কায়স্থ? আপনারা বিজ্ঞ ও স্বাধীনচেতা পুরুষ, আপনাদের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করা মিথ্যা, আপনারা যে পথে ইচ্ছা সেই পথেই যাইতে পারেন। কিন্তু বলি—আপনারা যে সকল ব্রাহ্মণগুলিকে পৃষ্ঠপোষক করিয়া "কায়স্থ" পত্রিকা বাহির করিতেছেন একবার ভাবিয়া দেখিবেন উহারা আপনাদের শত্রু না মিত্র, উহারা আপনাদিগকে শূদ্রের ন্যায় উহাদের ভৃত্য করিতে চান কি না? আপনাদের স্বয়ংসাধ্য যজন কার্য্য হইতে চ্যুত করিয়া পুরোহিতসাধ্য তান্ত্রিক পূজা বিধিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান কি না? এবং উহারা নিজেদের পিতা পিতামহকে শ্রাদ্ধে সুপক্ক অন্ন ব্যঞ্জনাদির দ্বারা পিণ্ড দিয়া পরিতোষ করিয়া আপনাদের পিতা ও পিতামহের শ্রাদ্ধে কেবল শুক্‌না চাউল ও কাঁচা তরকারি দিয়া চাউলের পুটলির গাঁটরি বাঁধিতে চান কি না? বলুন দেখি, পূর্ব্ব পুরুষদের কাচা কলা দেওয়ার বিধি কোন স্মৃতি শাস্ত্রানুযায়ী?

এই বিষয়ে কি আপনারা কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের কাব্য চর্চ্চা স্থগিত রাখিয়া মনু স্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ে ২২১, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮ শ্লোকগুলি পড়িয়া স্মৃতি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন ও তদ্দ্বারা পিতৃপুরুষগণের পরিতোষ করিবেন? ঐ সকল শ্লোক পড়ায়ও কি আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষদের "যেন যাতাঃ পিতামহাঃ" বলিয়া কাচা কলা দেখাইয়া পরিতোষ করিতে চান? অধিক

বলা নিষ্প্রয়োজন, এখনও আপনাদের ব্রাহ্মণ মোহ দূর হয় নাই—ব্রাহ্মণ চাতুরী কি এখন জানিতে বাকী আছে? আপনাদের যেমন বুদ্ধি তেমন করুন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—আপনাদের সুবুদ্ধি হউক, আর পূর্ব্ব পুরুষগণকে কাঁচকলা দিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন না। মনুস্মৃতি মতে তাঁহাদের সুপক্ক অন্ন, শাক সূপাদি ব্যঞ্জন সকল, পয়ঃ, দধি, ঘৃত, মধু নানা প্রকার ফল মূল, হৃদয়গ্রাহী মাংস সকল, নানা প্রকার পানীয় সকল তাহাদের পিতরূপে দিয়া ও সুব্রাহ্মণকে পরিবেষণ করিয়া ও তাহাদের তৃপ্তির দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি করিবেন।

যাউক, অনেক বাজে কথা বলিলাম,—কিছু বলা প্রয়োজনও ছিল, তাই অতটা বেগার খাটিলাম। এখন আসল কথায় আসা যাউক—"কায়স্থ শব্দ" "উপাধিবাচক" না জাতি বাচক"? এই কায়স্থ শব্দের অর্থ স্থির করিতে গেলে ব্যাকরণের সাহায্য লইয়া উহার ব্যুৎপত্তি করিলে চলিবে না—তাহা করিতে গেলে প্রতি অক্ষরের নানা প্রকার অর্থ লইয়া অর্থ সিদ্ধ করিতে গেলে এ যুগ কাটিয়া যাইবে।

১। অতএব "কায়স্থ" শব্দের অর্থ "ব্রহ্মার কায়া হইতে উদ্ভূত" চন্দ্রসেনের স্ত্রীর কায়স্থ শিশু হইতে জাত" ও ঐরূপ অপরাপর অর্থ গ্রহণ বাতুলের কার্য্য মনে করি। স্মৃতি ও প্রাচীন আভিধানিক অর্থ গ্রহণ দ্বারা উহার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা উচিত।

২। পুরাণ অভিধান অমরকোষে কায়স্থ কথার উল্লেখ নাই। মনুতেও কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই। অতএব ইহা নিশ্চয় উহাদের সময় কায়স্থ শব্দের প্রচলন ছিল না। কিন্তু অমরকোষে লেখক শব্দ আছে উহা ক্ষত্রিয়বর্গ মধ্যে লিখিত। অতএব অমরকোষকারের মতে যাহারা "লেখক" তাহারাই ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য।

৩। পুরাতন স্মৃতির মধ্যে বিষ্ণুসূত্রে "কায়স্থ" শব্দের প্রয়োগ আছে। উহা দ্বারা প্রমাণ হয়, রাজাধিকরণে রাজা দ্বারা নিযুক্ত যে কর্ম্মচারির উপর লিখিত দলিল সম্পাদনের ভার ছিল তাহাকেই "কায়স্থ" বলা হইত। অতএব "কায়স্থ" শব্দ দ্বারা প্রতিপাদন হয় তৎকালীক—রাজাধিকরণে নিযুক্ত রাজ-কর্ম্মচারী "লেখক"। আর্য্য রাজ্য সময়ে রাজাধিকরণে কার্য্য করিবার ক্ষমতা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য বর্ণের ছিল না। অতএব বিষ্ণু সংহিতার সময় যাহাদের "কায়স্থ" বলা হইত তাহারা হয় ব্রাহ্মণ না হয় ক্ষত্রিয় বলিয়া অনুমান

করা যাইতে পারে। কখনও তাহারা বৈশ্য ও শূদ্র হইতে পারে না। তবে অমরকোষমতে লেখককেও ক্ষত্রিয় ধরিলে কায়স্থও ক্ষত্রিয় বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় কায়স্থ শব্দ আছে। কিন্তু উহা যে কোন জাতি বা বর্ণ বিশেষ তাহা বলা হয় নাই। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোক সকল দ্বারা উহারা প্রজাপীড়ক রাজ কর্ম্মচারী বা রাজার অধিনস্থ ভূম্যধিকারী বলিয়াই অনুমান হয়। অতএব উহারা ক্ষত্রিয় বলিয়াই অনুমেয়।

৫। ব্যাস সংহিতায় কায়স্থ শব্দকে জাতি মধ্যে অন্ত্যজ জাতির মধ্যে গণ্য করিয়া তাহাদের দর্শনে ও তাহাদের সহিত সম্ভাষণে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। এখন জিজ্ঞাস্য এ কোন কায়স্থ? তাহাদের এখনও সমাজে অস্তিত্ব আছে কি? না উহাদের কখনই অস্তিত্বই ছিল না বা উহা ব্যাস বা ব্যাস নামধারী কোন কপট পরশ্রীকাতর, নীচ লোকের দ্বারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা হীনকর কার্য্য? কারণ যদি উহা প্রকৃত ঋষি বাক্য হইত তাহা হইলে উহার নিশ্চয় চলন থাকিত। ঐ ব্যাস-বিধির প্রচলন না থাকায় উহাকে মিথ্যা বা জাল বিধি বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। অবশ্য এ জালিয়তকে তাহার উত্তর আর দিতে হইবে না।

৬। বৃহৎ পরাশর সংহিতায় বিধি করা হইয়াছে—রাজা কাহাকে "লেখ্যকৃতে" বা লেখার কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন যথা—"লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে হিতৈষিণঃ" লেখ্যকৃত্যে অর্থাৎ লেখক নিদ্ধারণ বিষয়ে কি গুণ qualification থাকিবে তাহাই বলা হইতেছে—যথা (১) লেখকান্ অর্থাৎ লিখিতে পারে কিন্তু শুদ্ধ তাহা হইলেও হইল না "অপি" আর "কায়স্থান্" অর্থাৎ তাহাদেরও "কায়স্থ" উপাধিধারী বা certificate প্রাপ্ত লেখক হওয়া চাই, নতুবা কেবল লিখিতে জানিলে চলিবে না। তৃতীয়তঃ তাহাদের "হিতৈষিণ" অর্থাৎ পরের হিতকারী হওয়া চাই নতুবা দলিলে প্রতারণা করিতে পারে। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় "কায়স্থ" জাতিবাচক নয় গুণবাচক—"রাজার উপাধি প্রাপ্ত লেখনে চতুর লোক বলিতে হইবে। কারণ কোন জাতি বিশেষের কোন পদে একচেটে আধিপত্য থাকিতে পারে না—আর পরাশর সংহিতায় বা কোন পূর্ব্ব সংহিতায় "কায়স্থ" শব্দকে কোন জাতিবাচক শব্দ বলিয়া ব্যবহৃত করা হয় নাই।

এইত গেল স্মৃতির কথা। কোন স্মৃতিতে কায়স্থকে জাতি বলিয়া উল্লেখ নাই। এবং মনুতে যে ৫২ রকমের জাতির পরিচয় আছে তাহার মধ্যে কোন স্থানেই কায়স্থের উল্লেখ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়ও কয়টী জাতির উল্লেখ আছে কিন্তু উহাতেও কায়স্থ জাতির নাম লিখিত হয় নাই। অতএব স্মৃতি দ্বারা "কায়স্থ

জাতি বলিয়া প্রমাণ হয় না। উহার দ্বারা কায়স্থ রাজ কর্ম্মচারীর উপাধি ও রাজার অধিনস্থ ভূমাধিকারীর উপাধি বলিয়াই প্রমাণ হয়। এবং উহারা প্রজাপীড়ক বলিয়াও প্রমাণ হয়। উহার দ্বারা কায়স্থের বর্ণ অনুমান হয় কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণ হয় না। কিন্তু উহার সহিত অমরকোষ লইলে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া সিদ্ধ হয়।

এখন নীতি শাস্ত্র দেখা যাউক :—

৭। শুক্রনীতি প্রধান নীতি, উহাতে এই বিধি আছে—

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্য কায়স্থ লেখক স্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ॥

অর্থাৎ ঐ শ্লোক দ্বারা চার বর্ণের রাজ-সংসারে কার্য্য বিধি হইতেছে যথা—(১) ব্রাহ্মণের কার্য্য গ্রামপ। (২) কায়স্থের কার্য্য লেখক। (৩) বৈশ্যের কার্য্য শুল্কগ্রাহী। (৪) পাদজ (শূদ্রের) কার্য্য প্রতীহারী। ইহার দ্বারা চারি বর্ণের চারি কার্য্য নির্দ্দেশ বেশ প্রমাণ হইতেছে, কিন্তু ঐ শ্লোকে দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে ক্ষত্রিয় শব্দের উল্লেখ না করিয়া কায়স্থ শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাতে শুক্রনীতিতে "কায়স্থ" শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয় বর্ণকেই ধরা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কোন অলীক তন্ত্রসিদ্ধ পঞ্চম জাতিকে ধরা হয় নাই। কারণ ঘোড়া ডিঙ্গিয়া ঘাস খাওয়া হয় না, শূদ্র ও বৈশ্যকে টপ্‌কাইয়া "পঞ্চম জাতি" যিনি শূদ্রেরও কনিষ্ঠ অথচ পাদজাত তিনি কখনও ব্রাহ্মণের অধস্তন পদে বসিতে পারেন না। অতএব সংহিতা লিখিত "কায়স্থ" শব্দ দ্বারা যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ব্যক্তিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাও এই শুক্রনীতির দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়।

৮। অমরকোষ—শ্রেষ্ঠ অভিধান। উহাতে কায়স্থ শব্দের নামও উল্লেখ নাই। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় অমরকোষ লেখকের সময় কায়স্থ শব্দ প্রচলিত হয় নাই—উহা তাহার পরবর্ত্তী সময়ে রচিত। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে ব্রহ্মার সৃষ্টির সময় নিজের কায়া হইতে কায়স্থ সৃষ্টি করিলেন বলিয়া পদ্মপুরাণের কোন কোন শ্লোকের যে অর্থকরা হইয়াছে তাহা অলীক ও মিথ্যা তাহাহইলে ঐ ব্রহ্মার কায়স্থ-সৃষ্টি অমরকোষের সময়ের পরবর্ত্তী বলিতে হয়, উহা অসম্ভব —। কারণ ব্রহ্মার সৃষ্টির সময়ে কায়স্থজাতির উৎপত্তি হইলে অমরকোষে ঐ শব্দের স্থান নিশ্চয় থাকিত। অতএব কায়স্থ শব্দের সহিত ব্রহ্মার কোন সংস্রব নাই তাহা সত্য।

অমরকোষে কায়স্থ শব্দের প্রয়োগ নাই কিন্তু লেখক আদি শব্দের প্রয়োগ আছে—এবং লেখককে তাহাতে ক্ষত্রিয়বর্গ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। অতএব আমি স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা "কায়স্থ পদবী" প্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা সত্য। এই অমরকোষ বিষ্ণুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও ব্যাস-সংহিতার রচনার সময় উপরোক্ত শুক্রনীতির সময়ের পূর্ব্বে বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। অমরকোষে কায়স্থ শব্দ নাই, লেখক শব্দ আছে মাত্র, অতএব লেখকের "কায়স্থ" পদবীটি যে অমরকোষ লেখকের পর প্রচলিত হইয়াছে তাহাও নিশ্চয়, অমরকোষ দ্বারা লেখককে যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ব্যক্তিকেই নির্দ্দেশকরা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়। অতএব লেখক কায়স্থ যদি একার্থ বাচক হয় তবে আর্য্যসময়ে উহারা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়াই সিদ্ধ হয়, অন্যরূপ হইতে পারেনা।

৯। অমরের পর হলায়ুধে আছে "লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষরজীবিকঃ। লেখক পদে কে নিযুক্ত হইবেন উহা লিপিকর অর্থাৎ যিনি লিখিতে জানেন ও যাহার হাতের লেখা ভাল (২) আর যিনি "কায়স্থ" পদবী প্রাপ্ত কায়স্থ বা ডিগ্রী-ধারী। তবে কেবল কায়স্থ পদবী প্রাপ্ত হইলেও হইবেনা, অধিকন্তু যিনি ঐ লেখক ব্যবসা করিয়া খান অর্থাৎ যাহার বৃত্তি লেখনকার্য্য তিনিই লেখক হইবেন। অতএব হলায়ুধ ও বৃহৎ পরাশর সংহিতার পরিপোষক।

এই গেল প্রাচীন অভিধানের কথা। নূতন অভিধানের উপর কখনও তত নির্ভর করা উচিত নয়। কারণ অভিধানের দেহপুষ্টি ভাষা হইতে, ভাষায় যখন যে শব্দ—যে অর্থে ব্যবহার হয় অভিধান তাহা সংগ্রহ করেন মাত্র। অভিধানের মৌলিক কোন প্রমাণত্ব নাই। আমার এই যুক্তি Webster আদি পুরাণ Dictionary দেখিলেই প্রমাণ হইবে। মেদিনী যে লিখিয়াছেন এইজন্য উহাতে প্রত্যেক শব্দের নূতন অর্থের নূতন quotation উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে।

"কায়স্থ পরমাত্মনি নর জাতি বিশেষে"—তাহার দ্বারা প্রমাণ হয় মেদিনীর সময় কায়স্থ শব্দে আরও দুইটী অর্থ যোজিত হইল—যথা পরমাত্মা ও জাতি বিশেষ। এই "জাতি বিশেষ" অর্থটি মেদিনী কোন গ্রন্থ হইতে প্রথম গ্রহণ-করেন তাহার নির্দ্দেশ নাই। অতএব উহার মৌলিকতা গ্রহণ যোগ্য নয়। ইহা ব্যাস সংহিতা হইতে কি কোন পুরাণ হইতে তাহা লিখিত হয় নাই। মেদিনী কিন্তু কায়স্থ শব্দের "লেখক" প্রতিশব্দ দেন নাই। ইহার কারণ কি, উনি উহা অগ্রাহ্য করিলেন না ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিলেন? উহার উদ্দেশ্য কি?

এমন সংহিতা, অভিধানাদি ও নীতি-শাস্ত্র সকল ছাড়িয়া সকলের প্রিয় সহজ প্রচলিত পুরাণের "কায়স্থ" উৎপত্তি কাহিনীগুলি দেখাযাক। এই জন্য আমি কেবল "শব্দ-কল্পদ্রুম" মধ্যে নিহিত আখ্যায়িকাগুলির বিশেষ বিবেচনা করিব। কারণ পুরাণানুসন্ধান অতি আয়াসসাধ্য, উহারা সংখ্যায় অনেক, আয়তনও অতিবৃহৎ, উহার মধ্যে অনেক নূতন পাঠও সংযোজিত আছে। অতএব ঐ সকলের নিরাকরণ করা একরকম দুঃসাধ্য।

১০। পদ্ম পুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত হইয়াছে—ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার সমস্ত কায় অর্থাৎ সর্ব্ব শরীর হইতে মসীপত্র ও লেখনীধারী এক পুরুষ নির্গত হইলেন। যাঁহার নাম হইল চিত্রগুপ্ত, যিনি সকল প্রাণীর সদসৎ কর্ম্ম সকলের হিসাব রাখেন, ইহার কাছারী বাড়ী ধর্ম্মরাজ যমের ভবন। ইঁহাকে সকল দ্বিজই আহুতি দিয়া পূজা করেন। লিখন তাঁহার বৃত্তি বলিয়া তাঁহার নাম হইল কায়স্থ। আর তাঁহার বংশজাত সকলে নানা গোত্রজ কায়স্থ বলিয়া খ্যাত হইল। এক মহাপুরুষের বংশধরগণ কিরূপে বিভিন্ন গোত্রীয় হইবে?

১১। এই পদ্মপুরাণের আখ্যায়িকা রায়চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারা উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দ্বয়ের অনুরূপ নয়,—সেখানে আছে "কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ যজ্ঞিরে মানসী প্রজা"—ঐ শ্লোকের বিকৃতার্থও পূর্ব্বে জানান হইয়াছে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দেখ)

১২। সর্ব্বজন-প্রিয় ভবিষ্যপুরাণের আখ্যায়িকা যেমন প্রশ্নকর্ত্তা পিতামহ ভীষ্ম ও উত্তর দাতা পুলস্ত্য-ঋষি আর আবৃত্তিকর্ত্তা দত্তাত্রেয়। অবশ্য ঐ গোড়ার-বন্ধন বেশ শক্ত। এই ভীষ্মদেব "কায়স্থ" ইতিহাস শুনিতে ব্যগ্র হইলে ব্রহ্মা প্রথমে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়া নিজ সুত প্রজাপতি কশ্যপের উপর তাহাদের পালন ভার, অর্পণ করিলেন। পরে আরও দশসহস্র বৎসর কাল ধ্যানে রত হইলেন, ঐসময় তাঁহার কায়া হইতে লেখনী ছেদনী হস্তোমসীভাজন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল. তিনি তাহার সংজ্ঞা দিলেন "কায়স্থ" তাহার নাম দিলেন চিত্রগুপ্ত তাহার কর্ম্ম হইল ধর্ম্মরাজপুরে ধর্ম্মাধর্ম্ম লিখন, তাহার ধর্ম্ম হইল ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম। আর তাহাকে আজ্ঞা হইল তুমি স্বর্গেবাস করিয়াও মর্ত্তে নিজের বংশ স্থাপন কর আর পৃথিবীতে তাহার বংশধর হইল শ্রীমদ্র নাগ শ্রীবৎস মাথুর। অহিফেণ শৌরসেনাঃ শৈবসেনাতথৈবচ বর্ণাবর্ণদ্বয়ঞ্চৈব অম্বষ্ঠাশ্চ সপ্তম।

ইহার পর চিত্রগুপ্ত পূজা বিধি; তাহার ফলে সৌদাসের পাপমুক্তি এবং সকল

কায়স্থের চিত্রগুপ্ত পূজার দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি বিধান কথিত হইল। এই বিধানানুসারে ভীষ্মদেবও চিত্রগুপ্তের পূজা করিলেন।

ইহার দ্বারা চিত্রগুপ্তের কায়স্থ সংজ্ঞা, ক্ষত্রিয়বর্ণ, ধর্ম্মরাজপুরিতে বাস, ধর্ম্মাধর্ম্ম লিখন বৃত্তি, পৃথিবীতে বংশবৃদ্ধি, কতকগুলি কায়স্থবংশের সৃষ্টি ও তৎসহ বর্ণাবর্ণ অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহ জাত অম্বষ্ঠাদি দুই জাতিরও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ হইল। শ্রীমদ্রাদি জাতির উৎপত্তি বিষয় বিশেষ জ্ঞাত নাই, কিন্তু অম্বষ্ঠের জন্ম কথা স্মৃতিতে অন্যরূপ, অতএব এই আখ্যায়িকা স্মৃতিবিরুদ্ধ। কায়স্থ ও অম্বষ্ঠ জাতিকে হীন করিবার প্রয়াসী কোন ব্রাহ্মণের লিখিত এজন্য ত্যজ্য। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়—উত্তর পশ্চিমের কায়স্থেরা আপনাদের চিত্রগুপ্ত বংশীয় বলিয়া বর গৌরবান্বিত মনে করেন ও তাহাদের দেখাদেখি প্রাচ্যবিদ্যার্ণব প্রমুখ বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভাও ঐ ধুয়া তুলিয়া নিজেদের চিত্রগুপ্ত বংশীয় ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত করিতে উদ্‌গ্রীব। উহা কতদূর যুক্তিযুক্ত একবার ভাবা উচিত। মানবের সৃষ্টি ঋষিগণ ও প্রজাপতি হইতে বলিয়া শাস্ত্রীয় উক্তি, উহারা যে দেব সম্ভূত তাহা অন্য কোথায়ও উল্লেখ নাই। এই দেবতার সহিত মানবীর কিরূপে সঙ্গ হইল তাহারও কোন বৃত্তান্ত নাই। পাণ্ডবদের দেবতাগণ হইতে উৎপত্তি বর্ণিত আছে বটে কিন্তু তাহারা কৈ ত দেব বংশধর নামে প্রসিদ্ধ নন, তাহাদেরে পাণ্ডুরই সন্তান বলা হয়; যাহার ক্ষেত্রে সন্তান জন্মে জাতক তাহারই হয়, এইরূপ বিধি শাস্ত্রে আছে অতএব চিত্রগুপ্তের সন্তানগণ কিরূপে কায়স্থ সংজ্ঞা পাইল আর তাহার জাত অম্বষ্ঠাদিই বা কেন কায়স্থ নামে বঞ্চিত হইল, ইহার সমাধান কোথায়? "ভবিষ্যপুরাণে কায়স্থ ও অম্বষ্ঠের জন্ম বৃত্তান্তটী কি আসল না নকল? এই সংশয়ে আমার সানুনয় নিবেদন যে, আমাদের বঙ্গীয় কায়স্থ ভ্রাতাগণ এই আখ্যায়িকা সন্নিবেশনের শঠ মতলব অনুমান করিয়া উহা ত্যাগ করিবেন ও বিষ্ণু সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, মনু, হলায়ুধ ও শুক্রনীতি অনুস্মরণ করিয়া নিজেদের ক্ষত্রিয় জ্ঞানে ক্ষত্রিয়াচারে প্রবর্ত্তিত হউন। তাহারা কখনই চিত্রগুপ্ত পূজা করিয়া ক্ষত্রিয় হইতে পারিবেন না। কারণ এই চিত্রগুপ্ত জন্মকথার মধ্যে কোন একটী বিশেষ মূল নাই, তাহা পুরাণান্তর দ্বারাই প্রমাণ হয়। এই চিত্রগুপ্ত আখ্যায়িকা রোচক বাক্যমাত্র। উহা সার রাজা রাধাকান্তদেবকে তুষ্ট করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ হইতে বিরত করিবার প্রয়াস মাত্র, কারণ আন্দুলের রাজা যখন কায়স্থের যজ্ঞোপীত গ্রহণের যজ্ঞ আরম্ভ করেন তখন এই শঠ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণেরা সার রাজা রাধাকান্তদেবকে ধরিয়া এখনকার রায়চৌধুরী মহাশয়-

গণের প্রিয়বন্ধু সাজিয়া আন্দুল রাজের বৈদিক দীক্ষায় ব্যাঘাত সাধন করেন। অতএব এই ব্রাহ্মণ বন্ধুগণেরর কার্য্যের প্রতি বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ইহাও বলা উচিত ঐ ভবিষ্যপুরাণ স্মরণ করিয়া প্রাচ্যবিদ্যার্ণব ও শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র মিত্র মহাশয় হাইকোর্টে সাক্ষ্য দিয়াও কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। * ভবিষ্যপুরাণ কখনও ঐ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ নয়। বিষ্ণু সংহিতা, অমরকোষ, শুক্রনীতি ও হলায়ুধই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রধান প্রমাণ।

১৩। ইহার পর স্কন্দপুরাণ—রেণুকা মাহাত্ম্য। এই আখ্যায়িকার দ্বারা ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেনের স্ত্রীর গর্ভজাত শিশুকে পরশুরাম মারিতে উদ্যত হইলে তিনি দালভ্য ঋষির আশ্রয় লন। দালভ্য পরশুরামের নিকট ঐ শিশুর জীবন ভিক্ষা করিলে রাম তাহার মৃত্যু সংকল্প ত্যাগ করেন কিন্তু তাহাকে ক্ষত্রিয় বৃত্তি অসিধারণ হইতে নিরস্ত করিয়া—মসীধারী করেন। তাহার কায়স্থ সংজ্ঞা দেন কারণ ঐ ব্যাপারের সময় তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন।

এই আখ্যায়িকার দ্বারা কায়স্থের আর এক নূতন ব্যুৎপত্তি পাওয়া গেল, ও ঐ ক্ষত্রিয় সন্তানের ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অস্ত্র ত্যাগ হইয়া লেখনী ধারণ বৃত্তি হইল। অতএব কায়স্থের আধুনিক দশা যে ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি এবং ব্রাহ্মণেরা যে উহা বজায় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ক্ষত্রিয়বীর্য্য কি চিরকাল ব্রাহ্মণাধীনে থাকিবে? পরশুরাম কি দশরথ পুত্র ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রের নিকট পরাভূত হইয়া পরশু ত্যাগ করিতে বাধ্য হন নাই? অথচ ব্রাহ্মণাবতার পরশুরাম ক্ষত্রিয় রামের নিকট পরাস্থ তখন চন্দ্রসেন প্রমুখ ক্ষত্রিয়েরা কেন ঐ ব্রাহ্মণ বিধান লেখনী বৃত্তি চিরকাল ধারণ করিবেন, ইহা কি যুক্তিযুক্ত না শাস্ত্রানুমোদিত? তপোবীর্য্য প্রভাব কি গুপ্তশত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইবে না? এক্ষণে আর একটী প্রশ্ন করা সঙ্গত—যথা চন্দ্রসেনের সময় দশরথ পুত্র রামচন্দ্রের পূর্ব্বে না পরে? পরে হইলে তিনি রামচন্দ্রের নিকট পরশুত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াও আবার ক্ষত্রিয়বধ জন্য পরশু পাইলেন কোথায়? ইহা বিশেষ বিবেচ্য অতএব পুরাণের আখ্যায়িকা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।

১৪। বঙ্গজ কুলাচার্য্য কারিকা লিখিত শূদ্রোৎপত্তি তথাগ্নি পুরাণোক্ত জাতি লালায়াং—প্রথমে প্রজাপতির মুখাদি অঙ্গ হইতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইল এবং

* প্রাচ্যবিদ্যার্ণব ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র, ইঁহারা দুইজন কে এবং কোন্ মোকদ্দমায়, কত দিন পূর্ব্বে হাইকোর্টে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আমরা জানিতে পারি কি? (কা-স-স)

তাহার পাদ হইতে যে শূদ্র হইল তিনি ত্রিবর্ণের সেবক, ঐ শূদ্রের পুত্র হীম, তাহার পুত্র প্রদীপ—প্রদীপের পুত্র কায়স্থ ; ঐ কায়স্থের তিন পুত্র (১)চিত্রগুপ্ত (২) চিত্রসেন (৩) বিচিত্র। উহার মধ্যে চিত্রগুপ্ত স্বর্গবাস করিলেন, বিচিত্র নাগ লোকে গেলেন আর চিত্রসেন কেবল পৃথিবীতে শূদ্রাখ্যা লইয়া রহিলেন। ইহারই বংশধর বসু ঘোষ মিত্র, গুহ দত্ত করণ আর মৃত্যুঞ্জয়। এইসমস্ত শূদ্রের অপরাপর বংশ বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় কায়স্থ শব্দ জাতি বাচক নয় উহা ব্যক্তিবাচক প্রদীপের সন্তান. বর্ণে শূদ্র। এই প্রদীপের অপর দুই ভাই একজন স্বর্গবাসী চিত্রগুপ্ত ও আর একজন নাগলোক বাসী বিচিত্র। অতএব এই আখ্যায়িকা ভবিষ্যপুরাণের ও অগ্নি পুরাণের ও স্কন্দপুরাণের আখ্যাকিকার বিরোধী ও অন্য প্রকারের আর একটী গাঁজাখোরী গল্প মাত্র।

এইবার পুরাণের চারটীমত পাওয়া গেল। এখন কোন মত গ্রহণীয় ও কোন পুরাণ সত্য ? এখনে এই আখ্যায়িকা লইয়া পুরাণের সত্য বিচার না করিয়া ঐ আখ্যায়িকা সকল ত্যাগ করিয়া কায়স্থদের সত্যাসত্য নিরূপণ করা উচিত। কারণ পুরাণের মূল বর্ণিত ইতিহাস সত্য হইলও পরে তাহার মধ্যে শঠ লোকদ্বারা প্রবর্ত্তিত আখ্যাধিকাগুলি কখনও সত্য হইতে পারে না—এ আখ্যায়িকা সকলের পরাপর বৈচিত্রতাই তাহাদের অসত্যতার প্রমাণ। অতএব হে কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দ ঐ পুরাণের মায়া ত্যাগ করিয়া সংহিতার বিমল পদ সেবা করুন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের গণ্ডির বাহির হইয়া ঋষিগণের আশ্রয় লউন ও বৈদিক আচরণে প্রবৃত্ত হউন. বৈদিক পথ ভিন্ন সত্যপথ নাই।

১৫। এইত গেল পুরাণের কথা—তাহার পর তন্ত্রের কথা দেখা যাউক। এই তন্ত্রমধ্যে শব্দকল্পদ্রুমে আচারনির্ণয় তন্ত্রের বাসুদেব সম্মত হরপার্ব্বতী সংবাদে পঞ্চত্রিংশোত্তমং পটলঃ।

ইহার আখ্যায়িকা ভবিষ্যপুরাণের আখ্যায়িকা হইতে বিস্তৃত, কারণ তন্ত্রব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্যমহাশয়দের ইহাই এখন মূল-শাস্ত্র। বর্ত্তমান উহাদের বৈদিক উপাধি-ভট্টাচার্য্য পদবী থাকিলেও উহারা বেদ বেদান্ত ত্যাগকরিয়া নব্যস্মৃতি, নব্যন্যায় ও কেবল তন্ত্রের আশ্রয় করিয়া ভট্ট-আচার্য্য হইয়াছেন। উহাদের নিকট কখনও বৈদিক বিধি প্রয়োগ হইবেনা।

এই তন্ত্রধারী ভট্টাচার্য্যমহাশয়গণের মত দেখুন। শব্দকল্পদ্রুম। পার্ব্বতী প্রশ্ন কর্ত্রী হর উত্তর দাতা—ইঁহারাই তান্ত্রিকদের প্রধান উপাস্য ও গুরু।

পার্ব্বতী—হে নাথ আপনি যে বিচিত্র কথা বলিতেছেন যে "কায়স্থ" অশূদ্র! আমি জানি কায়স্থ শূদ্রের কনিষ্ঠ, সে কখনও শূদ্রতুল্য হইতে পারেনা। হর বলিতেছেন— সত্য বটে শূদ্র ব্রহ্মার পা হইতে (শূদ্রের পরে পঞ্চতম জাতি) মসীশ জন্মিয়াছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সামাদি বেদবান, কিন্তুমসীশ যে কায়স্থ অলস বশত ঐ বেদ-সকল গ্রহণ করিলনা। এইজন্য কায়স্থ যজ্ঞোপবীতী নয় কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র যজ্ঞোপবীতধারী। এই কারণ কায়স্থের বেদ সম্বন্ধে কিছু লিখিবার অধিকার নাই। এই খেদে তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিল যে ব্রাহ্মণেরা বেদাধিকার দানে ঈশ্বর বা কর্ত্তা, সেইজন্যই তাহারা ব্রাহ্মণের আসন মস্তকে ধারণ করিয়া, তাহাদের পরিতোষ করিতে ইচ্ছা করিয়া ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ব্রাহ্মণে দৃঢ় ভক্তি-যুক্ত হইল। তাহার পর বিপ্র কায়স্থের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে তোমার বগলা মন্ত্র দান করিল, যাহারদ্বারা তাহারা পবিত্র ও সিদ্ধিলাভ করিল। এই গেল মূল শ্লোক। তাহার পর হর পার্ব্বতীর নিকট আরও কায়স্থ প্রভাব বলিতে লাগিলেন। কলির প্রথমে রাজা সুযজ্ঞনামা কায়স্থ গোমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সকল ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন, কেবল সুতপাকে আহ্বান করিতে ভুলিয়া যান। স্ত্রীর কথায় সুতপা ঐ যজ্ঞে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ পণ্ড জন্য সুযজ্ঞকে শাপ দেন। সেই জন্য সুযজ্ঞ ও তাহার পুরোহিতগণ ঐ সুতপা ব্রাহ্মণের অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাহার তুষ্টিসাধন করিয়া বর স্বরূপ তাহার নিকট কেবল ব্রাহ্মণে ভক্তি প্রার্থনা করিলেন ও বলিলেন ঘোর কলিতে কে ব্রাহ্মণ সেবা করিবে, ব্রাহ্মণ সেবক না হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল।

এই কথা শুনিয়া সুতপা রাজা সুযজ্ঞকে বলিলেন—তুমিই কলিতে দ্বিজাচ্চক হইবে। তুমি জাতিতে মসীশ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণেশ্বরমনা হইবে, মহাবিদ্যার উপাসক, গুণেতে ক্ষত্রিয় তুল্য। কিন্তু কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অভাবে কায়স্থই বিপ্রসেবকাদি হইবে। মসীজীবী হওয়ায় ইহার নাম হইবে মসীশ, এবং বিপ্রমূত্তি-ব্রহ্মের পাদ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় কায়স্থ সংজ্ঞা হইবে। পরে নানাভাবে আরও স্তুত হইয়া সুতপা রাজা সুযজ্ঞকে পরশুরাম হইতে রক্ষার জন্য জম্বুদ্বীপেশ্বর যাইয়া বাস করিতে বলিলেন। পরে যজ্ঞ সমাধান করিয়া সুযজ্ঞ রাজা ঐ দ্বীপে সপরিবার যাইয়া বাস করিলেন ও বগলামন্ত্রের সাধন করিলেন। তাহার দেহান্ত হইলে তিনি পুনরায় নিজকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও চিত্রাঙ্গদ হইলেন। উহাদের মধ্যে চিত্রগুপ্ত স্বর্গে গেলেন, চিত্রাঙ্গদ পাতালে আর

চিত্রসেন মর্ত্তে রহিলেন। এই চিত্রসেন শূদ্র হইয়াও বিপ্র-প্রসাদে শূদ্রশ্রেষ্ঠ বা সৎশূদ্র বা ব্রাহ্মণসেবক হইলেন।

এই তন্ত্রের দ্বারা জানা যায় সুযজ্ঞ সুতপা ব্রাহ্মণের বরে জম্বুদ্বীপে বাস করেন ও বগলামন্ত্র জপ দ্বারা দেহত্যাগ করিয়া চিত্রগুপ্ত, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এই তিন মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে গেলেন, চিত্রসেন মর্ত্তে রহিলেন। এই কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূন্য হওয়ায় তিনি শূদ্র হইয়াও বিপ্র-প্রসাদে সৎশূদ্র হইলেন। অর্থাৎ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণেরা কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। রাজা সুযজ্ঞের ঐ ব্রাহ্মণসেবা দ্বারা তাহার সন্ততিরমধ্যে চিত্রসেন শূদ্র হইলেন, চিত্রাঙ্গদ তপ দ্বারা উন্নত হইতে চাহিলে পাতালে গাড়া গেলেন, আর চিত্রগুপ্ত স্বর্গে গেলেন অতএব চিত্রসেন সন্তান কিরূপে চিত্রগুপ্ত বংশীয় হইল? এই আখ্যায়িকায় চিত্রগুপ্ত জন্ম ভবিষ্যপুরাণের জন্ম কথা হইতে ভিন্ন, উহা আবার কুলাচার্য্যকৃত অগ্নিপুরাণের আখ্যায়িকা হইতে পৃথক। অতএব পুরাণ তন্ত্রের চিত্রগুপ্ত আখ্যায়িকা অলীক রোচক-জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া সংহিতা গ্রহণ করাই উচিত। আর তন্ত্রধারী ভট্টাচার্য্যগণের মতে কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই কেবল এক কলির ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ ও তাদের সেবক সৎশূদ্র এই মনুষ্যমধ্যে গণ্য, এবং উহাদের দ্বারাই এই জগৎ-সংসার চালিত হইবে!!! যাহাদের অভিরুচি হয় তাহারা এই বেদত্যাগী তন্ত্রসেবক, ভট্টাচার্য্য-গণের সেবা করিয়া শূদ্রেত্বের মুকুট মস্তকে লইয়া শোভামান হউন, আর যাহারা বেদানুগ তাহারা উহাদিগ হইতে পৃথক হইয়া ক্ষত্রিয় মর্য্যাদারক্ষা করুন। নতুবা ঐ তান্ত্রিক ভট্টাচার্য্যমহাশয়গণের সেবা করিলে রাজা সুযজ্ঞের দশাপ্রাপ্ত হইতে হইবে। সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইবে—ধন্য ব্রাহ্মণ ভক্তির ফল। কলির ব্রাহ্মণের সেবায় ইহার অধিক আর কি আশাকরা যায়!!!

১৬। ঘটককারিকাকারগণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কারণ তাহারা কেবল তন্ত্র আশ্রয় করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা বঙ্গে আদিশূর আমলে পশ্চিম হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চশূদ্রের আগমন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বাঙ্গালায় কি শূদ্রের অভাব ছিল যে পশ্চিম হইতে ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের আমদানি করিয়া যজ্ঞরক্ষা করিতে হইবে? আর ঐ কথিত শূদ্রগণের সহিত যে ভাবে সম্ভাষণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যে ভাবে শূদ্রগণের পরিচয় দেওয়া হয় তাহা দ্বারা তাহারা ঐ কথিত পঞ্চ-শূদ্রকে প্রকৃত শূদ্র জ্ঞান

করেন তাহাদের বাতুল ভিন্ন অন্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। কলির ব্রাহ্মণ ও তদ্ভক্ত শূদ্রাভিমানী পঞ্চম জাতিই উহার অনুস্মরণ করিবেন।

আর এখন এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিয়া বলিতে হইবে:—

১। ঘটক কারিকা মিথ্যা ও অপ্রকৃত, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য মূর্খের রচিত।

২। তন্ত্রের আখ্যায়িকায় যে চিত্রগুপ্তের জন্মকথা লেখা আছে, তাহা পুরাণের আখ্যায়িকার সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তন্ত্র কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, উহাদের মতে কলিতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও সৎশূদ্রে ভারতকে আচ্ছন্ন করিবে। আর ঐ ব্রাহ্মণ সেবাই ও বগলামন্ত্র সাধনই কলির একমাত্র তপ। এবং কলির ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তির ফল সবংশে শূদ্রত্বলাভ। বেদাদিচর্চ্চা ও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ মিথ্যা—অতএব সকলেই সাবধান, এই সমস্ত তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের প্রদর্শিত পথানুস্মরণ করা উচিত নহে। উহারা চোরা বালি!!! অতএব ত্যজ্য।

৩। পুরাণোক্ত চিত্রগুপ্ত আখ্যায়িকা কয়টীর মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও সামঞ্জস্য নাই. সকলেই বিভিন্ন ইতিহাস দিয়াছেন—যথা ভবিষ্যপুরাণ চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়া হইতে উদ্ভূত, ধর্ম্মরাজালয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম লিখনের জন্য প্রতিষ্ঠিত। কেবল পৃথিবীতে কয়েক ঘর কায়স্থ ও বর্ণাবর্ণ অম্বষ্ঠাদি দুই জাতির স্থাপন-জন্য ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি কায়স্থের ও অম্বষ্ঠর পূর্ব্ব পুরুষরূপে গণ্য। ইহা কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ।

স্কন্দ পুরাণের চিত্রগুপ্তের জন্ম কথা নাই কিন্তু কায়স্থের জন্ম কথা আছে, উহার দ্বারা রাজা চন্দ্রসেনের স্ত্রীর-গর্ভস্থ শিশুই কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষ, অতএব ক্ষত্রিয়; কিন্তু পরশুরামের কথামত অসিজীবী না হইয়া মসীজীবী হইলেন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই—চন্দ্রসেনের জন্ম শ্রীরামচন্দ্রের আগে না পরে অর্থাৎ ত্রেতায় না দ্বাপরে, না কলিতে? ত্রেতায় ত শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা পরশুরাম পরাস্ত হন, তবে কি কায়স্থ পুনরায় ক্ষত্রিয় নাম ধারণ ও অস্ত্র গ্রহণ করিলেন? ইহা মিথ্যা!!

পদ্মপুরাণের আখ্যায়িকা মতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টির পর চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি, ব্রহ্মকায়া হইতে সৃষ্টি বলিয়া উহার নাম কায়স্থ হইল। পৃথিবীতে ইহার অনেক বংশধর আছেন, যাহাদের নানা গোত্র। এক আদি পুরুষ হইতে জন্ম হইলে তাহার বংশধর গণ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র সম্পন্ন হন? কাব্যতীর্থ মহাশয় পদ্মপুরাণের যে শ্লোক আশ্রয় করিয়া কায়স্থের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। এই স্থলে কায়স্থ শব্দের অর্থ কায়িক বা শরীরিক, করণ শব্দের অর্থ

DOUBLE COLOUR

চিত্রসেন মর্ত্তে রহিলেন। এই চিত্রসেন শূদ্র হইয়াও বিপ্র-প্রসাদে শূদ্রশ্রেষ্ঠ বা সৎশূদ্র বা ব্রাহ্মণসেবক হইলেন।

এই তন্ত্রের দ্বারা জানা যায় সুযজ্ঞ সুতপা ব্রাহ্মণের বরে জম্বুদ্বীপে বাস করেন ও বগলামন্ত্র জপ দ্বারা দেহত্যাগ করিয়া চিত্রগুপ্ত, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এই তিন মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে গেলেন, চিত্রসেন মর্ত্তে রহিলেন। এই কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূন্য হওয়ায় তিনি শূদ্র হইয়াও বিপ্র-প্রসাদে সৎশূদ্র হইলেন। অর্থাৎ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণেরা কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। রাজা সুযজ্ঞের ঐ ব্রাহ্মণসেবা দ্বারা তাহার সন্ততিরমধ্যে চিত্রসেন শূদ্র হইলেন, চিত্রাঙ্গদ তপ দ্বারা উন্নত হইতে চাহিলে পাতালে গাড়া গেলেন, আর চিত্রগুপ্ত স্বর্গে গেলেন অতএব চিত্রসেন সন্তান কিরূপে চিত্রগুপ্ত বংশীয় হইল? এই আখ্যায়িকায় চিত্রগুপ্ত জন্ম ভবিষ্যপুরাণের জন্ম কথা হইতে ভিন্ন, উহা আবার কুলাচার্য্যকৃত অগ্নিপুরাণের আখ্যায়িকা হইতে পৃথক। অতএব পুরাণ তন্ত্রের চিত্রগুপ্ত আখ্যায়িকা অলীক রোচক-জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া সংহিতা গ্রহণ করাই উচিত। আর তন্ত্রধারী ভট্টাচার্য্যগণের মতে কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই কেবল এক কলির ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ ও তাদের সেবক সৎশূদ্র এই মনুষ্যমধ্যে গণ্য, এবং উহাদের দ্বারাই এই জগৎ-সংসার চালিত হইবে!!! যাহাদের অভিরুচি হয় তাহারা এই বেদত্যাগী তন্ত্রসেবক, ভট্টাচার্য্য-গণের সেবা করিয়া শূদ্রেত্বের মুকুট মস্তকে লইয়া শোভামান হউন, আর যাহারা বেদানুগ তাহারা উহাদিগ হইতে পৃথক হইয়া ক্ষত্রিয় মর্য্যাদারক্ষা করুন। নতুবা ঐ তান্ত্রিক ভট্টাচার্য্যমহাশয়গণের সেবা করিলে রাজা সুযজ্ঞের দশাপ্রাপ্ত হইতে হইবে। সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইবে—ধন্য ব্রাহ্মণ ভক্তির ফল। কলির ব্রাহ্মণের সেবায় ইহার অধিক আর কি আশাকরা যায়!!!

১৬। ঘটককারিকাকারগণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কারণ তাহারা কেবল তন্ত্র আশ্রয় করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা বঙ্গে আদিশূর আমলে পশ্চিম হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চশূদ্রের আগমন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বাঙ্গালায় কি শূদ্রের অভাব ছিল যে পশ্চিম হইতে ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের আমদানি করিয়া যজ্ঞরক্ষা করিতে হইবে? আর ঐ কথিত শূদ্রগণের সহিত যে ভাবে সম্ভাষণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যে ভাবে শূদ্রগণের পরিচয় দেওয়া হয় তাহা দ্বারা তাহারা ঐ কথিত পঞ্চ-শূদ্রকে প্রকৃত শূদ্র জ্ঞান

করেন তাহাদের বাতুল ভিন্ন অন্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। কলির ব্রাহ্মণ ও তদ্ভক্ত শূদ্রাভিমানী পঞ্চম জাতিই উহার অনুস্মরণ করিবেন।

আর এখন এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিয়া বলিতে হইবে:—

১। ঘটক কারিকা মিথ্যা ও অপ্রকৃত, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য মূর্খের রচিত।

২। তন্ত্রের আখ্যায়িকায় যে চিত্রগুপ্তের জন্মকথা লেখা আছে, তাহা পুরাণের আখ্যায়িকার সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তন্ত্র কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, উহাদের মতে কলিতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও সৎশূদ্রে ভারতকে আচ্ছন্ন করিবে। আর ঐ ব্রাহ্মণ সেবাই ও বগলামন্ত্র সাধনই কলির একমাত্র তপ। এবং কলির ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তির ফল সবংশে শূদ্রত্বলাভ। বেদাদিচর্চ্চা ও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ মিথ্যা—অতএব সকলেই সাবধান, এই সমস্ত তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের প্রদর্শিত পথানুস্মরণ করা উচিত নহে। উহারা চোরা বালি!!! অতএব ত্যজ্য।

৩। পুরাণোক্ত চিত্রগুপ্ত আখ্যায়িকা কয়টীর মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও সামঞ্জস্য নাই. সকলেই বিভিন্ন ইতিহাস দিয়াছেন—যথা ভবিষ্যপুরাণ চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায়া হইতে উদ্ভূত, ধর্ম্মরাজালয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম লিখনের জন্য প্রতিষ্ঠিত। কেবল পৃথিবীতে কয়েক ঘর কায়স্থ ও বর্ণাবর্ণ অম্বষ্ঠাদি দুই জাতির স্থাপন-জন্য ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি কায়স্থের ও অম্বষ্ঠর পূর্ব্ব পুরুষরূপে গণ্য। ইহা কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ।

স্কন্দ পুরাণের চিত্রগুপ্তের জন্ম কথা নাই কিন্তু কায়স্থের জন্ম কথা আছে, উহার দ্বারা রাজা চন্দ্রসেনের স্ত্রীর-গর্ভস্থ শিশুই কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষ, অতএব ক্ষত্রিয়; কিন্তু পরশুরামের কথামত অসিজীবী না হইয়া মসীজীবী হইলেন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই—চন্দ্রসেনের জন্ম শ্রীরামচন্দ্রের আগে না পরে অর্থাৎ ত্রেতায় না দ্বাপরে, না কলিতে? ত্রেতায় ত শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা পরশুরাম পরাস্ত হন, তবে কি কায়স্থ পুনরায় ক্ষত্রিয় নাম ধারণ ও অস্ত্র গ্রহণ করিলেন? ইহা মিথ্যা!!

পদ্মপুরাণের আখ্যায়িকা মতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টির পর চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি, ব্রহ্মকায়া হইতে সৃষ্টি বলিয়া উহার নাম কায়স্থ হইল। পৃথিবীতে ইহার অনেক বংশধর আছেন, যাহাদের নানা গোত্র। এক আদি পুরুষ হইতে জন্ম হইলে তাহার বংশধর গণ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র সম্পন্ন হন? কাব্যতীর্থ মহাশয় পদ্মপুরাণের যে শ্লোক আশ্রয় করিয়া কায়স্থের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। এই স্থলে কায়স্থ শব্দের অর্থ কায়িক বা শরীরিক, করণ শব্দের অর্থ

DOUBLE COLOUR

ইন্দ্রিয়গণ। অতএব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের শাস্ত্র বিদ্যা এইখানেই প্রকাশ হইয়াছে। তিনি কেন আর জটিল বিষয়ে মাথা ঘামান? বঙ্গের কুলাচার্য্য কারিকার অগ্নিপুরাণ লিখিত চিত্রগুপ্ত বৃত্তান্ত শূদ্র হীমের পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র কায়স্থ কায়স্থের পুত্র চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র। অতএব চিত্রগুপ্ত হইতে কায়স্থ নয় এবং কায়স্থ নামধারী মনুষ্য হইতে চিত্রগুপ্তের জন্ম প্রকাশ হয়!!! এই শেষোক্ত কাহিনীকে গাঁজাখোরের গল্প ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? যাহারা উহাতে বিশ্বাস করেন করুন, আমরা উহা গ্রহণে অসমর্থ।

৪। কোষের মধ্যে মেদিনীকর কায়স্থ শব্দের অর্থ জাতিবিশেষ করিয়াছেন। কোষকার ভাষার অনুস্মরণ করেন, অতএব ভাষায় যখন যে শব্দ যে অর্থে প্রয়োগ হয় কোষকার তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য; ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে মেদিনীর সময় কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক হইয়াছে। হলায়ুধে "কায়স্থ" লেখক শব্দের প্রতি শব্দ।

অমরকোষে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই, অতএব ঐ সময় কায়স্থ শব্দের চলন হয় নাই। অমরকোষে "লেখক" শব্দকে ক্ষত্রিয়বর্গের সামিল করা হইয়াছে। অমরকোষকে পুরাতন অভিধান বলিয়া গণ্য করিলেও মেদিনী ও হলায়ুধকে একত্রে পড়িলে প্রতিপন্ন হইবে "কায়স্থ" শব্দ পরে "লেখক" শব্দের প্রতিবাক্য হয়, তাহারপরে কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক বলিয়া পরিগণিত হয় আর ঐ লেখক কার্য্যোপজীবীরা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত অতএব কায়স্থ, লেখকজাতি ক্ষত্রিয় বর্ণের সামিল, শূদ্র কদাপি নয়।

৫। শুক্রনীতি পাঠে জানা যায় তাহাতে চতুর্বর্ণের কর্ম্মনির্দ্দেশ কালে ক্ষত্রিয়-বর্ণের স্থলে "কায়স্থ" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। অতএব শুক্রনীতির সময় "কায়স্থ" উপাধিধারী লেখক ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত ছিল।

৬। ব্যাস-সংহিতায় কায়স্থকে অন্ত্যজ জাতির সামিল করিয়াছেন, তাহা যে মিথ্যা পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। উহা কখন ঋষিবাক্য নয়, যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় কায়স্থকে প্রজাপীড়ক বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কায়স্থ রাজ-কর্ম্মচারী ও ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রমাণিত হয়। কারণ কায়স্থ শব্দের পরেই যে শ্লোক আছে তাহাতে ভূম্যধিকারীরই কথা আছে! কিন্তু সংহিতায় কায়স্থকে রাজাধিকরণে লেখক বলা হইয়াছে, অতএব ঐ সময় কায়স্থ রাজাধিকরণে কর্ম্ম-চারীরস্থান পাওয়ায় ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। কিন্তু অমরকোষ ও শুক্রনীতির সহিত ইহাকে গ্রহণ করিলে কায়াস্থ নিশ্চয় ক্ষত্রিয় বলিয়া

প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং কায়স্থ শব্দ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত লেখক, পটু, লোকের উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই। মনু-সংহিতায় কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই। এজন্য ঐ সময় কায়স্থ শব্দের প্রচলন হয়নাই ধরিতে হইবে। কায়স্থ উপাধির সৃষ্টি মনু বা অমরকোষের সময় সৃষ্টি হয় নাই উহা বিষ্ণু-সংহিতার সময়, ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার সময় প্রচলিত হয়। এবং শুক্রনীতির দ্বারা জানা যায় যে এই কায়স্থ উপাধি কেবল ক্ষত্রিয়েরাই পাইত।

এইত গেল কায়স্থ শব্দের শাস্ত্রসম্মত ব্যুৎপত্তি, এখন দেখা যাউক কায়স্থ জাতিবাচক কি না।

মনু-সংহিতায় ৫২ প্রকারের জাতির নাম, জন্ম ও কার্য্য উল্লেখ আছে কিন্তু তাহার মধ্যে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই অতএব মনুর মতে কায়স্থ জাতি নয়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাও কয়টি জাতির জন্ম ও নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহার মধ্যেও কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই, অতএব কায়স্থ জাতি নয়।

কোষকারগণের মতে কায়স্থ লেখক শব্দের প্রতিবাক্য অতএব কায়স্থ বৃত্তিবাচক, বিষ্ণুসংহিতাও তাহার প্রমাণ। কায়স্থ জাতিবাচক নয় ব্যক্তিবাচক।

যাহারা কায়স্থকে জাতিবাচক বলিয়া উহার পূর্ব্বপুরুষের অনুসন্ধানে চিত্রগুপ্ত আখ্যায়িকার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহারাই সম্পূর্ণ ভুল করিয়াছেন, চিত্র-গুপ্তের আখ্যায়িকার দ্বারা কখনও কায়স্থের জাতিত্ব প্রমাণ হইবে না। যাহার মাথা নাই তাহার মাথাব্যাথা মাত্র, যে জাতির অস্তিত্ব নাই সে জাতির মূলানু-স্মরণ বাতুলতা মাত্র।

এখানে আর একটি কথার বিচার করা উচিত। বর্ণ ও জাতির মধ্যে প্রভেদ কি? বোধ হয় অনেকের তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

বর্ণ-অর্থে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মানব জাতির যে প্রধান চার ভাগ করা হইয়াছিল তাহাকেই বুঝায়, ঐ বর্ণ অনুসারে ঐ চার বর্ণের চার প্রকার কর্ম্মও নির্দ্দেশ হয়, যথা প্রধানতঃ অধ্যয়ন শিক্ষা ও যাজন ক্রিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত, প্রজাপালন অধ্যয়ন ক্রিয়া ক্ষত্রিয়ের, পশুরক্ষা কৃষি যাজন ও অধ্যয়ন ক্রিয়া বৈশ্যর, শারীরিক কর্ম্ম দ্বারা সকল বর্ণের সেবা ক্রিয়া শূদ্রের।

এই চতুর্বর্ণের প্রভেদ ও কর্ম্মবিভাগ তাহাদের অন্তর্নিহিত গুণানুসারেই হইয়া-ছিল, অতএব পূর্ব্বে গুণ ও গুণানুগত কার্য্য গ্রহণ দ্বারা মানুষের বর্ণনির্ণয় হইত। পরে সমাজমধ্যে রক্ষণশীল ভাব প্রবল হইলে ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ছেলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির ছেলে বৈশ্যাদি বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। উহাতে

সমাজের যেমন একপ্রকার উপকার হইল সেইরূপ অন্য প্রকার ক্ষতিও হইল। পিতৃগুণ না পাইয়া সন্তান সমাজে পিতৃস্থান অধিকার করিলে যে ফল হয় তাহাই হইল,—সমাজের উন্নতির স্রোত বন্ধ হইল—সমাজ একটী স্থিতিভাব অবলম্বন করিল। এই স্থিতিভাব রক্ষাই জাতি নির্দ্ধারণের মূল অর্থাৎ—ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। কিন্তু মন্বাদি স্মৃতির সময় এই জাতি নির্দ্ধারণের আর একটী সুনিয়ম আছে। উহাতে প্রথমোক্ত চারি বর্ণকে জাতি বলিয়া ধরেন নাই। উহাদের বাহিরে যাহারা থাকিত অর্থাৎ যাহারা আর্য্যসমাজের বাহিরে থাকিত তাহাদেরই বাহ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইত। এই চারিবর্ণের অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা যে সন্তান হইত তাহাদেরই ভিন্ন ভিন্ন জাতি নাম দিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইত। এই ভাগ মনুষমধ্যে ৫২ ভিন্ন প্রকারের জাতি উল্লেখ আছে।

অতএব জাতি ও বর্ণ এক জিনিষ নয়। বর্ণ ব্রহ্মার সৃষ্ট, জাতি-সমাজ সৃষ্ট। কায়স্থ শব্দ উপাধি না হইয়া জাতিবাচক হইলে উহার জন্ম ও নামকরণ স্মৃতির মধ্যে অবশ্য থাকিত, তাহা যখন নাই তখন "কায়স্থ" কখনও জাতিবাচক নয়—উহা প্রথম বর্ণবাচকও ছিলনা কিন্তু ক্রমে ক্রমে বর্ণবাচক হইয়াছে—যথা শুক্রনীতিতে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একার্থ বাচক।

এখন দেখিতে হইবে "কায়স্থ" শব্দ যদি লেখক বাচকই হয় তাহা হইলে ইহার প্রভাব ভারতময় কি রূপে হইল?

যাহারা ইংরাজ আমলে "বাবু" শব্দের প্রচার কিরূপে হইল তাহার ইতিবৃত্ত জানেন তাহারা 'কায়স্থ' শব্দের প্রচারও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন—যথা ইংরাজ আমলে যাহারা ইংরাজের আফিসে প্রধান কার্য্য করিত তাহাদেরই সাহেবেরা "বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন—ও পিয়ন প্রভৃতিকে "বাবুক" ডাক বলিয়া হুকুম দিতেন। (২) ঐ বাবু নাম সম্মানসূচক হওয়ায় সকল বাঙ্গালী আফিসারমাত্রেই আপনাদের "বাবু নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কাজেই প্রধান অফিসার হইতে সকলে অফিসারেরই বাবু নাম অভিহিত হইতে লাগিল (৩) পরে "বাবুর" ছেলে "বাবু" হইয়া আরও "বাবুর" প্রসার হইল। তাহার পর বাঙ্গালীরাই আফিসার ছিলেন বলিয়া প্রথম "বাবু" বলিলে বাঙ্গালীই বুঝিত। উত্তর পশ্চিমে এখনও অনেকে বাঙ্গালীকে "বাবু" বলিয়া সম্বোধন করে এবং বাবু-শব্দের দ্বারা কেবল বাঙ্গালীকে মনে করে। (৫) পরে যখন পশ্চিমেও ইংরাজী শিক্ষার প্রসার হইল ও উহারা চাকরীজীবী হইল

তখন উহারাও "বাবু" নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। (৬) এখন "বাবু" নামে ইংরাজী শিক্ষানবিস ও বাবুর ছেলে বাবু।

সেইরূপ "কায়স্থ" শব্দ (১) প্রথম রাজসংসারের "লেখকের" উপাধি হইল। উহার সম্মান বৃদ্ধির সহিত (২) "কায়স্থের" ছেলে নিজেকে কায়স্থ বলিতে লাগিল; যেমন ভট্টাচার্য্যের ছেলে ভট্টাচার্য্য হয়। (৩) তাহার পর যাহারাই "লেখন বৃত্তি গ্রহণ করিত তাহারাই—উপাধিধারী হউক বা না হউক কায়স্থ বা লেখক নাম গ্রহণ করিতে লাগিল—এইরূপ সর্ব্বত্র কায়স্থাখ্যা প্রচারিত হইল। (৪) প্রথম ক্ষত্রিয় লেখকই কায়স্থ নামে অভিহিত হইলেও, পরে অন্য বর্ণান্তর্গত লোকও কায়স্থ নাম ধারণ করিয়া কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই জন্য কায়স্থের মধ্যে সকলেই যে ক্ষত্রিয় তাহা ঠিক নহে। এই কারণ কায়স্থের মধ্যেও হীনজাতির কায়স্থও দেখা যায়—। অতএব প্রকৃত ক্ষত্রিয় কায়স্থকে অন্য কায়স্থ হইতে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে নতুবা তাহাদের সহিত করণ কারণ করিলে নিজেদের হীনত্ব সাধন হইবে। অবশ্য আচারই উন্নতির মূল, এই আচার দেখিয়াই কার্য্য করা উচিত। সমাজে তাহাই হয়। আচার ও বৃত্তি বর্ণের মূল। অতএব বর্ণরক্ষার জন্য ঐ আগের বৃত্তির সংশোধন প্রয়োজন। বৈদিক আচারই শ্রেষ্ঠ।

অতএব আমার শেষ বক্তব্য, কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক নয়—কর্ম্ম বা বৃত্তিরক্ষক, উহার চিত্রগুপ্তের সহিত যৌনসম্বন্ধ অলীক ও মিথ্যা। ঐ কায়স্থ পদবীপ্রাপ্ত অনেকেই ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত' মূল আর্য্য বর্ণের সামিল। উহাদের বৈদিকধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম, তান্ত্রিক ধর্ম্ম লোকসমাজের হানীকর বিপদ-সঙ্কুল ও সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ ত্যজ্য। আর তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের সেবাই শূদ্রত্বের কারণ। ক্ষত্রিয় কায়স্থ ভ্রাতাগণের সাবধানতা প্রয়োজন।

শ্রীধনকৃষ্ণ দেববিশ্বাস বর্ম্মা।

প্রবাসীর পত্র

(১)

লণ্ডন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর।

[এই পত্রখানা প্রায় সমস্তই সাংসারিক বিষয়ে পরিপূর্ণ—সাধারণের পক্ষে জ্ঞাতব্য নয় এবং তাঁহাদের ভালও লাগিবে না। তাই প্রায় সমস্তটাই বাদ দেওয়া হইল। কেবল নিম্নলিখিত অংশটী সাধারণের জ্ঞাতব্য]

"Wren's school উঠে গেছে; কারণ Civil Service Commissioners রা তার বড় বিপক্ষে। তারা varsity studentsদের বেশী prefer করে। অবশ্য পরীক্ষার সময় তাতে কিছু হয় না—তবে তারা চেষ্টা কর্‌ছে যাতে আর Wren খুল্‌তে পারে। আমি Sir Lawrenceকে চিঠি লিখেছি। তিনি আমাকে Cambridgeএ ঢোকাবার জন্য নিজে চিঠি লিখেছেন (আমার অনুরোধে)। দেখি কি হয়। আমাদের Prof. Stirlingও চেষ্টা কর্‌ছেন—তিনি নিজে Cambridge এর লোক। আমি তাঁকেও লিখেছিলাম।

* * * * *

সেদিন (শুক্রবারে) আমাদের এখানে Mrs. L. এর ভাই বোন তাঁদের বন্ধুদের নেমন্তন্ন করেছিলেন (supperএ)। খুব আমোদ আহ্লাদ হোলো—নাচ, গান, খেলা। দুইটা খেলায় খালি kissing এর ব্যাপার—আমি যোগ দিই নাই।"

আপনাদের স্নেহের—জীমূতবাহন।

(২)

লণ্ডন।

১০ই সেপ্টেম্বর।

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, এ মেলের চিঠি এখনও পাইনি, কেন তা বুঝ্‌লাম না। শনিবার পাবার কথা, তার যায়গায় বুধবার পর্য্যন্ত কেটে গেল। আমি পরশু খুসীকে ও ভূষিকে সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখেছি—এত ভাল লেগেছিল যে কি বল্‌ব। মধ্যে মধ্যে যখন স্বপ্নে দেশে ও বাড়ীতে ফিরে যাই, তার পর ঘুম ভাঙ্গলে বড়ই খারাপ মনে হয়, তবে তার পরই পরীক্ষা প্রভৃতির কথায় সব ভুলে যাই।

Mutton এ এখনও এত গন্ধ লাগে যে খেতে রুচি হয় না, আর জাহাজে মাছ খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়েছে। রান্না এখনও ভাল লাগে না; তবে Mrs. L. প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কদিন Lentil Resauls বলে একরকম জিনিষ দিয়াছেন, খেতে বেশ—বড়া জাতীয়। আমার জন্য নানা রকম করেন তবে আমার পছন্দ হয় না—অবশ্য আমি নিজে বলি না। তবে জিজ্ঞাসা কর্‌লে কাযেই বল্‌তে হয়। এখানে বাজারের cakes তত ভাল লাগে না—বাড়ীর cakesএর taste বেশ, তবে মাখমের গন্ধ। মাখম আবার rattoned হয়েছে, মধ্যে মধ্যে margarine খেতে হয়—সে বড় বদখদ্ গন্ধ ও আস্বাদন। কোন রকমে চালিয়ে দিচ্চি। তবে Mrs. L.এর ছোট বোন Miss R. বড় সুন্দর cake করেন, মধ্যে মধ্যে আমার জন্য কিছু কিছু পাঠান বা নিয়ে আসেন; সে গুলি খুব তৃপ্তির সহিত খাই।

এখানে ফেয় গরম পড়েছে—গায়ে একটা চাদর দিতে হয় (শেষরাত্রের মধ্যে কয়েকদিন ঠাণ্ডা পড়েছিল। প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে নাইচি—একদিন সর্দ্দির মত হওয়াতে নাই নি।

দুদিন tennis খেলতে গেছলাম—parkএ প্রত্যহ বেড়াতে যাই।

পড়াশুনা হচ্ছে—কিন্তু কিছু বুঝ্‌তে পার্‌চি না। Matricএ ইংরাজীতে এত রকম প্রশ্ন (বিভিন্ন বৎসরে) যে কিছুই বোঝা যায় না। কখন কখন বড়ই শক্ত—এমন কি coach রাও ঠিক কিছু idea দিতে পারে না। তবে যাহা হোক, আশা কর্‌ছি পাশ হব।

এখানে Edinburgh ছাড়া সব University থেকেই চিঠির জবাব পেয়েছি—কিন্তু কোনটাই তত সুবিধা নয়। সব 1st year course আমার পক্ষে too low a standard. Cambridge ই আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল হত। তবে Londonএ East London College থেকে চিঠি পেয়েছি—তারা আমায় নিতে রাজি, আজ University college থেকে ও চিঠি পেয়েছি—তারাও এক রকম রাজি। Provost দেখা করতে চেয়েছেন—তা' কেবল যাদের নিতে পারে তাদেরই দেখা করতে বলে। শনিবার যাব। কাযেই যদি Cambridgeএ না পাই বোধ হয় University College (Landon) এ পড়ব। আগামী বৎসর Cambridge যাব—next termএও যেতে পারি। সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে যা'হয় করব।

শি—এসেছে—বি—র সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি—

ঠিকানাও জানি না—পরীক্ষার পর দেখা কর্‌ব। Mrs. Sen আমার ঠিকানার খোঁজ করেছেন শুনলাম—Examএর পর যেতে হবে দেখছি।

কল্‌কাতায় যদি Trouser Press দশ বার টাকায় কি ১৫৲ টাকায় পান তো যদি কার'র সঙ্গে পাঠাতে পারেন তো ভাল হয়। এখানে ৯২ শিলিং দাম।

আশা করি ভাল আছেন। আমার যেদিন ঠাণ্ডা পড়ে সেদিন একটা পাতলা কম্বল গায়ে দিই কিন্তু জানালা খোলা থাকে। তাতে ভালই আছি সর্দ্দি হয়নি।

আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনাদের স্নেহের—জীমূতবাহন।

(৩)

—লণ্ডন।

১৮ই সেপ্টেম্বর।

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা,

আজ আমার পরীক্ষা শেষ—Mathematics (more advanced) হয়ে। তাই আজ আর বেশী লেখবার সময় নেই।

ইংরাজী বড় শক্ত ও একেবারে নূতন রকমের হয়েছিল। আশা ত করছি যে পাশ হব—তবে নিশ্চিত বল্‌তে পারি না। অন্য সব মন্দ হয় নি।

আমি বেশ ভাল আছি। আশা করি আপনারাও ভাল আছেন।

প্রণাম জানিবেন। ইতি—

জীমূতবাহন।

পুঃ—পরীক্ষার পর যদি Cambridge না যাওয়া হয়, বোধ হয়, Baclsize Parkএ এক জায়গায় উঠে যাব—সেটা University College থেকে খুব কাছে। যা হয় পরে জানাব। জী—

(৪)

—,লণ্ডন।

২৪ এ সেপ্টেম্বর।

শ্রীচরণকমলেষু,

মা, তোমাদের চিঠি পেয়েছি; অনেক পরে। সেটা Mrs. J. এর কাছে Teigrmouth এ redirected হয়, সেখান থেকে তিনি আবার আমাকে

পাঠান। যদি এবারেও তাই হয়ে থাকে (বোধ হয় হয়েছে) তা'হলে হয় আজ রাত্রে নয় কাল সকালে চিঠি পাব।

এবারকার চিঠি বড় খাপছাড়া গোছের হবে—কারণ বেশী সময় নেই যে গোছ করে লিখি, অথচ এদিকে অনেক জিনিষ লিখ্‌তে হবে। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে তবে এই বাড়ী ফির্‌লাম (সন্ধ্যা ৬টা)।

তুমি আমার কষ্ট হচ্ছে ভেবে মন খারাপ করিও না; আমার বিশেষ কিছুই কষ্ট হচ্ছেও না হবেও না। খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে বটে কিন্তু তাতে বিশেষ কিছুই যায় আসে না; সেটা বিলাতের দুঃসময়ের জন্য তত নহে—আমার নাকের জন্য—সব জিনিষে গন্ধ পাই। * * * * * * কে বলিও যে আমি খুব ভাল জায়গাতেই আছি; Mrs. L ও বাড়ীর আর সকলে আমাকে খুব যত্ন করেন। হাঁসি ঠাট্টা আমোদ আহ্লাদ করে সময় বেশ কেটে যায়। অবশ্য পরীক্ষার আগে সে সব দরকারও ছিল না। এখন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় Mrs. L. এর piano শুনা যায়; মধ্যে মধ্যে আমিও গান গাই।

—শেঠ আমাদের সঙ্গে পড়্‌ত,—এর ভাই, আমি তাকে চিঠি লিখ্‌ব এখন। আমার ঠিকানা যদি কেহ চায় তো Bankএর ঠিকানা দিও।

তুমি বেশ এক মজার জিনিষই লিখেছ"—ও ৩০শের জাহাজে যাচ্চে"। "ও"টী যে আর কার জন্য বুঝি না; বোধ হয়—মামার; কিন্তু কোথাও আর কাহারও বিষয় নাই।—মামার আসবা'র বিষয়তো কিছুই নাই।

কাপড় চোপড়ের দাম বেশী বটে, কিন্তু exchange ধর্‌লে এখানেই সস্তা হয়; যা দরকার প্রায় সবই করিয়েছি। Flannel পাওয়া যায় না ভাল, কিন্তু আর আমার দরকার নাই। দরকার একটা trouser press, সে বিষয় পূর্ব্বেই লিখেছি—যদি ২০৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যায় ও পাঠাতে পার তো ভাল।

Mrs.H.—প্রভৃতির বিষয় আগেই লিখেছি। আমার খরচের বিষয়, এখন তো মনে করছি যে ২৫০ টাকায় কোন রকমে চলে যাবে—যদি না কুলায় তো তখন লিখ্‌ব। বাবা লিখেছেন র—ও পু—র সঙ্গে থাকার কথা—তাদের ৪ চার গিনি করে খরচ পড়ে, আর জায়গাও নেই। Boarding House এর বিষয় খুব সাবধান থাকব, আমি তার dangers জানি। Hamstead অঞ্চল বেশ খোলা ও স্বাস্থ্যকর, যদি University College. Londonএ পড়ি তো কলেজের

কাছে, তা'হলে সেখানে উঠে যাব। Hamstead বা তার আগের ষ্টেশন্ Belsize Parkএ বাড়ী খুঁজে নেব।

বি—, বী— (র—র ভাই) ও Mr. S. C. B. (E— Road এর জা— বাবুর ছেলে) Chalk Form এ একটা বাড়ীতে আছেন। Chalk Farm, Belsize Park এর আগের station (Tube এ)। শিবু Belsize Park এ থাকে ; সে গত বৃহস্পতিবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ; পরীক্ষার পর ফিরে এসে দেখি যে বসে আছে। গোঁপ কামিয়ে তার চেহারা অদ্ভুত হয়েছে। সে Engineering পড়বে—King's College Londonএ ; Board of Moderators দের exam দিয়ে। তাদের ধারণা ছিল যে he was exempted from the London Matric—তাহা একেবারে ভুল—unless he took the exam by the Board of Moderators, or City & Guilds Entrance Exam.

—মামার ভাল বউ হয়েছে শুনে খুসী হলাম। আজ বিকালে এসে তাঁর চিঠি পেলাম, জাহাজের নাম দেন নাই, আমাকে আবার খুঁজে বার করতে হবে দেখছি। সকালে Downer & Johnson, Mrs. L. কে তাঁকে রাখবার জন্য লিখেছিল ; Mrs J. তাদের লিখেছিলেন। Mrs. L. বিশেষ রাজী নয়, তবে ২।১ দিনের জন্য রাখ্‌তেও পারেন। তাঁর শরীর ভাল নয়, তাই ২ জন guest রাখ্‌তে সাহস পাচ্চেন না। যা' হোক ব্যবস্থা হবে এখন—এখনও সময় আছে।

প্রথম ৯০ পাউণ্ড ও তার পরের ১৬ পাউণ্ড পেয়েছি, এখন আরও টাকার আশায় রহিলাম। College Term আরম্ভ হলেই সে সবই খরচ হয়ে যাবে (for all fees are payable in advance). Exchange তো এখন দুই শিলিং দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই মুখে যদি টাকা পাঠান হয়ে থাকে তো খুব সুবিধা হবে—আর extra কিছু পাঠাতে হবে না।

বড়দিদির সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ সংবাদের আশায় রহিলাম। সে সারিলে আমাকে তার ও বি—র ছবি পাঠিও, ভুষীর সঙ্গে।

ছোটদিদির তা'হলে নীলরতন বাবুর মেয়ের বিয়েতে যাওয়া হয় নি।—মামার বিয়েতে কিরকম ঘটা হল ?

বাবার ছাতাটা যাওয়াটা বড়ই দুঃখের বিষয়, আমি যাবার সময় একটা নিয়ে যাবো—একবার মনে করিয়ে দিতে পার তো ভাল হয়।

জাহাজে fruits ও পাতিনেবু না থাকায় বিশেষ ক্ষতি হয় নি ; কারণ অপর সকলেই আমাকে তাদের থেকে দিত। সুধু বাঙ্গালী নয়, সব Indianরা। দুই Jew ছিল, তারাও আমাকে বড় পছন্দ করত, ও খাবার ফল প্রভৃতি দিত ; জাহাজেও প্রচুর পাওয়া যেত।

তোমার শরীর নিয়ে যদি অত মন খারাপ করলে সার্‌বে কি করে ; একটু স্থির চিত্ত হওয়া উচিত নয় কি ?

পিসে মহাশয় কোথায় উঠে গেলেন ? পিসিমাকে ও তাঁকে বোলো যে আমার খাওয়া পাওনা রইল, সুদ শুদ্ধ ২ বার হবে।

এখানকার climate আশ্চর্য্য রকম বদ্‌লে গেছে। পনের দিন আগে ফের অসহ্য গরম হয়েছিল—৮৭ ডিগ্রি ছাওয়ায় ; কেমন বুঝতে পার তো ; তার উপর মোটা গরম কোট ; আর তায় ভীষণ রোদে ঘুরে বেড়ান। একদিন তো University Tutorial College থেকে ফিরে মাথা ধরার জন্য কাপড় ছেড়ে সুধু ঠাণ্ডা sleeping suit পরে তবে ঠাণ্ডা হলাম। কিন্তু পরীক্ষার দিন থেকে অল্প অল্প ঠাণ্ডা পড়ে। কেবল শুক্রবার ফের পূর্ব্ববৎ। তারপর শুক্রবার সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা হয়ে, রাত্রে দারুণ শীত। শনিবার সকালে frost, temperature 27°—আমি গোড়ায় mist থেকে ভেবেছিলাম অন্ধকার আছে, তাই উঠে frost দেখি নি। আজ সকালে আবার frost হয়েছিল, দিনের বেলা অপেক্ষাকৃত গরম ছিল, এখন আবার বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি এখন গরম গেঞ্জি পরি, কিন্তু এখনও গরম drawer এর দরকার হয় নি। Overcoat এখনও ব্যবহার করি নি, শীত সহ্য হয়। তবে যা damp, যেন সর্ব্বাঙ্গে জল ঢেলে দেয়। রকম দেখে মনে হচ্ছে কালও frost হবে। এত হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়েছে যে এখানকার লোকেও বুঝতে পারে নি—অনেকেরই সর্দ্দি হয়েছিল। আমি ভালই আছি, গত শুক্রবার সামান্য সর্দ্দি হয়েছিল ; এখন সামলে গেছি। Eucalyptus খেয়েছিলাম। একদিন স্নান বন্ধ করতে হয়। এখন প্রত্যহ সামান্য গরম জল মিশান জলে প্রাতঃকালেই (৭টা) স্নান করি। কিছু ভেবো না, আমি ঠিক ভাল থাকব। আজ কাল কোন কোন দিন আগুন জ্বালান হয়, সুধু dining room এ ; আজ হয়েছে।

—মামা বোধ হয় ১লা পৌঁছাবেন, দেখি কি হয়।

একটা কাগজের cutting পাঠাই; rather interesting; বাবাকে দেখিয়ো। যেন ছিঁড়ে ফেল না, আমার জন্য preserve করিও।

এদেশের লোকেদের বিষয় আর কিছু বলি। এদের নোংরামি আর খাওয়ার ধরণে যত বিরক্তি ধরচে, এঁদের অধিকাংশের ভদ্রতায় ততোধিক ভাল লাগছে। কেহই প্রায় প্রত্যহ স্নান করে না, আর কর্‌লেও তেমন ভাল করে, করে বলে মনে হয় না। যা'রই পাশে বসি কেমন গায়ে গন্ধ। মেমেদের তো essence এর ভেতর থেকে বদ্‌গন্ধ, অধিকাংশের। আর থুথু ব্যবহারের বিষয়ও তো জান। আর রান্নার কথা আর কি বলব? বাঁধাকপির পাতা সেদ্ধ, ময়দার ঢিপি সেদ্ধ এই, কাঁচা ময়দার গন্ধে কোন কোন pudding খাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকে খুব ভদ্র। যদিও একটু distance রাখ্‌তে চেষ্টা করে বোঝা যায়; তবু কিছু জিজ্ঞাসা করলে খুব ভদ্রভাবে জবাব দেয়। রাস্তা জিজ্ঞাসা করলে একটু এগিয়ে দেখিয়ে দিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত নয়। ট্রেণেও সর্ব্বত্র রং কাল বলে যে তাচ্ছিল্য তা দেখি না; dirtily dressed Englishman এর চেয়ে আমাদের পাশেই সকল ভদ্রলোক বস্‌তে চায়—যদিও আমার তা' ভাল লাগে—গায়ের গন্ধে এক ২ সময় প্রাণ যায়।—যদিও সব সময় নয়।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর এখানে Hackney War Festial হ'ল—Hackney হ'ল আমাদের borough; peace হবার দরুণ আনন্দ প্রকাশ করা হ'ল। সেই সঙ্গে Fund for Houses for Disabled soldiers তুললে। River Lea তে water carnival হয়েছিল, পরীক্ষার দরুণ দেখ্‌তে যাওয়া হয় নি। পরের দিন Pageant ও Fire Works হয়েছিল, বাড়ীর ছাত থেকে ও সামনে রাস্তা থেকে দুইই দেখেছি। Pageantটী বেশ but nothing extraordinary—fireworks বিশেষ কিছুই নয়।

এখানকার tramএর একটা নূতনত্ব আছে, সর্ব্বত্র উপরে গর বা pole নেই। কখন কখন underground যায়—Bus ও underground যায়—১টা।

Mrs. L. আমার খুব সুখ্যাতি করেন ও তা'র সঙ্গে ততোধিক তোমার। তোমাকে লিখ্‌তে বল্‌লেন। তিনি বলেন "I wish others told the same about my children." তিনি বলেন "You must be a very nice boy to your mother; and I can see that you have got a very good mother, who has brought you up so well. তিনি আমাকে খুব যত্ন করেন। আমাকে পরীক্ষার দিন দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যান—এই বলে

যে তুমি তো তাই কর্‌তে। তিনি যেন তোমার পরিবর্ত্তে তাই কর্‌লেন—আরও বলেন যে I would have done it if you had been my son সুতরাং এখনও করচি।

Mrs. Senএর বাড়ী গেছলাম, —দা'র সঙ্গে। তিনি তুমি কিছু লেখনি বলে একটু রাগ ও অভিমান প্রকাশ কর্‌লেন; তা'র পর একদিন খাবার কথা বল্‌লেন। অবশ্য কবে তা' এখনও কিছু বলেন নি। সে দিন তো পান্তুয়া খাওয়ালেন, rather ক্ষীরপুলী—এতদিন পরে বড়ই ভাল লাগল। Mrs. Sen খুব interest নিয়ে নানা উপদেশ দিলেন।

এতদিন পরে গত রবিবার ভুপেন বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। প্রথমে চিন্‌তে পারেন নি, তারপর গিরি বাবু বল্‌তে খানিক পরে বল্লেন যে হা এইবার চিন্‌তে পারচি, সাহেব সেজেছ, তাই চিন্‌তে পারিনি। তিনি খুব যত্নের সহিত আমার Cambridgeএর বিষয় পরামর্শ দিলেন। সেদিন তাঁর ওখানে lunch খেয়ে, তাঁর কথা মত Mr. Amiya Banerji বলে একজন Cambridge এর Wrangler এর কাছে গেলাম। অমিয়বাবু ও তাঁর ভাই খুব ভদ্রলোক। তিনি কিন্তু বিশেষ আশা দিলেন না; যাই হোক দুইজন বন্ধুকে চিঠি দিলেন। চিঠি খুব ভাল দিয়েছেন as if he knew me a long time। তা'র পরদিন ভূপেনবাবু office এ দেখা কর্‌তে বলেছিলেন; সেদিন তিনি Sir Harry Stephen (lately a judge of Calcutta High Court) এর সঙ্গে দেখা কর্‌তে বল্‌লেন ও letter of introduction দিলেন। Sir Harry, Cambridge বাসী ও education বিষয়ক নানা কাজে আছেন। Justice Greaves ও বলেন যে he can possibly help me। Stephen সাহেব এখন Huntingdon এ, তাই সেদিন দেখা হয় নি। অবশ্য Cambridge যাই নি। আজ তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে আস্‌বার কথা ছিল, তাই গেছলাম, কিন্তু রাত্রি ১০॥ টার আগে আস্‌বেন না। কাল প্রাতে দেখা করে, তাঁর কাছ থেকে চিঠি ও পরামর্শ নিয়ে কালই ১০টার ট্রেণে Cambridge যাবার ইচ্ছা আছে। যদি না হয়ে উঠে পরশু প্রাতে যাব। Gric Hamilson দুইজনকে লিখেছেন, আমি তাঁদেরও সঙ্গে দেখা করব। আমাদের Professor Sterling কে দিয়েও একজনের কাছে যাবার ব্যবস্থা করেছি—He is a dean of some collegel তা' ছাড়া—দাদা Tutor St John's College কে introduction দিয়ে

—র seat আমায় দেবার কথা লিখেছেন—as his cousin। চেষ্টার কোন রকম ত্রুটি কর্‌ছি না, আশা করি ঈশ্বরেচ্ছায় সফলকাম হব। Non collegiate Halls ও সব ভর্ত্তি; যদি lodging এর ব্যবস্থা কর্‌তে পারি তো তারা নেবে—নচেৎ নয়। দেখি কি হয়।

এখানে Royal College of Science absolutly full—even old students রাও ঢুকতে পায়ে কিনা সন্দেহ। University College আধা নেবে বলেছে...অর্থাৎ পাশ হ'লে (matric); King's College (London) ৩০শে জবাব দেবে; East London College নিতে রাজী। যা' ভাল হয় কর্‌ব।

আমার Bell এর Solid Geometry (মাষ্টার মহাশয়ের কাছ থেকে) ও Askwith এর Conic Section (কালী বশাকের কাছ থেকে) পাঠাতে পার তো ভাল হয়। যেন Book Post এ পাঠিয়ো না, কেহ না আনে তো পাঠাবার দরকার নাই; এখানে কিনে বিক্রি করে দিলে, বিশেষ কিছুই খরচ হবে না। কালীকে পূর্ব্বে লিখতে পারি নি; আজও পারি কিনা সন্দেহ। তার ঠিকানা Mrs. L. গত সপ্তাহে আমার, পরীক্ষার সময় দুদিন lunch খাই নাই বলে ও অন্য দুইদিনও বাহিরে lunch খেয়েছিলাম বলে, বিল্ থেকে দশ শিলিং বাদ দিয়েছেন। আমি কোন কথাই বলিনি, আপনা হ'তেই দেখি বাদ দিয়ে বিল্ করেছেন; কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌তে ঐ কথা বল্লেন।

আজ Mr. Justice Greaves এর বাড়ী গেছলাম; তিনি লিখেছিলেন। আমাকে সোমবারের পর কোন দিন lunch খেতে বলেছেন, পরে দিন স্থির করে লিখ্‌বেন। তিনি আগ্রহসহকারে আমার সব খবর নিলেন ও যাহা পরামর্শ দিবার দিলেন। আমাকে তিনিও Sir Harry'র কথা বল্লেন। তিনি কাল প্রাতে Sir Lawrence এর সঙ্গে দেখা কর্‌তে Wales যাচ্চেন; সোমবার ফির্‌বেন। আমি তাঁকে প্রথম চিঠিতে Yours truly বলে লিখি, তার উত্তরে তিনি Yours sincerly বলে লিখেছেন। আমার বোধ হয় যদি Justice Greaves এর মধ্যে আর কোন উপায় মনে করতে পারেন কর্‌বেন। Oxford যাওয়া যদি আমার পক্ষে সুবিধা হ'ত, তিনি নিশ্চয় খুব সাহায্য কর্‌তেন; আজও জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন যে Oxford যেতে ইচ্ছা আছে কিনা। কিন্তু আমার বোধ হয় তা' যাওয়া হতে

পারে না; আবার তা' হ'লে Responsions দিতে হবে—আর সে সব কর্ত্তে গেলে I. C. S এর পড়ার সুবিধা হবে না।

এবছর না হ'লেও আস্‌চে বছর Cambridge যাব, এ বছরটা এখানে Economics, History & Law নিয়ে খুব খাট্‌তে পার্‌ব। তারপর Science গুলার practical এক বৎসর করে পরীক্ষা (I. C. S.) দিতে পারা যাবে। তবে Cambridge হ'লে খুব ভাল হয়। আমার তা মনে হয়, আমি পাশ হব—ভগবানের আশীর্ব্বাদে নিশ্চয় পাশ হব—তুমি ভেব না।

Mr. Hamilton এখন এখানে নাই, এলেই ফের তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব। আপাততঃ Lady Holmwood বা Mrs. Peake এর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌ব না, যদি সুবিধা হয় তো Christmas এর ছুটীতে দেখা কর্‌ব।

—মামা station এ ২।৪ জন লোকের কাছে letter of introduction আমাকে পাঠাবেন বলেছিলেন, এখনও তো কোথাও পাঠান নি।

আমার কথা তো অনেক হ'ল। তোমাদের সব খবর কি? ভূষী ও বড়দিদি কেমন? তোমার শরীর কেমন? বাবা ছুটীতে একটু সুস্থ হয়েছেন কি? ভাই কেমন আছে? ছোট কাকাকে বলিও যে আগামী সপ্তাহে তাঁকে পত্র লিখব। ছোটকাকারা সকলে কেমন? আমার প্রণাম জানিও। ইতি—

তোমাদের স্নেহের জীমূতবাহন।

বঙ্গজ কায়স্থের প্রাচীন উপাধি

বিদ্যাবুদ্ধিতে, মানমর্য্যাদায়, ধন-দৌলতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রাজা যেরূপ তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের পদমর্য্যাদানুরূপ উপাধি দানে সমলঙ্কৃত করিয়া থাকেন, ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বেও মোগল সম্রাট্‌গণ ও তৎপূর্ব্বে পাঠান রাজগণ এবং তৎপূর্ব্বে হিন্দু-রাজগণ এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে এবং যাঁহারা সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাঁহাদিগকে বিবিধ উপাধিভূষণে ভূষিত করিতেন। দীর্ঘ দিন হইতে বহু প্রাচীন কুলগ্রন্থ আলোচনায়

আমরা কায়স্থদিগের মধ্যে যে সমুদয় উপাধির বা পদমর্য্যাদার উল্লেখ পাইয়াছি, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ জন্য তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

মোটামুটি ধরিতে গেলে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দু রাজত্বকাল। ১২০০ হইতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঠান রাজ্যাধিকার। ১৫৭৫ হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগলাধিকার।

হিন্দু-রাজত্বকালে "মহাকায়স্থ" "পুরকায়স্থ" "সিন্ধুর কায়স্থ" "ভাণ্ডার কায়স্থ" ও "শারি কায়স্থ" উপাধির বা রাজপুরুষগণের উল্লেখ পাইতেছি। বোধ হয় ঐ সকল রাজকীয় পদে যাঁহারা নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারাই ঐ সকল উপাধি গ্রহণ করিতেন; উক্ত পদসমূহে সাধারণতঃ কায়স্থগণই নিযুক্ত হইতেন বলিয়া উহাদের নামকরণে কায়স্থ নাম সংযোজিত রহিয়াছে। মহাকায়স্থ পদ বর্ত্তমান সময়ের কোন্ রাজপুরুষের পদের তুল্য নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। তবে যে উহা শ্রেষ্ঠ অধিকার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দিনাজপুর জিলায় মালদুয়ার ষ্টেটে রক্ষিত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনে আমরা মহাকায়স্থ উপাধিধারী রাজপুরুষের উল্লেখ পাইয়াছি।

কাশ্যপ গোত্রীয় গুহ বংশের মূল পুরুষ, কনোজাগত, কুলীনশ্রেষ্ঠ বিরাটগুহের অধস্তন ৫ম পুরুষ হাড়গুহ "মহাকায়স্থ" ছিলেন, কুলগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। "ভাণ্ডারকায়স্থ" উপাধিও অতি প্রাচীন হিন্দু আমলের উপাধি বা রাজকীয় পদ। পাঠান ও মোগলাধিকারেও অনেকে এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন,—চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের আমলেও "ভাণ্ডার কায়স্থ" নিযুক্ত হইত জানিতে পারা গিয়াছে। এই রাজপুরুষের জিম্মায় রাজ্যের কোষাগার ন্যস্ত থাকিত। তিনিই কোষাধ্যক্ষ বা 'ভাণ্ডার কায়স্থ' ছিলেন। ১৩ পর্য্যায়ের বিলাস গুহ, কাশীনাথ ঘোষ ও হরিনাথ নাগ 'ভাণ্ডারকায়স্থ' ছিলেন। ১৪ পর্য্যায়ের যাদব বসু, শ্রীপতি বসু, শ্রীকৃষ্ণ গুহ, বেদগর্ভ গুহ ভাগ্যমন্ত খাঁ, কৃষ্ণানন্দ বসু 'ভাণ্ডার-কায়স্থ' উপাধি ধারণ করিতেন। ১৫ পর্য্যায়ের বেদগর্ভ বসু, জগন্নাথ বসু, ১৬ পর্য্যায়ের শ্রীরাম বসু 'ভাণ্ডার-কায়স্থ' ছিলেন। ইঁহারা ব্যতীত রামজীবন গুহ, জগদানন্দ দাস, হরিশ্চন্দ্র নাগ, শিব বসু, রমাবল্লভ দেয়, যদুনাথ দেয়, শ্রীবল্লভ দত্ত, চাঁদ সেন, গদাধর দেয়, হৃষীকেশ নাগ, শ্রীচন্দ্র মিত্র, দামাই করের 'ভাণ্ডার-কায়স্থ' নাম বঙ্গজ-কুলগ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণজাতীয় অনেক ব্যক্তিও ভাণ্ডার-কায়স্থের পদ সুশোভিত করিয়াছেন, তাহাও দৃষ্ট হয়।

ভাণ্ডারকায়স্থের মত "সিন্ধুরকায়স্থ" উপাধিও কুলগ্রন্থে পাইয়াছি। এই

উপাধি ও পদমর্য্যাদা বর্ত্তমান সময়ের কোন্ পদের তুল্য আমরা বলিতে পারি না, পাঠকবর্গের কাহারও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকিলে জানাইয়া উপকৃত ও বাধিত করিবেন। তবে ইহাও যে এক শ্রেষ্ঠপদ ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। ১৩ পর্য্যায়ের জীবনানন্দ বসু, ১১ পর্য্যায়ের জগন্নাথ নাগ ও ১২ পর্য্যায়ের নরহরি নাগ 'সিন্ধুরকায়স্থ' ছিলেন। দাস ও শূর বংশেও এই উপাধির উল্লেখ পাইয়াছি। নাগ বংশে ১০ পর্য্যায়ে রামচন্দ্র নাগ নামে এক মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট হইতে "শ্রীরাম খাঁ" এই উপাধি পাইয়াছিলেন। এই রামচন্দ্র নাগ শ্রীরাম খাঁ সমীকরণে উল্লেখিত হইয়াছেন। ইহার দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ বংশধর নাগ 'গন্ধর্ব্ব খাঁ' ও কনিষ্ঠ জগন্নাথ নাগ 'সিন্ধুরকায়স্থ।' জগন্নাথ নাগের দুই পৌত্র যদুনাথ নাগ 'শুভরত্ন খাঁ' ও জীবনাথ নাগ 'জয়রাম খাঁ।' যদুনাথ নাগ শুভরত্ন খাঁ বাখরগঞ্জ জেলায় অভয়নীলের নাগবংশের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি শ্রেষ্ঠ মধ্যস্থ ছিলেন। উল্লিখিত জগন্নাথ নাগের জামাতা জীবন বসুও 'সিন্ধুরকায়স্থ' ছিলেন। ইনি চন্দ্রদ্বীপাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক রাজা পরমানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

"পুরকায়স্থ"ও হিন্দু আমলের এক প্রাচীন উপাধি। বর্ত্তমান আমলের chamberlain পদ পুরকায়স্থের অনুরূপ। কুলগ্রন্থে আমরা গোবিন্দ গুহ 'পুরকায়স্থ' শ্রীগর্ভ নাহা পুরকায়স্থ, ভাস্কর বসু দস্তিদার পুরকায়স্থ, যাদব ঘোষ পুরকায়স্থ ও রামকৃষ্ণ দত্ত পুরকায়স্থের উল্লেখ পাইয়াছি।

কুলগ্রন্থে "শারি-কায়স্থ" নামেও এক পদবীর উল্লেখ পাইতেছি। ত্রিভুবন দেয় ও যোগেশ্বর বসু 'শারি-কায়স্থ' ছিলেন, ইহার মর্য্যাদা কিরূপ ছিল অনুসন্ধেয়।

পাঠান ও মোগলাধিকারে কায়স্থগণ বর্ত্তমান সময়ের মত রাজকার্য্যে বিস্তরশঃ নিযুক্ত হইতেন। যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তিনি সেই পদের উপাধি ধারণ করিতেন। এইরূপে আমরা মজুমদার, নায়েব মজুমদার, শিকদার, নায়েব-সিকদার, সরকার, মুন্সীব, মুন্সী, মুশ্রিব, উকিল, ওয়াধাদার, বিশ্বাস, নায়েববিশ্বাস, উজির, সাহাবন্দর, সহরবন্দর, সহরহাজরা, তহবিলদার, নিয়োগী, মণ্ডল, খাসনবীশ, পত্রনবীশ, দস্তিদার, মহলানবীশ, চাকলাদার, সরখেল. সমদ্দার, রোজনামা-নবীশ, মীরবহর, মাঝি, ছিলাদার, ফৌজদার, লস্কর, হাজারী, হাজরা, খাসখেল, সরদার, দেশমুখ্য, মৌস্তফী, স্বর্ণবৎ, বক্সী, মাণিক্য, ঠাকুর, ঠাকুরতা প্রভৃতি উপাধির বিস্তর উল্লেখ পাইতেছি।

যিনি কোন বন্দর বা গঞ্জের অধ্যক্ষ হইতেন তিনি 'সহরবন্দর' নামে

পরিচিত হইতেন। দেহেরগাতির দত্ত বংশের পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র দত্ত 'সাহাবন্দর' ছিলেন। তৎবংশীয়গণ এক্ষণে উক্ত উপাধি সসম্মানে গ্রহণ করিতেছেন। গাভা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের পূর্ব্বপুরুষ ১৪ পর্য্যায়ভুক্ত রঘুনাথ ঘোষ দস্তিদার ছিলেন। রাজকীয় seal বা রাজ-নামাঙ্কিত মোহর যাহার নিকট থাকিত এবং যাহার দস্তখতে রাজকীয় দলিলাদি প্রেরিত হইত তাহাকে 'দস্তিদার' বলিত। দস্তিদার keeper of Royal Seals.

গাভার ঘোষবংশীয়গণ এই উপাধি অদ্যাপিও সযত্নে ও সসম্ভ্রমে ধারণ করিতেছেন। যশোহর জেলায় ইতিনা গ্রামে গুহবংশীয় শ্রীপতি গুহ 'দস্তিদার' ছিলেন, তৎবংশীয়গণও এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ইহা ব্যতীত, ১৪ পর্য্যায়ে গোপাল বসু, ১৬ পর্য্যায়ে রামেশ্বর বসু, হরিহর গুহ, যাদব দত্ত ও ১৩ পর্য্যায়ে কৃষ্ণ বসু, গোপীরমণ ঘোষ, রতিবল্লভ ঘোষ 'দস্তিদার' ছিলেন, দায়ুবংশে শিবচরণ দায়ু 'দস্তিদার' ছিলেন।

১৩ পর্য্যায়ের কৃষ্ণ বসু দস্তিদার চক্রপাণি বসু বংশীয় এবং মহাসম্ভ্রান্ত কুলীন ছিলেন; তাঁহার পুত্র রঘুনাথ বসু সংগ্রামরায় যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। এই বসু বংশ যশোহরের রাজবংশের সম্পর্কান্বিত। কৃষ্ণ বসু দস্তিদারের বংশধরগণ যশোহর সমাজাধীনে জালালপুরে বাস্তব্য করিতেছেন।

কৃষ্ণবসু দস্তিদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীনকেতন বসু মহেন্দ্র খাঁ। মীনকেতন বসু যেমন "মহেন্দ্র খাঁ" উপাধি ভূষণে ভূষিত ছিলেন, তাঁহার ৮ পুত্রমধ্যে ৬ পুত্রই তদ্রূপ গবর্ণমেণ্ট title holder ছিলেন।

তাঁহাদের নাম যথা :—গদাধর বসু 'জগদানন্দ খাঁ', দুর্লভ বসু, 'সতানন্দ খাঁ,' শ্রীনিবাস বসু, 'শ্রীমন্ত খাঁ', শ্রীকান্ত বসু 'মল্লিক', শ্রীচন্দ্র বসু, 'রামচন্দ্র খাঁ' ও শ্রীধর বসু 'গন্ধর্ব্ব খাঁ'। এই প্রসিদ্ধ বসু বংশের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে।

যাহার অধিকারে বা জিম্মায় Correspondence বিভাগ ছিল, তাহাকে বোধ হয় 'পত্রনবীশ' বলিত। শ্রীকান্ত ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ গুহ, যদুনাথ ঘোষ, শ্রীনিবাস বসু, যাদব নাগ, হরিনাথ দত্ত, রামজীবন দত্ত, জগন্নাথ সোম, রামগোবিন্দ দেয়, পত্রনবীশের উল্লেখ কুল-গ্রন্থে পাইয়াছি। বরিশাল জেলায় রাকুদিয়ার দত্ত পত্রনবীশগণ এই রামজীবনের সন্তান। শ্রীকান্ত ঘোষ পত্রনবীশ রাজা পরমানন্দ রায়ের শ্বশুর ছিলেন।

"ঠাকুরতা" এক শ্রেষ্ঠ গৌরবাত্মক উপাধি; বাখরগঞ্জ জেলায় বানরীপাড়ার গুহ বংশীয়গণ এই উপাধি ধারণ করিতেছেন।

বৎস বসু বংশীয় ১৫ গোপাল বসু, থাক বসু বংশীয় রামরায় বসু, রামবল্লভ রায় বসু, সদানন্দ ঘোষ বংশীয় গোপাল ঘোষ "ঠাকুর" এই মহোচ্চ উপাধি ধারণ করিতেন।

পাঠান ও মোগলাধিকারে রাজস্ব বিভাগ ব্যতীত সৈনিক ও নৌবিভাগেও কায়স্থগণের উল্লেখ পাইয়াছি। অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষের উপাধি ছিল "ছিলাদার" sillader. দাস বংশীয় গোপীরায় 'ছিলাদার' ছিলেন।

সৈনিক বিভাগে যাহারা যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিতেন তাহাদিগকে 'সংগ্রাম রায়' উপাধি দেওয়া হইত। রঘুনাথ বসু, গঙ্গাহরি ঘোষ, রামেশ্বর সিংহ, প্রতাপ দাস লস্কর এইরূপ 'সংগ্রাম রায়' ছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এক পুত্রের উপাধিও 'সংগ্রাম রায়' ছিল।

সৈনিক বিভাগের যোগ্য ব্যক্তিদিগকে "লস্কর" উপাধি দেওয়া হইত। বসু বংশীয় বহু ব্যক্তি এই উপাধি ধারণ করিতেন। রাজা পরমানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর ভুবনানন্দ বসু 'লস্কর' ছিলেন। সদাশিব ঘোষ বংশীয় রমানাথ ঘোষ গোপীনাথ ঘোষ 'লস্কর' ছিলেন।

সর্ব্ব সৈন্যের অধ্যক্ষের নাম ছিল ফৌজদার। বিন গুহ বংশীয় ১২শ পর্য্যায়ের দৈবকীনন্দন গুহ রায় কাটোয়ার ফৌজদার ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে।

সহস্র সংখ্যক সৈন্যের অধ্যক্ষের নাম ছিল 'হাজারী'। এইরূপ বহু হাজারী ও 'হাজারা'র উল্লেখ কুলগ্রন্থে রহিয়াছে।

নৌ-বিভাগে সর্ব্বাধ্যক্ষের নাম ছিল 'মীরবহর' Admiral of the fleet, নাবাধ্যক্ষ।

বৎস বসু বংশীয় গোপাল বসু ঠাকুরের প্রপৌত্র ১৮ পর্য্যায়ের রাজীবলোচন বসু রায় মোগলাধিকারে "মীরবহর" ছিলেন। ঝালকাঠী বন্দরের অনতিদূরে বহু নৌবহর পরিবেষ্টিত থাকিয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব দিক্ হইতে শত্রু সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিতেন। ইহারই অনতিদূরে নথুল্লবাদ গ্রামে তাঁহার বাস ভবন ছিল। অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরগণ নথুল্লাবাদেই বাস্তব্য করিতেছেন। এই বসু বংশ বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে অতি শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত কুলীন।

পৃথ্বীধর বসু বংশীয় কুলীন ১৬ পর্য্যায়ের মদন গোপাল বসু বিশ্বাস, রামেশ্বর বসু ও রত্নেশ্বর বসু মীরবহর তিনভ্রাতা ছিলেন। ইঁহাদের বংশীয়গণ যশোহর সমাজে

সৈদপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস্তব্য করিতেছেন। যশোহর সমাজের এডু গুহ বংশীয় রামচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর বিশ্বেশ্বর গুহ "মীরবহর" ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাখরগঞ্জ জেলায় রত্নদি কালিকাপুর পরগণার জমিদার, উজিরপুর নিবাসী রত্নেশ্বর রায়চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণজীবন সিংহ "মীরবহর" ছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা যাদবেন্দ্র সিংহ ও প্রাণবল্লভ সিংহও "মীরবহর" ছিলেন। ইঁহারা সকলেই চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের শরীর রক্ষিগণের অধ্যক্ষ বিখ্যাত রামমোহন মালের বংশীয়।

দায়ু বংশীয় জানকী দায়ু, দাসবংশীয় গোকুলচাঁদ "মীরবহর" ছিলেন।

নৌ-বিভাগের ব্যয় বহনের জন্য গবর্ণমেণ্টের কতক সম্পত্তি পৃথক্ করিয়া রাখা হইত। তাহা হইতে নৌবিভাগের খরচ পত্র সববরাহ হইত। এই সম্পত্তির নাম ছিল নাওয়ারা মহাল। তদুপরি একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিতেন; এই বিভাগে মালখাঁনগরের সুপ্রসিদ্ধ দেবীদাস বসু ঠাকুর কাননগো ছিলেন।

মীরবহরের অধীনে রণতরির অধ্যক্ষদিগকে 'মাঝি' বলিত। মাঝি mid ship man তাহাতেই আমরা কুলজি পুথিতে বসুবংশে গোবিন্দ বসু 'মাঝি'র উল্লেখ পাইতেছি।

১৪ পর্য্যায় ভুক্ত রামানন্দ গুহ ও নরহরিদাস গুহ বাদসাহের উজির ছিলেন এবং এজন্য তাহারা 'উজির' এই উপাধি ধারণ করিতেন।

বঙ্গজ কায়স্থগণ চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শীতা প্রদর্শন দ্বারাও বহু উপাধি গ্রহণ করিয়ছাছেন। গাভ বসু বংশে ১৩ পর্য্যায়ে বিদ্যানন্দ বসু একজন মহাপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন; বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী হাবিলি কাড়াপাড়ার জমিদার, রায়-চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ এই বিদ্যানন্দ বসু কবিরাজ।

শ্রীধর বসু বংশের ১৫ পর্য্যায়ের রঘুনাথ বসু মহাশয়ও একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা ব্যবসায়ী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রাজদত্ত উপাধি ছিল 'খাঁ'। এজন্য 'কবিরাজ খাঁ' বলিয়াই তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। বর্ত্তমান কাচাবালিয়ার বসু বংশের ইনিই পূর্ব্ব পুরুষ।

চক্রপানি বসু বংশে ১৪ পর্য্যায় ভুক্ত। হরিদাস বসু কবিরাজ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রেও পরম পণ্ডিত ছিলেন। এজন্য 'জ্যোতির্ব্বিদ' নামেও অভিহিত হইতেন। ইঁহার পিতাও বিখ্যাত কবিরাজ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র। হরিদাস কবিরাজের ৪ পুত্র মধ্যে শ্রীরাম বসু কণ্ঠাভরণ, গঙ্গারাম কর্ণাভরণ অতি উচ্চ অঙ্গের সংস্কৃত পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। গঙ্গারাম কর্ণাভরণের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু

শ্রীরাম বসু কণ্ঠাভরণের বংশ বাখরগঞ্জ জেলায় প্রতাপ ও কড়াপুরে বাস্তব্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত গঙ্গানন্দ বসু কবিরাজ, শ্রীনাথ ঘোষ কবিরাজ, রামরত্ন বসু কবিরাজ, হরিদাস দত্ত কবিরাজ, মহেন্দ্র নাগ কবিরাজ, বিষ্ণুদাস দত্ত কবিরাজ, জানকীনাথ মিত্র কবিরাজ, সনাতন গুহ কবিরাজ ও শ্রীরাম বসু কবিরাজ প্রভৃতি বহু চিকিৎসা ব্যবসায়ী পণ্ডিত বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

বঙ্গজ দত্ত বংশে ভাস্কর দত্তের ধারায় ১৩ পর্য্যায়ে সতানন্দ দত্ত নামে এক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রাজদত্ত উপাধি ছিল "বিদ্যানন্দ খাঁ" ইহার বংশে বহু প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র গৌরীনাথ দত্ত "যশশ্চন্দ্র খাঁ" উপাধিভূষণে ভূষিত ছিলেন। গৌরীনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশী-নাথ দত্ত বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন; সাধারণে ইনি "কবিরাজ" নামে অভিহিত হইতেন। দ্বিতীয় পুত্র বাণীনাথ দত্ত "গন্ধর্ব্ব রায়" উপাধিতে ভূষিত, তৃতীয় পুত্র রামানন্দ দত্ত "বিদ্যাধর রায়" ও "কবিরত্ন" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। চতুর্থ-পুত্র হৃদয়ানন্দ দত্তের "রাজবল্লভ রায়" উপাধি ছিল, ৬ষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণানন্দ দত্ত "শুভরাজ খাঁ" এই উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। কাশীনাথ দত্ত কবিরাজ রায়ের নিবাস বিক্রমপুর পরগণার কাঠালিয়া গ্রামে ছিল। কাঠালিয়া পদ্মা নদীর গর্ভস্থ হইলে তাঁহার বংশধরগণ বিক্রমপুরে ভরাকর গ্রামে বাস্তব্য করিয়াছেন। এই বংশের কেহ কেহ ইদিলপুরেও বাস্তব্য করিতেছেন।

কৃষ্ণদাস বসুকণ্ঠাভরণ, প্রমোদন বসুকবীন্দ্র, শ্রীমান গুহমজুমদার কবীন্দ্র, রমাবল্লভ বসু কবিবল্লভ ইঁহাদের প্রত্যেকেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

মাধব দত্ত কবিকঙ্কণ, রাঘব গুহবিশ্বাস কর্ণপূর, আনন্দ বসু কর্ণপুর, চন্দ্রশেখর দত্ত কর্ণপুর, রামভদ্র শূর কর্ণপুর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

যাদব নাগ, পরমানন্দ বসু, নরহরি ঘোষ, হরিদাস নাগ খাঁ, দুর্গাদাস দত্ত, গোপীচন্দ্র বসু 'কবিচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ১১ পর্য্যায়ের নরপতি গুহ মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার উপাধি ছিল "কথক"। তিনি শাস্ত্রালোচনা ও কথকতা করিতেন।

রাঘব দত্ত "ধর্ম্মাধিকারী" ছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থে উল্লেখ আছে। ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতি ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই 'ধর্ম্মাধিকারী' উপাধি ছিল।

ভাস্কর বসু সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার "উপাধ্যায়" উপাধি ছিল।

[illegible] কুলপঞ্জিকা জাতির কায়স্থদের কুলপুরুষ দশরথ বসুর পৌত্র, বহুনন্দ [illegible] [illegible] হন্সবসু বংশে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গজ কায়স্থকুল পবিত্র করিয়াছেন। এই হন্স বসু বংশ পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই বংশে যে [illegible] মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বঙ্গজ কায়স্থগণের সর্ব্বপ্রথম সমীকরণের সর্ব্বপ্রথম পুরুষ শঙ্কর বসু এই হন্সবসু বংশের অলঙ্কার স্বরূপ হন। বসু বংশে বৈদ্যনাথ বসুর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র বসু "বৈদ্য শিরোমণি" কনিষ্ঠ রামভদ্র বসু "বৈদ্য চূড়ামণি" নামে বিখ্যাত ছিলেন। রামচন্দ্র বৈদ্যশিরোমণির পুত্রগণ রতিকান্ত বসু 'মুকুটমণি' যাদবেন্দ্র বসু 'রত্নমণি,' রাধাকান্ত বসু 'মাণিক্যমণি,' রুক্মিণীকান্ত বসু 'ইন্দ্রমণি,' রামজীবন বসু 'নীলমণি,' সকলেই চিকিৎসা শাস্ত্রের উক্ত উপাধিতে অলঙ্কৃত ছিলেন। এই বংশে ২০ পর্য্যায়ে রামকৃষ্ণ বসু "ধন্বন্তরি রায়" নামে অভিহিত হইতেন। এই বংশে শিবরাম বসু কবিরাজ ও তৎপুত্র শ্রীরাম বসু কবিরাজ বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন; ইঁহার বংশীয়গণ যশোহর সমাজের অধীন রাকসায় বাস্তব্য করিতেছেন। এই বংশে চন্দ্রশেখর বসু 'কবিশেখর' ও 'মজুমদার' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং শঙ্কর বসু 'কবীন্দ্র' উপাধিতে অলঙ্কৃত ছিলেন।

মুসলমান নবাবগণের অধীনে যে যে উপাধি প্রচলিত ছিল এবং যাহার উল্লেখ কুলগ্রন্থে পাইয়াছি তাহার তালিকা এবং উপাধিধারীগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বুদ্ধিমন্ত খাঁ—১৪ মদনমোহন ঘোষ, ১৪ কৃষ্ণদাস গুহ, ১৪ মহুনাথ ঘোষ, ১৩ পৃথ্বীধর বসু, জানকী দাস, গোবিন্দ সিংহ, সুবুদ্ধিমন্ত খাঁ।

২। শুভরত্ন খাঁ—১৫ নয়নানন্দ গুহ, ১৪ মাধব বসু।

৩। জয়রাম খাঁ—১৩ জীবনাথ নাগ।

৪। চণ্ডীদাস খাঁ—দেবানন্দ গুহ।

৫। চতুর্ভুজ খাঁ—৮ কৃষ্ণ সেন।

৬। সর্ব্বানন্দ খাঁ—১০ যুধিষ্ঠির নাগ।

৭। গৌরীদাস খাঁ—১৫ গোপীকান্ত ঘোষ।

৮। রামচন্দ্র খাঁ—১১ বাসুদেব নাগ, ১৪ শ্রীচন্দ্র বসু।"

৯। শ্রীচন্দ্র খাঁ—১৩ পরমানন্দ বসু, ১৩ ভবনানন্দ বসু, ১০ মঙ্গলানন্দ সেন, ১৪ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ।

১০। ভাগ্যবন্ত খাঁ—কেশব পালিত, শ্রীধর পালিত, [illegible] মিত্র, [illegible] দেব।

১১। শ্রীধর খাঁ—১১ লক্ষ্মীধর বসু।

১২। গুণচন্দ্র খাঁ—গোবর্দ্ধন আইচ।

১৩। প্রচণ্ড খাঁ—কাশীনাথ দে, ১১ মাধব ঘোষ, বিষ্ণুরাম দাস।

১৪। সত্যানন্দ খাঁ—দুর্ল্লভ বসু।

১৫। শ্রীমন্ত খাঁ—১৪ শ্রীনিধি বসু, রামনাথ দত্ত, দুর্গাদাস দত্ত, দুর্গাদাস সিংহ, শ্রীধর সিংহ।

১৬। গন্ধর্ব্ব খাঁ—১৪ শ্রীধর বসু, ১১ বংশীধর নাগ, ১৩ রমাপতি ঘোষ, সরখেল।

১৭। বিক্রম খাঁ গোপীনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণ দাস, রামচন্দ্র দেব।

১৮। জগদানন্দ খাঁ—১৪ গদাধর বসু, শশীধর কর।

১৯। পরমানন্দ খাঁ—রামানন্দ দাস।

২০। যশশ্চন্দ্র খাঁ, ১৩ শ্রীপতি গুহ, গৌরীনাথ দত্ত, নারায়ণ কর্মলিক, ১৩ সুপ্রসাদ বসু, ১৪ ভবানন্দ ঘোষ পত্রনবীশ।

২১। রামানন্দ খাঁ—১২ গণপতি ঘোষ, শ্রীনায়ক ঘোষ।

২২। শুভরাজ খাঁ—১২ শঙ্কর বসু, ১৪ ভগীরথ বসু, কেশব চন্দ, ১৪ জগন্নাথ ঘোষ, কৃষ্ণানন্দ দত্ত।

২৩। গুণরাজ খাঁ—গন্ধর্ব্ব নন্দী।

২৪। শ্রীরাম খাঁ—১৪ চন্দ্রশেখর বসু, ১০ বলভদ্র নাগ, ১৫ সানন্দ মিত্র, শ্রীবঙ্গ গুহ।

২৫। মহেন্দ্র খাঁ—১৩ মীনকেতন বসু, শিবানন্দ রায় সিংহ, পৃথ্বীধর দাস।

২৬। হরিদাস খাঁ—১১ সর্ব্বানন্দ বসু, ১২ বাসুদেব ঘোষ।

২৭। পুরন্দর খাঁ—১৪ বিদ্যানন্দ বসু, দামোদর সিংহ।

২৮। হরিশচন্দ্র খাঁ—৯ শ্রীহর্ষ সেন, ১৪ দৈবকীনন্দন বসু।

২৯। নরহরি খাঁ—১৩ সর্ব্বানন্দ মিত্র।

৩০। বিদ্যানন্দ খাঁ—১০ প্রভাকর নাগ, সতানন্দ দত্ত, ১৫ বিশ্বনাথ দত্ত, জগদানন্দ দেব।

৩১। সুবুদ্ধি খাঁ—১০ বিষ্ণুদাস গুহ।

৩২। মাধব খাঁ—কৃষ্ণানন্দ দত্ত।

৩৩। বর্ম্ম খাঁ—১০ জগন্নাথ দাস, লক্ষ্মণ দেব।

বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মূলপুরুষ দশরথ বসুর পৌত্র, বঙ্গগত লক্ষ্মণ বসুর অধস্তন হংস বসু বংশে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গজ কায়স্থ-কুল পবিত্র করিয়াছেন। এই হংস বসু বংশ পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই বংশে যে সমস্ত মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বঙ্গজ কায়স্থগণের সর্ব্বপ্রথম সমীকরণের সর্ব্বপ্রথম পুরুষ শঙ্কর বসু এই হংসবসু বংশের অলঙ্কার স্বরূপ। হংস বসু বংশে বৈদ্যনাথ বসুর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র বসু "বৈদ্য শিরোমণি" কনিষ্ঠ রামভদ্র বসু "বৈদ্য চূড়ামণি" নামে বিখ্যাত ছিলেন। রামচন্দ্র বৈদ্যশিরোমণির পুত্রগণ রতিকান্ত বসু 'মুকুটমণি' যাদবেন্দ্র বসু 'রত্নমণি,' রাধাকান্ত বসু 'আদিত্যমণি,' রুক্মিণীকান্ত বসু 'ইন্দ্রমণি,' রামজীবন বসু 'নীলমণি,' সকলেই চিকিৎসা শাস্ত্রের উচ্চ উপাধিতে অলঙ্কৃত ছিলেন। এই বংশে ১৪ পর্য্যায়ে রামকৃষ্ণ বসু "ধন্বন্তরি রায়" নামে অভিহিত হইতেন। এই বংশে শিবরাম বসু কবিরাজ ও তৎপুত্র শ্রীরাম বসু কবিরাজ বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন; ইহাঁর বংশীয়গণ যশোহর সমাজের অধীন বাক্‌সায় বাস্তব্য করিতেছেন। এই বংশে চন্দ্রশেখর বসু 'কবিশেখর' ও 'মজুমদার' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং শঙ্কর বসু 'কবিচন্দ্র' উপাধিতে অলঙ্কৃত ছিলেন।

মুসলমান নবাবগণের অধীনে যে যে উপাধি প্রচলিত ছিল এবং যাহার উল্লেখ কুলগ্রন্থে পাইয়াছি তাহার তালিকা এবং উপাধিধারীগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বুদ্ধিমন্ত খাঁ—১৪ যদুনন্দন ঘোষ, ১৪ কৃষ্ণদাস গুহ, ১৪ যদুনাথ ঘোষ, ১৩ পৃথ্বীধর বসু, জানকী দাস, গোবিন্দ সিংহ, সুবুদ্ধিমন্ত খাঁ।

২। শুভরত্ন খাঁ—১৫ নয়নানন্দ গুহ, ১৪ মাধব বসু।

৩। জয়রাম খাঁ—১৩ জীবনাথ নাগ।

৪। চণ্ডীদাস খাঁ—দেবানন্দ গুহ।

৫। চতুরঙ্গ খাঁ—৮ কৃষ্ণ সেন।

৬। সর্ব্বানন্দ খাঁ—১০ যুধিষ্ঠির নাগ।

৭। গৌরীদাস খাঁ—১৫ গোপীকান্ত ঘোষ।

৮। রামচন্দ্র খাঁ—১১ বাসুদেব নাগ, ১৪ শ্রীচন্দ্র বসু।

৯। শ্রীচন্দ্র খাঁ—১৩ পরমানন্দ বসু, ১৩ ভবনানন্দ বসু, ১০ মঙ্গলানন্দ সেন, ১৪ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ।

১০। ভাগ্যবন্ত খাঁ—কেশব পানি, শ্রীকর পানি, করুণাময় সিংহ, রঘুনাথ দেয়।

১১। শ্রীধর খাঁ—১১ লক্ষ্মীধর বসু।

১২। গুণচন্দ্র খাঁ—গোবর্দ্ধন আইচ।

১৩। প্রচণ্ড খাঁ—কাশীনাথ দে, ১১ মাধব ঘোষ, বিষ্ণুদাস দাস।

১৪। সতানন্দ খাঁ—দুর্লভ বসু।

১৫। শ্রীমন্ত খাঁ—১৪ শ্রীনিধি বসু, রামনাথ দত্ত, দুর্গাদাস দত্ত, দুর্গাদাস সিংহ, শ্রীধর সিহ।

১৬। গন্ধর্ব্ব খাঁ—১৪ শ্রীধর বসু, ১১ বংশীধর নাগ, ১৩ রমাপতি ঘোষ, সরখেল।

১৭। বিক্রম খাঁ গোপীনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণ দাস, রামচন্দ্র দেয়।

১৮। জগদানন্দ খাঁ—১৪ গদাধর বসু, শশীধর কর।

১৯। পরমানন্দ খাঁ—রামানন্দ দাস।

২০। যশশ্চন্দ্র খাঁ, ১৩ শ্রীপতি গুহ, গৌরীনাথ দত্ত, নারায়ণ করমল্লিক, ১৩ সুপ্রসাদথ বসু, ১৪ ভবানন্দ ঘোষ পত্রনবীশ।

২১। রামানন্দ খাঁ—১২ গণপতি ঘোষ, শ্রীনায়ক ঘোষ।

২২। শুভরাজ খাঁ—১২ শঙ্কর বসু, ১৪ ভগীরথ বসু, কেশব চন্দ, ১৪ জগন্নাথ ঘোষ, কৃষ্ণানন্দ দত্ত।

২৩। গুণরাজ খাঁ—গন্ধর্ব্ব নন্দী।

২৪। শ্রীরাম খাঁ—১৪ চন্দ্রশেখর বসু, ১০ বলভদ্র নাগ, ১৫ সানন্দ মিত্র, শ্রীবঙ্গ গুহ।

২৫। মহেন্দ্র খাঁ—১৩ মীনকেতন বসু, শিবানন্দ রায় সিংহ, পৃথ্বীধর দাস।

২৬। হরিদাস খাঁ—১১ সর্ব্বানন্দ বসু, ১২ বাসুদেব ঘোষ।

২৭। পুরন্দর খাঁ—১৪ বিদ্যানন্দ বসু, দামোদর সিংহ।

২৮। হরিশ্চন্দ্র খাঁ—৯ শ্রীহর্ষ সেন, ১৪ দৈবকীনন্দন বসু।

২৯। নরহরি খাঁ—১৩ সর্ব্বানন্দ মিত্র।

৩০। বিদ্যানন্দ খাঁ—১০ প্রভাকর নাগ, সতানন্দ দত্ত, ১৫ বিশ্বনাথ দত্ত, জগদানন্দ দেয়।

৩১। সুবুদ্ধি খাঁ—১০ বিষ্ণুদাস গুহ।

৩২। মাধব খাঁ—কৃষ্ণানন্দ দত্ত।

৩৩। বর্ম্ম খাঁ—১০ জগন্নাথ দাস, লক্ষ্মণ দেয়।

৩৪। খাঁ—১৪ রঘুনাথ বসু কবিরাজ।

৩৫। সিংহ রায়—১৪ রামকৃষ্ণ মিত্র, ১০ মথুরানাথ দাস।

৩৬। গন্ধর্ব্ব রায়—কাশীনাথ দত্ত, ১৫ চন্দ্রশেখর বসু, রামনাথ দেয়।

৩৭। কবিরত্ন রায়—লক্ষ্মীনাথ দত্ত।

৩৮। বিদ্যানন্দ রায়—বিশ্বনাথ দত্ত।

৩৯। সুবুদ্ধি রায়—১২ চণ্ডীদাস সোম, ১৪ নারায়ণ ঘোষ, বিষ্ণুদাস দাস, ১৬ রামচন্দ্র বসু।

৪০। শ্রীযুত রায়—কাশীনাথ দাস।

৪১। গজেন্দ্র রায়—১৪ জানকীবল্লভ বসু, হরিচরণ দেয়।

৪২। ধর্ম্ম রায়—বিশ্বনাথ সিংহ।

৪৩। বিক্রম রায়—রূপনারাণ দাস।

৪৪। শ্রীমন্ত রায়—১৫ লক্ষ্মীনাথ বসু, ১৪ শ্রীকর ঘোষ, বলভদ্র সিংহ।

৪৫। সুবুদ্ধি রায়—১৫ দুর্গাদাস বসু।

৪৬। সংগ্রাম রায়—১৪ রঘুনাথ বসু, ১৪ গঙ্গাহরি ঘোষ, রামেশ্বর সিংহ প্রতাপ দাস লস্কর, শঙ্কর গুহ।

৪৭। রায়—১৪ গোবিন্দ চন্দ্র, গোবিন্দ বসু।

৪৮। শ্রীচন্দ্র রায়—১৪ চন্দ্রশেখর ঘোষ, ১৪ জ্ঞানানন্দ বসু, কীর্ত্তিবাস সিংহ, কৃষ্ণানন্দ নন্দীলস্কর।

৪৯। প্রচণ্ড রায়—১১ লক্ষ্মীনাথ ঘোষ।

৫০। ভাগ্যবন্ত রায়—১৫ রঘুনাথ দাস, ১২ রামনাথ দাস, শিবরাম নন্দী।

৫১। বসন্ত রায়—হরিহর বসু, হৃদয়ানন্দ বসু, জানকীবল্লভ গুহ, জনার্দ্দন দেয়।

৫২। জগদানন্দ রায়—১৩ বিদ্যাধর ঘোষ।

৫৩। মুকুট রায়—কৃষ্ণবল্লভ সিংহ।

৫৪। মল্লিক—১৩ জগদানন্দ বসু মল্লিক, ১২ গঙ্গাধর বসুমল্লিক, ১২ বিষ্ণুদাস বসু মল্লিক, ১২ লোকনাথ বসু মল্লিক, ১২ মাধব বসু মল্লিক, ১৬ মহেশ রাহা মাল্লক, ১৪ রামানন্দ বসু মল্লিক, ১৪ শ্রীকান্ত বসু মল্লিক, ৮ গোবর্দ্ধন দাস মল্লিক।

৫৫। মদন মল্লিক—১৩ লোকনাথ ঘোষ।

৫৬। গন্ধর্ব্ব মল্লিক—১২ জিতামিত্র বসু।

৫৭। বৈষ্ণব মল্লিক—শ্রীধর বসু।

শ্রীবিশ্বেশ্বর বর্ম্মাঘোষ রায়চৌধুরী।

সমালোচনা

চারু প্রবন্ধ—নওগাঁ বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা।

আমরা পুস্তকখানা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। পুস্তকখানিতে কতিপয় নীতিপূর্ণ গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ এবং কয়েকটী চরিত্রবান মহাপুরুষের জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোমলমতি বালকদিগের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এ পুস্তক খানা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পুস্তকখানা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর উপযোগী করিয়াই লিখিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বালকদিগের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীমদ্দয়ানন্দ প্রকাশ—চতুর্থ সংস্করণ, (সংবৎ ১৯৮১) লেখক—শ্রীসত্যানন্দ। লুধিয়ানা আর্য্য-সমাজ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, উৎকৃষ্ট, বাঁধাই মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তকখানি হিন্দী ভাষায় লিখিত; এই গ্রন্থ ১৬ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৭৫ সম্বতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৬ বৎসরের মধ্যে ইহার চারিটী সংস্করণ প্রকাশিত করিতে হইল। এই পুস্তক জনসমাজে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা ইহা হইতেই অনুমিত। সুতরাং জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই পুরাতন গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন নাই। ইহাতে মহাপুরুষ দয়ানন্দ স্বামীর ঘটনাবহুল জীবন-কাহিনী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা উৎকৃষ্ট।

সমন্বয়—(আদ্য, মধ্য, অন্ত্যভাগ) শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বি-এল্ কর্ত্তৃক প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বশিরহাট হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৲ টাকা; ছাপা ও কাগজ ভাল। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইন্দ্রিয় গ্রাম ও বস্তু, ঈশ্বরবাদ, সৃষ্টি প্রকরণ, যুগপর্য্যায় ও সভ্যতা, অপরা বিদ্যা ও স্থূল দর্শন; মধ্যভাগে পরাবিদ্যা ও সূক্ষ্ম দর্শন, পরাবিদ্যার স্বরূপ ও সামর্থ্য, ষড়দর্শন, আনুশীলনিক সন্দর্শন; অন্ত্যভাগে যোগ বিষয়েই আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বিশেষ নিপুণতার সহিত দার্শনিক আলোচনা দ্বারা স্বীয়মত স্থাপনা করিয়াছেন। চিন্তাশীল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকট এই পুস্তকের আদর হইবে, ইহা আমাদের মনে হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সভা-সমিতিঃ—

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ঔরঙ্গাবাদ (গয়া) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ লাল মহোদয়ের ভবনে মুন্সী শ্রীযুক্ত সূর্য্যভানু লাল মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক কায়স্থ সভা হইয়া স্থির হইয়াছে যে, আগামী জিলা কায়স্থ-সম্মিলন ১০ই শ্রাবণ, রবিবার করিতে হইবে। কার্য্যকরী-সমিতির সভাপতি মুন্সী সূর্য্যভানু লাল, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেশ্বর-প্রসাদ সিংহ, সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রকাশ সিংহ ও রাজকিশোরনারায়ণ লাল, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সহায়, শ্রীযুক্ত কামতাপ্রসাদ অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, জৌনপুরে দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক নিখিল-ভারতীয়-কায়স্থ-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির এক অধিবেশন হইয়া স্থির হইয়াছে যে, দেশের সকল কায়স্থ সমিতির নিকট জানান হউক—আগামী মহাধিবেশনের জন্য কাহাকে সভাপতি করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা অবিলম্বে প্রস্তাব করিয়া পাঠান। অতঃপর গোয়ালিয়রের মহারাজার অকালে বিদেশে (পারিসে) মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া মহারাণী মহোদয়াকে শোকে সমবেদনা জানান হয়।

গত ১লা আষাঢ়, জিলা ফরিদপুরের অন্তর্গত আলগী গ্রামে শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে "আলগী-কায়স্থ সমিতি" নামে সমাজ-সংস্কারের নিমিত্ত একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতাস্থ "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ" এর আদর্শে এই সমিতি পরিচালিত হইবে ও হিন্দু-মহাসভার নীতি অনুসরণ করিয়া জাতীয় উন্নতিকর কার্য্য করা হইবে বলিয়া দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত-হৃদয়চন্দ্র বসু (সভাপতি) ডাক্তার কোটীশ্বর গুহ (সহঃ সভাপতি) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নাগ (সহঃ সম্পাদক) শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু, কুঞ্জবিহারী গুহ, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (শাস্ত্রী) অমৃত লাল ঘোষ, উকিল, ইহাঁরা পরিচালন সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা এই সমিতির দীর্ঘজীবন ও কার্য্যকারিতার সাফল্য কামনা করি।

উপনয়নঃ—

৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ কেন্দ্র। যশোহর শ্রীরাজকাঠী নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয়, ঘটক বাচস্পতি শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রবর্ম্ম মহাশয়ের দ্বিতীয়পুত্র

শ্রীমান অপর্ণালাল মিত্রের যথোচিত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্র্যুপ-নয়ন হইয়াছে।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ. ১৩৩২, বগুড়া আঁচলাই ৺হরিশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন দেববর্ম্ম সরকার ও ক্ষিতীশচন্দ্র দেববর্ম্ম সরকার মহাশয় দ্বয়ের যত্নে একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দেব, উমেশ-চন্দ্র দত্ত, পঞ্চানন সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, দীনেশচন্দ্র দত্ত, যামিনীকান্তদেব, রমেশচন্দ্র সরকার এবং আটবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গদাধর দেব এই ৮টী কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে আমাদের শ্রদ্ধাসম্পদ সভ্য, বগুড়ার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করায় আমরা তাঁহাকে গভীর ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ. ১৩৩২, পাবনা, তামাই নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণনাথদাস মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া উক্ত গ্রামের সৌকালীনগোত্রীয় শ্রীযুক্ত রামতনু ঘোষ, শশধর ঘোষ, জগত্তারণ ঘোষ, বিনোদবিহারী ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণ-বিহারী ঘোষ, গোপালচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ; কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাস, মহেন্দ্রনাথ দাস, জানকীনাথ দাস, মুকুন্দলাল ভৌমিক, মণীন্দ্র লাল ভৌমিক, মধুসূদন ভৌমিক, তরণীকান্ত ভৌমিক, বিজয়কুমার দাস, বসন্ত-কুমার দাস. প্রসন্নকুমার ভৌমিক, যামিনীকুমার ভৌমিক, অক্ষয়কুমার ভৌমিক, দীনবন্ধু দত্ত, প্রাণবন্ধু দত্ত, গৌরচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, গিরিশচন্দ্র দাম, জিতেন্দ্রমোহনদাম ; গৌতমগোত্রীয় শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র দেব, উমেশচন্দ্র দেব, এবং যোগীবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, বেলতানিবাসী শ্রীযুক্ত তরণী-মাধব চন্দ, ধীৎপুরের শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দেব, এই ৩১টী বঙ্গজ কায়স্থসন্তান যথোচিত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

বিবাহ ঃ—

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২। আমাদের বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণভাজন শ্রীমান সুকুমার মিত্র (Barister-at-law) এর সহিত, এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ Advocate স্বর্গীয় শীতলপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী মায়াদেবীর শুভ পরিণয় হয়, ইহাতে বরকর্ত্তা কিছু মাত্র দাবী দাওয়া করেন নাই। কলিকাতায় বিবাহ হইলে বরযাত্রীর জন্য কন্যাপক্ষের ব্যয়বাড়িয়া যাইবে আশঙ্কায় নিজব্যয়ে সপুরোহিত পুত্র লইয়া গিয়া এলাহবাদেই বিবাহ সম্পন্ন করাইয়াছেন, এমন কি বর-কন্যার যাতায়াত ব্যয়ও গ্রহণ করেন নাই। শরৎবাবু একদিকে যেমন স্বীয় সুশিক্ষিত পুত্রের আদর্শবিবাহ দিলেন, অন্যদিকেও একটী নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ বাটীতে বাটীতে গিয়া নিমন্ত্রণ নাকরিয়া আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, সুহৃৎ ও সমাজস্থ ভদ্রমহোদয়গণকে পত্রযোগে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এবং তাহা প্রায় সকলেই অনুমোদন করিয়া বৌ-ভাতের ভূরিভোজে যোগদান করিয়াছিলেন। এজন্য

আমরা নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রেতা উভয়কেই গভীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া নবদম্পতীর দাম্পত্য-জীবনের শুভ কামনাসহ শুভাশীষ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রাদ্ধ ঃ—

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২। অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্ম বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতৃদেবীর দেহান্তরে সদাচারনিরত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ঘোষ মহাশয় তাঁহার মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য ক্ষত্রিয়োচিত ত্রয়োদশ দিনে সুসম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধে দেশের গণ্যমান্য সকল সম্প্রদায়ের ভদ্রমহোদয়ই যোগদান করেন ; এমন কি যাঁহারা ক্ষত্রিয়াচারের বিরোধী, তাঁহারাও যোগদান করিয়াছিলেন। অধ্যাপকদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত রাখালদাস দর্শনতীর্থ, দুর্গাচরণস্মৃতিতীর্থ, প্রভাকর মীমাংসাতীর্থ, প্রভূপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ভাগবতরত্ন, সারদাচরণ-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, তিষাম্পতি কাব্যতীর্থ, রামগোপাল তর্কতীর্থ, অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, চন্দ্রশেখরমিশ্রজ্যোতিস্তীর্থ, আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ, রামচরণ স্মৃতিতীর্থ, মণীন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, তারাকান্ত কাব্যতীর্থ, অনন্তকুমার কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, অম্বিকাচরণ সাহিত্যাচার্য্য, সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, কালিকমল স্মৃতিরত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী, দুর্গাচরণ বিদ্যারত্ন, জগদীশ্বর তর্কালঙ্কার, বিশ্বেশ্বর ভাগবতরত্ন, গোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গঙ্গাধর শিরোমণি, আশুতোষ স্মৃতিরত্ন, রামরক্ষ বিদ্যারত্ন, গোবর্দ্ধন বিদ্যাভূষণ, কামিনীভূষণ বিদ্যারত্ন, গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, মধুসূদন কাব্যরত্ন, শশিভূষণ বিদ্যারত্ন, বনমালী বিদ্যারত্ন. তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এই ৩৬টী পণ্ডিত শ্রাদ্ধ সভায় স্বয়ং উপস্থিত হন, বিশুদ্ধানন্দ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রঘুবীর ত্রিবেদী বেদান্তরত্ন কলিকাতায় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার ছাত্র আইসেন। মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ স্মৃতিভুষণ সেদিন না আসিয়া পরদিন আসিয়া বিদায় নেন, এতদ্ভিন্ন ছাত্র, রবাহুত কতিপয় ব্রাহ্মণকেও বিদায় করা হয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিনয়নম্র অভ্যর্থনায় ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও একটী বিষয় এই,—এদেশে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বারবনিতার দ্বারা ঢপ কীর্ত্তন করান হয়, শ্রদ্ধেয় অমূল্যবাবু এই দুর্নীতিটী দৃঢ়তার সহিত উপেক্ষা করিয়া যশোহর জিলা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূধরকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের দ্বারা কীর্ত্তন করাইয়াছেন। ইহাঁর রাগ রাগিনী, ভাব বিহ্বলতা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ; উপস্থিত পণ্ডিত ও ভদ্র মহোদয়গণ ইহাঁর রাগিনী শ্রবণে চিত্রপুত্তলীর ন্যায় নিশ্চল ভাব ধারণ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যের মহিমা ঃ—

বরিশালের "কাশীপুর-নিবাসী"র বৃদ্ধ সম্পাদক মহাশয় এখনও ব্রাহ্মণ্যের মহিমায় আত্মহারা হইয়া রহিয়াছেন। তাই যাহারা জাতি বর্ণের ধার দিয়া মাড়ায় না, তাহাদের ভজনালয়েও সনাতনিক বর্ণ-মরীচিকা সন্দর্শন করিয়া তাহা ১৯শে জ্যৈষ্ঠের "কাশীপুর-নিবাসী"তে লিখিয়াছেন, "১৭ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার প্রাতে স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত ছিলাম, মাত্র তিনজন বৈদ্য দীক্ষিত-ব্রাহ্ম এবং মাত্র দুইজন আনুষ্ঠানিক বৈদ্য ও একজন আনুষ্ঠানিক শুদ্র বা কায়স্থ উপস্থিত দেখিয়াছি।" এই প্রকার ব্রাহ্মণ্যেহভিভূত সংবাদ পাঠে পাঠক সম্ভবতঃ ভাষা, ব্যাকরণ, জাতি ও সমাজ এই চতুর্বর্গ সহজেই লাভ করিতে পারিবেন। যেহেতু ইহাতে লেখক কোনটারই অভিজ্ঞতা প্রকাশে কার্পণ্য রাখেন নাই।

অনন্তের পথে ঃ—

আজ কয় বৎসর যাবৎ কলিকাতাবারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী, স্বনামধন্য চিত্তরঞ্জন দাস পরাধীন জাতির মুক্তির উপায় উদ্ভাবনার্থ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারা যায়—সাধনায় সিদ্ধিলাভ মানসে সুপ্রাচীনকালে রাজপুত্র ধ্রুব, শাক্যসিংহ প্রভৃতি যে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভূধর, কান্তার, প্রান্তর প্রখর তাপে বিচলিত ও সময় সময় বিদগ্ধ হইয়াছিল। আমরা চিত্তরঞ্জনের তপস্যার তাপে তাদৃশ ভাব বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত করিয়াছি। তাঁহার স্বরাজ সাধনার তপস্যায় কেহ সন্ত্রাসিত, কেহ বিচলিত, কেহ বিদগ্ধ হইতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহার লোকরঞ্জকতায়, দেশ সেবায় ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে, দানশৌণ্ডতায় আপামর সাধারণেই মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হইতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ সাহিত্য সাধনায়. ধর্ম্মজীবন গঠনে ও সমাজ সংস্কারেও বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠতাত ও পিতা ব্রাহ্ম ছিলেন, এজন্য তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মমতে ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করেন ; অতঃপর সেই ভাব বৈষ্ণব-ধর্ম্মচর্য্যা প্রভাবে তিরোহিত হইলে সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন এবং তৎফলে শীলা-শালগ্রাম সমক্ষে বৈদিক হোমাদি করিয়া জ্যেষ্ঠকন্যা কায়স্থ বরে সম্প্রদান করেন। তিনি একাধারে সমাজ-সংস্কারক ও স্বধর্ম্মে আস্থাবান ও মহাপ্রভাব সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। সেই অসামান্য রাজনৈতিক নেতাকে বাঙ্গালীজাতি হারাইয়াছে। তাঁহাকে হারাইয়া সমগ্র বাঙ্গালীজাতি শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইয়াছে, ভারতবাসী অনুতপ্ত হইয়াছে, গুণমুগ্ধ জগৎবাসী সমবেদনায় অধীর হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু আমরা তাঁহার বিয়োগ-বিধুর আত্মীয়, বন্ধু, সুহৃৎ, সহচরদিগকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেছি—স্বরাজ্য সাধক চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয় নাই, তিনি পরাধীন জাতির মুক্তির পথ উদ্ভাবনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ঐ যে পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি সেই সাধনার সিদ্ধিলাভেচ্ছায়ই মুক্তির পথে গমন করিয়াছেন। ঋকবেদে আছে, বৈবস্বত যম জীবের

মুক্তির জন্য আত্মবলি দিয়া মৃত্যুপাত হইয়াছিলেন ; আমাদের চিত্তরঞ্জনও (পরাধীন আমরা) আমাদের মুক্তির জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া স্বরাজ্যলাভের পথ নির্দ্দেশ করিতে গিয়াছেন। ইহাই আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবাররর্গের সান্ত্বনা বলিয়া মনে করিতেছি।

ত্রুটী স্বীকার ঃ—

স্বর্গগত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অপর্ণা দেবী তাঁহার পিতৃদেবের চতুর্থ বাসরিক পারলৌকক্রিয়ায় যোগদান নিমিত্ত যথাসময়ে স্বতন্ত্রভাবে নিমন্ত্রণ করিলেও কার্য্যব্যপদেশে মফঃস্বলে থাকায় পত্রখানি শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে আমার হস্তগত না হওয়ায় শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি, আশা করি নিমন্ত্রণকারিণী ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

সংগ্রহ সুরভী ঃ—

ছোট বড় গ্রহ। বৃহস্পতিগ্রহ চওড়ায় কত মাইল জানেন ? ৮৬ হাজার ৫শত মাইল। আর সবচেয়ে ছোট বুধগ্রহ চওড়ায় মোট ৩০৩০ মাইল।

মস্তিষ্কের প্রতিরূপ।

আপনি কি আপনার মস্তিষ্ক স্বচক্ষে দেখতে চান ? তাহা হইলে ডাক্তার ফ্রেজার হালের উপদেশ মত নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বন করুন ঃ—

আপনার মুখ হইতে তিন ও সিকি ইঞ্চি তফাতে এবং চক্ষু হইতে চার ইঞ্চি নীচে একটী মোমবাতি ধরিয়া একবার আগাইয়া আসুন, আর একবার পিছাইয়া যান, এই সময়ে সামনের সাদা পটের ন্যায় কাজ করিবে এবং আপনার মস্তিষ্কের ছায়া সেই পটের উপর গিয়া পড়িবে। বাতি নাড়া থামাইলে ছায়াও মিলাইয়া যাইবে। এই কার্য্যের প্রশস্ত সময় হইতেছে রাত্রিকাল।

আশ্চর্য্যজনক উদ্ধার

কাশীর বিখ্যাত 'আজ' পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, বারামতী নামক স্থানে ১০।১২ বৎসরের এক বালক এক ক্ষেতে বাছুরের গলার দড়ি ধরিয়া বসিয়াছিল ; এমন সময় এক ভয়ানক অজগর সাপ আসিয়া তাহাকে ধরে। বালক ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অজগর বালকের পায়ের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া আস্তে আস্তে তাহার গলা পর্য্যন্ত গিলিয়া তাহাকে লইয়া একটি গাছের দিকে অগ্রসর হয়। বালক তখন পর্য্যন্তও বাছুরের দড়ি ধরিয়াছিল। অজগর চলিতে আরম্ভ করিলে বাছুরের গলায় ভয়ানক টান পড়ে। বাছুর চিৎকার করিতে আরম্ভ করে। বাছুরের চীৎকার শুনিয়া নিকটস্থ ক্ষেত হইতে কয়েকজন লোক আসিয়া দড়ি খুলিয়া দেয় ; কিন্তু দড়িগাছিকে চলিতে দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া দড়ির নিকট আসিয়া এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে পায়। বালকের এক হাত বাহিরে ছিল। তাহারা ঐ হাত ধরিয়া বহু টানাটানি করিয়াও বালককে বাহির করিতে পারিল না। তখন তাহারা অজগরের লেজের নিকট ঘাস জ্বালাইয়া তাহাকে পুড়য়াইয়া শক্তিহীন করিয়া খুড়্পী দ্বারা পেট চিড়িয়া বালকটীকে বাহির করে। বালকটী এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব শ্রীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাল হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ

ষষ্ঠবার্ষিক পরিচালন-সমিতির প্রথমাধিবেশন।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩২ সাল, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥টায়

কলিকাতা, ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট্ ভবনে।

উপস্থিত ঃ—

(দ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা (সভাপতির আসনে)
(ব) „ দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্ম তত্ত্বভূষণ।
(দ) „ রাসবিহারী ঘোষবর্ম্মা।
(ব) „ রমণীরঞ্জন গুহ বর্ম্মরায়।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (পত্রিকা-সম্পাদক)
(দ) „ প্রসন্নকুমার রায়বর্ম্মা।
(ব) ডাক্তার রমেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা।
(দ) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বর্ম্মমজুমদার।
(ব) „ শশিকুমার ঘোষদস্তিদার।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)
(দ) „ সনৎকুমার পাল (সাধারণ সভ্য)

শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রবর্ম্মা, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী, রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও মানীগ্রামের শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়বর্ম্মা অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সমিতির কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখেন।

অদ্য সভাপতি কি সহকারী সভাপতিদিগের মধ্যে কেহ উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে গত বর্ষের পরিচালনসমিতির অষ্টমাধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত হইলে উহা উপস্থিত সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া গৃহীত হইয়া।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। স্বজাতির উন্নতিকামী, সমাজের হিতৈষী সভ্য, বহরমপুরের অন্যতম জমিদার শ্রীবনবিহারী সেনবর্ম্মার মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ শোক প্রকাশ করিলেন এবং সমাজের সমবেদনা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গোপিকারঞ্জন সেনবর্ম্মা মহাশয়কে লিখিয়া তাঁহাকে সভ্য হওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্যনির্ব্বাচন। প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীঃ—

১—উ ডাক্তার পি, সরকার, মানবাজার।

২—বা শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ নন্দী, ভবানীপুর।

৩—ব „ গিরিশচন্দ্র গুণবর্ম্মা, টেক্রাসিয়া।

৪—ব „ হরকুমার ধর, রাজাই

৫—বা „ সুরেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা—ভট্টকাক, পাবনা।

প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মাঃ—

৬—দ যুক্ত অতুলচন্দ্র বসু, যোগেশ মিত্র রোড্।

৭—দ „ হরিচরণ গুহ, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্

প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ রায়বর্ম্মাঃ—

৮—ব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার, দেপাড়া।

যাঁহারা স্বজাতির কল্যাণে প্রস্তাবিত মহোদয়গণকে আমাদের এই সমাজের সভ্য করিয়া দিয়াছেন, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ করিলে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার উপায়। (ক) গৃহীত দ্বিতীয় প্রস্তাব—কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচারের জন্য, তৃতীয় প্রস্তাবের ভারতবর্ষীয় সকল কায়স্থের একসমাজ ভুক্তকরণ, চতুর্থ প্রস্তাবের অসমান গোত্র প্রবর মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান প্রচলনের জন্য পত্রিকায় প্রবন্ধলেখা, উপযুক্ত প্রচারকের দ্বারা প্রচার এবং একখানি ৪ পৃষ্ঠা পুস্তিকা (Leaflet) বিতরণ করিয়া এই তিনটী প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বিস্তার করা হউক, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় এবং Leaflet লিখিবার ভার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয়।

(খ) গৃহীত পঞ্চম প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করার জন্য গতবর্ষের পরিচালন-সমিতির ষষ্ঠাধিবেশনের ৫—গ প্রস্তাব নির্দ্দেশিত প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করার জন্য উপস্থিত করিলে. উপস্থিত সভ্যবৃন্দ উহাতে স্বাক্ষর করেন এবং স্থির করেন, ইহা মুদ্রিত করিয়া পত্রিকার সহিত সভ্যবৃন্দের নিকট পাঠাইয়া স্বাক্ষর করণের জন্য চেষ্টা করা হউক।

(গ) গৃহীত ষষ্টপ্রস্তাবের প্রচার ও ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে স্থির হইল—একজন সুবক্তা প্রচারক রাখা হউক এবং সেই প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিবেন। ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, এ সম্বন্ধে

মেমরেণ্ডাম প্রভৃতি কাগজপত্র প্রস্তুত হইয়াছে, সমিতির নির্দ্দেশ পাইলেই কার্য্য করা যাইতে পারে। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—যত সত্বর সম্ভব পরিচালন সমিতির আগামী কোন অধিবেশনে যাহাতে অধিক সংখ্যক সভ্য উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ের কার্য্য করার সুযোগ দেন, এখন হইতেই তাহার চেষ্টা করা হউক।

(ঘ) গৃহীত সপ্তমপ্রস্তাবে ছাত্রসংঘ এবং তাহার পরামর্শ সমিতি গঠন সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ স্থির করিলেন—নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া পরামর্শ-সমিতি গঠিত হউক এবং প্রস্তাবক সুরেশ বাবু কলিকাতায় আসিলে কার্য্য আরম্ভ করা হউক।

পরামর্শ সমিতি :—অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সেনবর্ম্মা, প্রসন্নকুমার রায়বর্ম্মা, দুর্গানাথ ঘোষবর্ম্ম তত্ত্বভূষণ, জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা, ছাত্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি সুরেশচন্দ্র রায়বর্ম্মা ও সম্পাদক শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা।

(ঙ) গৃহীত অষ্টমপ্রস্তাবের সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতির জন্য গতবর্ষের পরিচালন সমিতির ৬ষ্ঠ অধিবেশনের ৫—ক প্রস্তাবের উপাধিসঙ্ঘের কার্য্য আরম্ভ করা হউক, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ। একখানি পত্র। সম্পাদক মহাশয় পত্রের মর্ম্ম সভায় বিবৃত করিলে, পত্রলেখককে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার প্রবন্ধের মূল্য দেওয়া কর্ত্তব্য কি না এই লইয়া প্রশ্ন উঠে. ইহাতে প্রস্তাবের পক্ষে দুই ভোট এবং প্রস্তাবের প্রতিপক্ষে ৮ ভোট হওয়ায় এই প্রস্তাবটী পরিত্যক্ত হয়।

স্বাক্ষক
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা
সম্পাদক

স্বাক্ষর
শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা
সভাপতি।
১৪/৩/৩২